মন বুলবুল।

রচয়িত্রী—শ্রীসুশীলা মালতী

প্রকাশক—শ্রীবিজনকুমার সরকার,

৩নং গড়পার রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা,

৬নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন প্রেস।

মেঃ এস, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।

আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক এবং ভক্তকবি,

শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার প্রণীত

১। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসার।

এই পুস্তকখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন-চরিত। তাঁহার শিক্ষাপ্রদ মধুময় জীবনের সমস্ত ঘটনা ইহাতে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ।০ চারি আনা।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ-অষ্টকালীন পদাবলী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এ এক নূতন পুস্তক। তাঁহার বাল্য-জীবনের, সাধন-জীবনের, মহাভাব-সমাধির এবং ভক্ত-সঙ্গ-প্রসঙ্গের নিখুঁৎ চিত্র এবং মনোমুগ্ধকর নব নব লীলা-কথা। নিত্য-বন্দনীয় বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ও মধুর, ইহাও তদ্রূপ। মূল্য ।০ চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,
শ্রীচরণ ভরসা।

গ্রন্থ-পরিচয়।

প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্য বিধাতার সৃষ্টি। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা —সেই সৌন্দর্য্যই। কৃত্রিম উপায়ে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ, তাহার সহিত স্বভাব-সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। এই পুস্তকখানি পড়িবার কালে, পাঠককে এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া স্থিরচিত্তে ভাবমগ্ন-হৃদয়ে ইহা পাঠ করিতে হইবে; তবেই এই "বুলবুলের" স্বর-সুধায় প্রাণ মোহিত হইবে—মাতোয়ারা করিয়া তুলিবে।

লেখিকা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কুল-ললনা;—আমার আশীর্ব্বাদ-ভাজন কন্যাস্থানীয়া। শৈশবে হিন্দুর গৃহে, বালিকারা যেরূপ লেখা পড়া শিখিয়া থাকে—তাহাই শিখিয়াছিলেন। তাহার সহিত বিধাতার আশীর্ব্বাদ,—ভারতীর করুণা;—ঐশ্বরিক ভাব,—প্রেম,—ভক্তি,—কল্পনা,—এবং ঐহিক বিপদ ও বিড়ম্বনা মিশিয়া—তাঁহাকে যে স্থানে উপনীত করিয়াছে—সেই স্থল হইতে "মন-বুলবুলের" এই মধুর স্বর-লহরী উত্থিত হইয়াছে।

লেখিকা আত্মজনের ইচ্ছানুগামিনী হইয়া এই পুস্তক মুদ্রন করিবার পূর্ব্বে, ইহার পাণ্ডুলিপি আমাকে সংশোধনার্থ প্রদান করেন। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া—কি ভাষা, কি ভাব, কোনও পক্ষেই আমি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই।

কারণ, জিনিসের স্বরূপত্ব ও মৌলিকত্ব হইতে অনেক বিশেষ মধুর ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রায় সকল কবিতাতেই আমি লেখিকার ঈশ্বর-ভক্তি ও আত্ম-নিবেদনের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি; এবং অতি সামান্য শিক্ষা,—সরল ভাব ও ভাষা লইয়া তিনি যে নানা তত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। আশা হয়, ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও আরও মধুরতর সামগ্রী আমরা প্রাপ্ত হইতে পারিব। প্রত্যেক হিন্দুরমণীর তাঁহার পথানুসরণ করিতে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে, দিনও অনেকটা সুখে কাটে।

প্রত্যেক পাঠকই এই পুস্তকখানি পাঠে সুখানুভব করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

তত্ত্বমঞ্জরী কার্য্যালয়,
৮০।১ করপোরেশন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২০শে আশ্বিন, সন ১৩১৮ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত
সেবক—
শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

উৎসর্গ।

"জয় রামকৃষ্ণ" পদ ভরসা তোমার,
কমলা-প্রসাদ লাভ সঙ্কল্প আমার;
দেবী লক্ষ্মী নামে অর্পি এ "মন বুলবুল",
দীনেরে সেবিতে চিত্ত নিয়ত আকুল

(২)

দীনহীন পুত্র মম "বিজনকুমার",
আরো বিশেষ দীন পুত্র কাঁদিছে আমার,
এ "মন বুলবুল" দিয়ে অর্দ্ধ "বিজু" করে,
অর্দ্ধ রামকৃষ্ণ-ভক্ত দান পুত্র তরে।

সূচিপত্র।

প্রথমখণ্ড।—জাগ্রত-জীবন।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।—স্বপ্ন-জীবন।

প্রথম খণ্ড।

জাগ্রত-জীবন।

মন বুলবুল।

ভারতী।

(১)

এস রাণি! স্মৃতি-কুঞ্জে,
সরায়ে আঁধার পুঞ্জে,
চরণ পরশে ফুটি উঠিবে কল্পনা-ফুল;
ভাব-শুদ্ধ শুভ্র ফুলে,
মালিকা গাঁথিব তুলে,
মানস মোহিবে তায়, ভব-নর-অলিকুল।

(২)

কোকিল পাপিয়া তারা,
উন্মাদ আত্মহারা,
গাহে যবে শাখি'পরে তুলিয়া ললিত-তান,
মধুর শারদ-রাতে,
ভাসে নভে তারা সাথে,
ভাবে ভরা, ডুব্-ডোবে সুমধুর চাঁদখান।

(৩)

সেইকালে, সেই দিন,
আমার মরম বীণ,
উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠি ফুটিতে ব্যাকুল হয়।
সে সময় তুমি রাণি!
দিও ফুল্ল পা দুখানি,
চরণ পরশি হিয়া হোয়ে যাবে মধুময়।

(৪)

আমিও সে খোলা প্রাণে,
মধুর ললিত তানে,
অথবা বিষাদ সুরে গাহিব মধুর গীতি,
যে ভাব উঠিবে যবে,
সেইমত তান রবে,
গাহিবে মরম বাণে, কৃপাময়ি! নিতি নিতি।

(৫)

আনিবে ত্রিদিব খুঁজে,
কল্পনা মনেতে বুঝে,
জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবে এ স্মৃতি-কুঞ্জ।
অজ্ঞানতা নাশি রাণি,
তুমি উদ্ভাসিবে বাণী,
পরশি কমল-পদ সরিবে আঁধার পুঞ্জ।

(৬)

জীবনের কূলে বসি,
সাথী এ লেখনী মসি,
গাহিবে বিকল বীণে মরমের যত গাথা।
কৃপাময়ি! কৃপা কোরে,
সুদৃঢ় বেঁধেনে মোরে,
জীবনে না টোটে যেন, চরণে মিনতি মাতা!

(৭)

চন্দ্রমা-সম-রূপিণী,
পদে ফুল্ল পঙ্কজিনী,
কমল-আসনে বসি করে বীণ্ সুশোভিত।
অধরে মধুর হাসি,
এলোথেলো কেশরাশি,
চতুর্বেবদ করে রাণী, কিবা জ্যোতি ঝলকিত।

(৮)

তুমি ত্রিদিবের মাতা,
তব যত সুত, সুতা,
ভক্তিভরে করজোড়ে আছে ও চরণ পরে।
এ দাসের কিছু নাই,
ও [illegible] চরণ চাই,
দাও মা [illegible], অভাগীরে চিরতরে।

কল্পনা।

এস সই ডাক পোড়েছে
মাথার কিরে বিনোদিনি !
সাজাব কাব্যকানন
তোমায় লোয়ে মনোমোহিনি
হেসো সই মধু হাসি
মনমাতান ছন্দে চোলো।
যা আমার মরম কথা
সরলভাবে ঠিকটি বোলো।
সেজো' সই ছন্দে ভাল
মিষ্টি মধুর লো কোমলে !
সুমধুর সুরে গেয়ো
কোমল তানে দিও বোলে।
দেখো সই ! মিষ্টতাতে
কৃপণ হোয়ে ছলা করি—
কোরনা মর্ম্মাহতা
মাথার কিরে পায়ে ধরি।
তুমি মোর আদরিণি !
প্রীতিমুখীর পায়ে আমি,

তোমাতে মিশে গেলে
আত্মহারার হ্রদে নামি।
আমি যে সদাই উধাও
তোমায় লোয়ে রঙ্গিণীলো!
পেয়েছি সাড়া তোমার
যখন আমি বর্ষ ষোলো।
ভুলেছি হতাশী-ভাব কান্নাকাটি
মনটা ভারি নেছ চেয়ে,
কোরেছ হাল্‌কি সোলা,
ভুলে যে রই তোমায় পেয়ে।
তোমাতে মিশিয়ে গেলে,
রঙ্গিণীলো মজে থাকি,
এসনা হাসি মুখে
তোমার আমি—জাননা কি?
এস আজ কল্পনে লো,
হৃদয়রতন, ডাকি সখি!
প্রকাশ' লেখন মুখে
স্বরূপ হবে চোকোচোকি।
সাজাও আজ দিব্য কোরে
কাব্যকানন লো কল্পনে,
আজি তাই ডাকাডাকি,
মনমাতানি, রাখ্‌ চরণে।



মন বুলবুল।

(১)

উঠ স্মরি দুর্গানাম,
ঘুমাবে কি অবিরাম,
"রামকৃষ্ণ" "রাধাশ্যাম",
ধর মিঠি বুলি,
রে মন বুলবুলি!

(২)

অজ্ঞান অলসে ঘুমে,
পড়িয়া রবে কি ভূমে,
নাম-রসামৃত চুমে,
ঝাড় ভব ধূলি,
রে মন বুলবুলি!

(৩)

কর দেখি ডাকাডাকি,
মোহিবি মজিবি পাখী,
দেখ নিধি পাও নাকি,
আঁখি যাবে খুলি,
রে মন বুলবুলি!

(৪)

সুধাসিন্ধু নাম তোল,
মধু মধু হরিবোল,
হরিনামে হ' পাগল,
আত্মপর ভুলি,
রে মন বুলবুলি !

(৫)

মোক্ষ মুক্তি নামে পাবি,
উড়ে শান্তিধামে যাবি,
খাঁচা ত্যাগে ছুটি "খাবি",
উর্দ্ধে আঁখি তুলি,
রে মন বুলবুলি !

(৬)

ভব খেলা যাবে চুকে,
শান্তিধামে র'বি সুখে,
শ্মশান সৈকত বুকে,
খাঁচা ভস্ম চুলি,
রে মন বুলবুলি !

(৭)

এ চিত্ত-বিকার ঘোরে,
জীবনে কি রবে মরে ?

বল কে তরাবে তোরে—
কই ব্রহ্ম ছুলি ?
রে মন বুলবুলি !

(৮)

ঘূর্ণিত তরঙ্গময়,
ভবার্ণব খর বয়,
মুখে বলি ব্রহ্ম জয়,
যাবি বাহু তুলি,
রে মন বুলবুলি !

(৯)

লীলা সাঙ্গে পক্ষ স্থির,
দৃষ্টি না রবে আঁখির,
নিথর হবে শরীর,
এ ইন্দ্রিয়গুলি,
রে মন বুলবুলি !

(১০)

ধর স্বর সুমধুর,
লও নাম সে বিভুর,
পোড়ে আছে কত দূর,
কেন যাও ভুলি,
রে মন বুলবুলি !

(১১)

ছোলা জল কলরবে,
কাটাবি কি দিন ভবে,
ডাকিতে শিখিবি কবে,
হইয়া আকুলী ?
রে মন বুলবুলি !

(১২)

রে বুলবুল, ধর তান,
তোলো প্রেমানন্দে গান,
তবেই জুড়াবে প্রাণ,
যারে ফাঁস খুলি।
রে মন বুলবুলি !



রাজধানী।

(১)

পূর্ণ শোভাময়ী বিশ্বরাজত্ব—মেদিনী,
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য জলধির—
সৈকত বালুকাভূমি ধ্যানস্থ যোগিনী,
গৌরব সুষমা ভরা, গিরি ধুম্রশির।

(২)

শশাঙ্ক ছড়ায় হাসি— জ্যোৎস্না—সমুজ্জ্বল,
কিরণ অঞ্জলি দেয় জ্যোতির্ম্ময় রবি ;
দূর হোতে দেয় তারা—দৃষ্টি সুমঙ্গল,
মুগ্ধ ধেয়ানে নত নীল নভঃ ছবি।

(৩)

দিবা, নিশা, সন্ধ্যা, ঊষা, চারিটী রতন,
আজ্ঞা পেয়ে আসে, কার্য্য সাধি চলি যায় ;
প্রতিনিধি সম আসে ঋতু ছয় জন,
যুগ মাস দিন পল ঘোরে পায় পায় ॥

(৪)

চমকে চরণ-দীপ্তি—মেঘেতে তড়িৎ,
লীলা তব ঘন-ডাক—ধারা বরিষণ ;
অনুভব রস তব মধু সুসঙ্গীত,
বিশ্বরাজ্য ভরি খেলে মধুর পবন।

(৫)

চরণ বন্দনে ছোটে ফুল পরিমল,
ধেয়ানে মুগধা লতা—তরুতে জড়িত,
শুদ্ধমতী তটিনীর সাধন কল্লোল,
সুপ্রেমিক বিহগের ভজন-সঙ্গীত।

(৬)

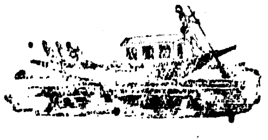
জোনাকি—যে টুকু পারে দেয় নিজ কর,
ঝিঁঝি—নাম গানে মত্ত গহন কাননে,
সাধন-সঙ্গীতে ভোর—শৈলেতে নির্ঝর,
বিভোর মধুপচয় কীর্ত্তন গুঞ্জনে।

(৭)

রাজা!

আমি ঋণী, দীন প্রজা রাজ্যের ভিতর,
গুণসিন্ধু, সুখময়, হে বিশ্বরাজন্,
ঋণী,—পুনঃ ভিক্ষা যাচে চরণের পর,
দাও জ্ঞান, তব ঋণ করিগো পূরণ।

—০—



সাধ।

(১)

নিরব নিঝুম কাননের কোলে
তটিনী বহিবে ধীরে,
শ্যাম লতিকায় কুটীর বাঁধিব,
বারমাস তথা একাকী থাকিব,
হৃদয়ের গাথা গাহিব একাকী,
বসিয়া তটিনী তীরে,
শুক্‌নো হৃদয়ে নব সুখ রাশি
আবার আসিবে ফিরে।

(২)

সাথী সখী হবে বিহগের কুল,
সাথী সখী হবে কুসুম মুকুল,
ভ্রমর মৌমাছি প্রজাপতি আদি
মিলনে এ হিয়া ফুটিবে,
বিষাদ নিরাশা হৃদয় বেদনা,
ধীরে ধীরে ধীরে টুটিবে।

(৩)

মধুর প্রভাতে তরুণ তপন,
উজ্জ্বল কিরণ সোণার বরণ,
ঢালিবে আমার লতিকাকুঞ্জে,
নব শোভাতায় ধরিবে,
প্রভাতী সমীর পাতায় পাতায়
ঝুরু ঝুরু ধীরে নাচিবে।

(৪)

জোছনা-হাসিটি চারু চাঁদিমার,
নিশিতে ফুটিবে কুটীরে আমার,
নীলিমা লতার ললিত কুটীরে,
মরি কি মোহন শোভিবে।
নিশীথ সময় মধু সুষমায়
প্রাণ মন মম লোভিবে।

(৫)

মধুর উষায় নিকুঞ্জে থাকিয়ে,
কুহু বলে পিক উঠিবে ডাকিয়ে,
অমৃত কাকলী শ্রবণে পরশি,
ঘুম ঘোর মোর ছুটিবে,
পাপিয়ার মধু পিউ পিউ তানে
নিমীলিত আঁখি ফুটিবে।

(৬)

নব নব ফোটা কুসুমের রাশি,
ফুল্ল অধরে সুমধুর হাসি,
প্রীতিতে ভরাবে হৃদয় আমার
সুষমা মাখাবে আঁখিতে,
ফুলের মতন ফুটিবে এ হিয়া
হাসিব তাদেরি হাসিতে।

(৭)

যবে আসিবে নিদাঘ প্রখর তপন,
তটিনীর তীরে করিব শয়ন,
তরু দিবে স্নিগ্ধ ছায়াময় কোল
তটিনী শোনাবে মধুর গীতি,
সমীরের সনে নাচিবে লহরী
নব নব শোভা হেরিব নিতি

(৮)

পায়ে পায়ে যবে বরষা আসিবে,
কেতকী কদম্ব ফুটিয়া হাসিবে,
নাচিবে চপলা গরজিবে মেঘ,
ঝিমি ঝিমি ধারা ঝরিবে,
কানন মাঝারে বরিষা শোভায়
আমারে বিভোর করিবে।

(৯)

আসিবে শরৎ শ্যামল বসনে,
উজলি উঠিবে শশাঙ্ক গগনে,
নিরব নিশীথে নিরজনে বসি,
শরতের চাঁদে হেরিব,
ধীরে ধীরে মম হৃদয়ের চাঁদে
হৃদয়ে উদয় করিব।

(১০)

আসিবে হেমন্ত শীতলতা শিরে,
শিহরি উঠিব হেমন্ত সমীরে,
হেমন্ত উষায় বিমল শিশিরে
নলিনী কি রূপ ধরিবে,
নিরখিব বসি কেমনে তপন
নীহার-মালিকা হরিবে।

(১১)

বিষণ্ণতা ল'য়ে হিম ঋতু এসে,
সাজাবে কানন বিধবার বেশে,
যাবে শোভা-ছটা শুকায়িবে লতা,
ঢাকা না রহিবে কুটীরে,
আমিও তখন বসিব ধেয়ানে
মুদিয়া নয়ন দুটীরে।

(১২)

আসিবে বসন্ত মলয় পবন,
মুঞ্জরিবে বনে তরুলতাগণ,
কুটীরেতে নব কচি কুচি লতা,
সোনালি ছটায় ঢাকিবে,
কোকিল কূজনে মধুপ গুঞ্জনে,
সুপ্ত হৃদি মোর জাগিবে।

(১৩)

থাকব কাননে স্বাধীনতা লোয়ে,
শান্তি প্রীতি রবে সহচরী হোয়ে,
মিটাবে পিপাসা নদীর সলিল,
নিবারিবে ক্ষুধা তরুর ফল,
অঙ্গ ঢাকিবার আছেত কাননে,
কচি কচি চারু গাছের বাকল।

(১৪)

ফণীনীর বেশে তটিনীর তীরে,
বিষাদের গান গাব ঘুরে ফিরে,
মধুর বিমল শারদ উষায়,
শেষের সেদিন আসিবে,
রূপবতী ঊষা ছড়াইয়ে রূপ,
কুসুমের মুখে হাসিবে।

(১৫)

নদীর সৈকতে মিলি' বনবালা,
অন্তর্জ্জলী করি ঘুচায়িবে জ্বালা,
বিভুগুণ গান গাহিতে গাহিতে
তটিনী সাগরে ধায়,
বিভু ধ্যানে আমি মুদিয়া নয়ন
মিশিব অনন্ত গায়।



বিকল বীণা।

(১)

ভবের হাটে আছি বসে,
সম্বল মোর ভাঙ্গা বীণ,
গেছে বীণা ভেঙ্গে-চুরে,
বাজেনা বেহাগী সুরে,
(এখন) গাইছে মন-বিকল-বীণা
'কাটাও হরি আমার দিন'।

(২)

দুদিনে সে নূতন বীণা,
ভেঙ্গে গেল আঘাত খেয়ে,
জোড়া দেওয়া যায়না তারে,
তার ছিঁড়েছে একেবারে,
নিশি দিবা আকুল হোয়ে
উঠ্‌ছে শুধু হা-হা গেয়ে।

(৩)

ভবের হাটে এসে এবার,
ব্যস্ত বড় চোলে যেতে
কুহকিনী আশারাণী,
বল্লেনাকো মিষ্ট-বাণী,
(ও তাই) উদাস প্রাণে বোসে বোসে
কেঁদেই মরি দিনে রেতে।

(৪)

আমার মন-বীণা যদি
অলসতা তেজ্য করে,
ডাকে বিভু দয়াল হরি,
অহর্নিশি ব্রহ্মে স্মরি,
তবেই শেষের সেদিনটীতে
যাব চলে আপন ঘরে ॥

(৫)

ডাক্‌লে বাঁরে ডাক্‌তে পারে,
ডাক্‌বেনাকো এমনি কুড়ে,
ডাকার মত ডাকলে তাঁরে,
চোলে যাব ভব পারে,
এমন কোরে হতাশ বুকে
থাক্‌বনাকো পোড়ে দূরে।

(৬)

মন-বীণা মোহন স্বরে—

ধর প্রভু দয়াল হরি,

জুড়িয়ে যাবে সকল জ্বালা,

সাঙ্গ হবে ভবের পালা,

আনন্দেতে উঠ্‌বি মেতে

পাবিরে তাঁর চরণতরী।

(৭)

এমন অলস অজ্ঞ বীণে,

ভাঙ্গবে তবু ডাক্‌তে নারে,

পাগল হোয়ে ডেকে উঠুক্,

অজ্ঞানতার আঁধার ছুটুক্,

জ্ঞানের আলো জ্বোলে উঠুক্,

এ অন্ধকার হৃদ-মাঝারে।

(৮)

মন-বীণায় মন-মাতান,

উঠুক্ বিভুর মধুর সুনাম,

চিন্মুক্ প্রভু কৃপানিধি,

বলুক্ দয়াল জুড়াও হৃদি,

আনন্দেতে চিন্‌তে থাকুক্

প্রেমময়ের প্রেমের সে ধাম।



শ্রীকৃষ্ণ।

(১)

হৃদয় রতন মনমত ধন,
শ্যাম গুণমণি মোর,
যাঁহার মধুর মোহন মুরতি,
হৃদে রাখি থাকি ভোর।
আঁকা বাঁকা ঠাম, ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি,
নিশিদিন মম হৃদয় মাঝারে
প্রকাশ ও রূপরাশি।

(২)

তিলক শোভিত, চন্দন চর্চ্চিত,
গলে বনমালা দোলে,
রাঙ্গাপদে শোভে মোহন নূপুর,
বিভোর করিয়া তোলে।
মরি মরি মরি, হরি! প্রাণ হরি,
করেছে পাগল প্রায়,

আমি পড়েছি লুটিয়ে, সকল ভুলিয়ে,
তব রাঙ্গা দুটি পায়।

(৩)

মরি কি মোহন বিনোদ চূড়াটী,
বামে হেলে ঐ রয়,
শ্যাম শ্যাম মোর হৃদয় রতন,
অপরূপ প্রেমময়।
মোহন-মুরলী মনোহর করে,
অতীব সুশোভা পায়,
মধুর অধর পরশে মধুর—
বাজিয়া উঠিছে তায়॥

(৪)

অবোধ অধমা দাসীরে শ্রীহরি,
রাখিও চরণোপরি,
(আমি) সকলি দিয়েছি প্রাণ-মন নাথ,
কমল চরণে ধরি।
(আমি) আপনা ভুলিয়ে নিরখি ও রূপ,
সুধারসে ডুবে থাকি।
নাহিক তুলনা, অতুলন শ্যাম
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

(৫)

(হেন) পরাণ মাতান মধুর মূরতি,
কোথাও দেখিনি আর,
ত্রিদিব মাঝারে রমণীয় রূপ,
এ হেন আছে কি কার ?
মরমের ধন লুকায়ে মরমে,
খুলিতে নারি যে আঁখি,
কোথা পালায়িবে হৃদয়-রতন,
হৃদয়ে পূরিয়া রাখি ।

(৬)

তোমাকে বাঁধিব ভকতির ডোরে,
তুমি হে শিখায়ে দাও,
অধম পাতকী, তুমি গুণময়,
পবিত্র করিয়া নাও ।
(আমি) শুধু রূপে ভোর, লইয়া তোমায়,
জানিনা পূজিতে হরি,
শিখায়িয়ে দাও, তুমি দয়াময়,
পূজন মানস করিব ।

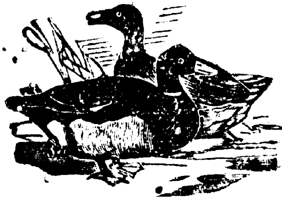
(৭)

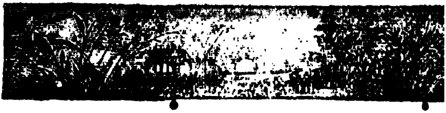
অধমার সাধ তোয়ে একমনা,
প্রেমা লোয়ে থাকি ভোর,

সুধামাখা নাম, সুধাসিন্ধু তুমি,
জুড়াও হৃদয় মোর।
নিতি নব জ্বালা, লোয়ে ঝালাপালা,
অবসাদে ভরা বুক,
তিলেকের তরে, সংসার ভিতরে,
নাহি সুখ একটুক।

(৮)

ব্যাকুল পরাণে চাহি তব পানে,
আঁখিনীরে সদা ভাসি,
মিটাও কামনা, পূরাও বাসনা,
শ্যাম হে হৃদয়ে আসি।
কমল চরণে মন-মধুকর
গুঞ্জিবে দিবস নিশি।
(আমি) আপনা ভুলিয়ে, তোমাময় হয়ে,
থাকিব তোমাতে মিশি।





সংসার।

(১)

সংসার কাজল গেহ,
ছয়-রিপু ভরা দেহ,
মায়া মোহ ফাঁস হোতে সদা সাবধান.
আপনা বাঁধিয়া চল,
সুধাসিন্ধু নামে গল,
পূর্ণ মনস্কাম যবে ছুটিবে পরাণ !

(২)

সংসার মায়ার ছায়,
ঢাকিলে দু আঁখি হায়,
গলায় লাগিবে দৃঢ় নাগপাশ টান,
কাঁদিবে শেষের দিনে
আপনি সম্বল বিনে,
প্রভাতী জীবন এ[illegible]

(৩)

যবে জাহ্নবীর তীরে,
বাহিরাবে প্রাণ ধীরে,
শুধাবেন মহাজন প্রভু ভগবান,—
ভবের বাজারে গিয়ে
দেখি কি এসেছ নিয়ে ?
কি দিবে প্রভুর পায়, দিন আগুয়ান

(৪)

কিনিয়াছি রাশ রাশ,
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস,
বিয়োগ বেদনা মোহ বিষাদের গান।
প্রদোষে প্রভাতে শুধু
জ্বলিছে এ হিয়া ধূ ধূ,
ক্ষিপ্ত বীণা তোলে শুধু বিষাদেরি তান

(৫)

মহা মায়া-ঘোরে মোর,
প্রাণ মন আছে ভোর,
সংসার কুহকে ঢাকা মম দু'নয়ান,
শৈশব গিয়াছে চলি,
যৌবনে এ মন অলি,
আনন্দের খনি পদ পেলেনা সন্ধান।

(৬)

সংসার মাঝারে রোয়ে,
বৃথা দিন যায় বোয়ে,
কি হবে যে দিন হবে সৈকত শয়ান।
দাও মোরে দিব্যজ্ঞান,
প্রাণাধার ভগবান,
এসেছি চরণে নাথ, করুণানিধান।

বেদব্যাস।

(১)

খর-স্রোতা দুকূল-প্লাবিনী সরস্বতী—
অনিল লহরে নিশি,
নাচিছে দিবস মিশি,
কুলুতানে মধু গায় নদী পুণ্যবতী !

(২)

তরু'পরি গাহে পিক পাপিয়া বুলবুল—
কাকলী বর্ষিত স্থান,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
কুসুম সৌরভে করে মানস আকুল।

(৩)

তট'পরি ক্ষুণ্ণমনে বসি ঋষি ব্যাস,
মহর্ষি উধাও মন,
হারা যেন কি রতন,
কি যেন নাহিক চিত্তে কিসের প্রয়াস !

(৪)

জ্ঞানের ভাণ্ডার কবি বেদব্যাস যিনি,
রাশি রাশি গ্রন্থ যাঁর,
হিয়া ভারাক্রান্ত তাঁর,
উধাও মানসে কেন শান্তিহারা তিনি !

(৫)

ভক্তাধীন ভগবান কৃপাসিন্ধু হরি—
মনে পেয়ে সে সন্ধান,
উঠিল কাঁদিয়া প্রাণ,
মহর্ষির সুপ্রভাত অশান্তি শর্ব্বরী।

(৬)

ডাকিলেন ভগবান দেবর্ষি নারদে—
হে নারদ, মর্ত্তে যাও,
মহর্ষিরে দেখা দাও,
সন্তপ্ত মহর্ষি বসি সরস্বতী নদে।

(৭)

সদানন্দ প্রেমময় দেবর্ষি চলিল,
বীণায় মধুর তানে,
বিভুর কীর্ত্তন গানে,
নয়ন গলিল, আহা মরম মোহিল।

(৮)

জ্ঞান অবতার, কবি-কুলের ভূষণ,
বসি যথা বেদব্যাস,
উধাও মরমাকাশ,
দেবর্ষি নারদ আসি দেন দরশন ॥

(৯)

জ্ঞান গৌরবের মূর্ত্তি ঋষি বেদব্যাস,
পাশে প্রেম-ভক্তি স্ফূর্ত্তি,
দেবর্ষি নারদ মূর্ত্তি,
দেবর্ষি মহর্ষি পাশে, কি শোভা বিকাশ!

(১০)

কহিলেন ব্রহ্মাপুত্র দেবর্ষি মহান্,—
মহর্ষে! কি হেতু ক্ষুণ্ণ,
কেন চিত্ত শান্তি শূন্য,
অধীর কেন গো তব তত্ত্বজ্ঞ পরাণ?

(১১)

কি কারণ ক্ষুণ্ণ মন তব তপোধন,
অসার সংসারে সার,
পরারাধ্য প্রাণাধার,
লেখনী কি করিয়াছে সে গুণ কীর্ত্তন?

(১২)

কহিলেন দেবর্ষিরে মহর্ষি তখন—
লভিয়াছি জ্ঞানধন,
এবে প্রেম আকিঞ্চন,
হৃদয়-মন্দিরে চাহি পূজিতে চরণ।

(১৩)

মধুভাষী নারদের অমিয় বচন,
কহিলেন—তপোধন,
সবি দেখি আয়োজন,
একটাই বাকী কেন রেখেছ এখন ?

(১৪)

এস আজি সে দক্ষিণা কর সমাপন,
নৈবেদ্য সাজায়ে রাখি,
দক্ষিণাই দেখি বাকী,
মনফুলে সে দক্ষিণা করনা অর্পণ।

(১৫)

মহর্ষির প্রেম-আঁখি ফুটিল তখন,
দেবর্ষি দিলেন দীক্ষা,
মহর্ষির মহা শিক্ষা,
জ্ঞানে প্রেমে সম্মিলন, অতি সুশোভন।

(১৬)

এই ফলে সুধাময় সুগ্রন্থ সৃজন—
লেখনীর মধুবৃষ্টি,
শ্রীমদ্‌ভাগবৎ-সৃষ্টি,
সংসারী জীবের প্রাণে অমিয় সিঞ্চন।

(১৭)

প্রাণারাম বিনা কোথা প্রাণের আরাম!
মোহ-অন্ধ জীব সব,
চিত্তে হাহাকার রব,
আসা যাওয়া জন্ম মৃত্যু নাহিক বিশ্রাম।

(১৮)

সচ্চিদানন্দের নামে হ' মন মগন,
লেখনি! পবিত্র মুখে,
ফোটাও পরম সুখে,
পাতকী-তারণ বিভু ব্রহ্ম সনাতন।

(১৯)

এই যেন হয় নাথ প্রভু ভগবান!
বারেকের তরে হায়,
ফোটে যেন রসনায়,
"জয় ভগবান" বলি ছোটে গো পরাণ।

—:•:—

শ্মশানবাসিনী।

(১)

শ্মশান-হৃদয়ে শ্মশানবাসিনী
আয় মা নাচিয়ে আয়,
মধুর নূপুর মধুর মধুর
বাজুক্ রাতুল পায়।

(২)

(হৃদি) কুসুম কাননে সুখ সহচরী
বিরাজিত যবে মোর,
(তবে) কাতরে কাঁদিয়ে, আয় মা বলিয়ে,
করিনি সাধনা তোর।

(৩)

লোয়ে খেলা ধূলা শিশুকালে সুখে
কেটেছে সময় মোর,
কিশোর উন্মেষে, অলসে হরষে,
আছিনু নেশায় ভোর।

(৪)

মায়াজালে ভুলি মোহ মদিরায়
অঘোরে ঘুমায়ে রই,
বারেক ভাবিনি, তোমারে ভবানি !
মা বোলে ডাকিনি—কই !

(৫)

একে একে দোঁহে লোয়েছে বিদায়,
চির তরে হোলো নাশ,
গেছে সুখ-সাধ, সকলি বিষাদ,
নাহি হৃদে কোন আশ।

(৬)

বাসনা পুড়েছে আছে ভস্মরাশি,
জ্বলে চিতা কালানলে,
আহা উহুঃ খর তপ্ত হৃদি জ্বালা,
দীরীঘ শ্বাসেতে চলে।

(৭)

হৃদয় কানন শ্মশান ভীষণ
আঁধার আঁধার ঘোর,
আয় মা জননি, ত্রিলোকতারিণি,
এ হৃদি শ্মশানে মোর।

(৮)

গেছে যা জননি, চাহিনাক আর
আয় মা নাচিয়ে আয়,
(আমি) দিব পুষ্পাঞ্জলি, প্রাণ-ফুল লোয়ে
অভয়ে। অভয় পায়।

(৯)

তুমি কুসুমেষু, লোয়ে ফুলশর
ঘুমাও মলিন বেশে,
বিবেক বৈরাগ্য, শান্ত মূরতিতে
চিত্ত শুদ্ধি কর এসে।

(১০)

প্রেতিনী যোগিনী ডাক মা তোমা
নাচ মা ভীষণ বেশে,
সুধাপানে ঢুলু নয়নের তারা
অসি করে এলোকেশে।

(১১)

বিলোল রসনা, তারা বিবসনা,
মুণ্ডমালা বিভূষিতা,
সে রূপ নিরখি, নাচিবে পরাণ
হবনা শঙ্করি, ভীতা।

(১২)

মিছার কি ছার, ফাঁকি এ সংসার,
সার মা চরণ দুটী,
কালিন্দি-সলিলে, রাঙা শতদল
উঠেছে যেন মা ফুটি।

(১৩)

নীরদ-বরণী, তারা ত্রিনয়নী
মধুর অট্ট হেসে,
শ্মশানবাসিনী, নৃমুণ্ডমালিনী,
দাঁড়া মা হৃদয়ে এসে।

(১৪)

আর মা ডরিনা, ও রূপেতে তোর
আয় মা নাচিয়ে আয়,
মধুর নূপুর মধুর মধুর
বাজুক্ রাতুল পায়।



রাধিকা

মধুর বাসন্তী নিশি, মৃদুল মলয় বায়,
শোভিছে বিমল চাঁদ, সুনীল গগন গায়।
পাপিয়ার পিয়া রবে, পরাণ আকুল সই,
চাঁদিনী রজনী আজি, মোর শ্যামচাঁদ কই !
আর কি সজনি আমি, ফিরে পাব শ্যামচাঁদে,
যাঁহার বিরহে মোর সতত পরাণ কাঁদে।
আর কি আসিবে ফিরে পরাণ বঁধুয়া মোর,
আশায় আশায় কত যামিনী হইল ভোর।
কত ফুলমালা গাঁথি, পরাতে বঁধুর গলে,
পোহালে যামিনী সই, ভাসাই যমুনা জলে।
কত সাধ আশা সখি, মরমে লুকায়ে রাখি,
নিশি শেষে অবসাদ, ভাসে মোর দুটি আঁখি।
এত প্রেম ভালবাসা, ভুলে গেছে সে নিঠুর,
বারেক সুধাই সাধ, গিয়ে সে মথুরাপুর।
এ মধু যামিনী কালে মরমে কত যে জাগে,
শ্যামের বিরহে মোর, কিছুই না ভাল লাগে।

তমালে কোয়েলা বঁধু, আজি আর কেন গাও,
নাহি মম প্রাণবঁধু, আজি তুমি ফিরে যাও।
কত স্মৃতি জাগিতেছে, পিকরে ও কুহু গানে,
আঁকুলি ব্যাকুলি রাধা তোমার পঞ্চম তানে॥
হরষে অমিয় মাখা তোর ডাক কুহু কুহু,
বিষাদে আকুল হিয়া, গাহে মোর উহুঃ উহুঃ।
ফিরে যাও পিকবর, নাহি মোর শ্যামচাঁদ,
শ্যাম গেছে মথুরায়, সুখ সাধ অবসাদ।
ফাঁকি দিয়ে পালায়েছে আমার সে মন-চোর।
শ্যাম-সোহাগিনী রাধা সহিছে যাতনা ঘোর॥
তাই—খুলেছে কবরী আজ আঁখিতে অঞ্জন নাই,
অধরে তাম্বুলরাগ আজিরে নাহিক তাই।
চিকণ বসন মোর নাহিরে মুকুতা হার,
শোভা ছটা সুখ সাধ গিয়েছে সনেতে তার।
পুন যদি শ্যাম মোর আসে এ গোকুলে ফিরে,
আবার আসিও তুমি, দিলাম মাথার কিরে।
আঁধার গোকুলে রাধা, শ্যামের বিরহে রয়,
তোমার ও মধুরব, আজি শোভনীয় নয়।
যথা মম শ্যাম নিধি, যাও তুমি তাঁর পাশে,
বলিও রাধিকা আছে তোমারি মিলন আশে।
কুলবালা কুলবধু জানিনা মথুরা-ধাম,
চুরি কোরে মন প্রাণ, মজায়ে গিয়েছে শ্যাম।

সম্বল নয়ন নীর, বুকে হা-হুতাশ জ্বালা,
শ্যাম মোর বুকে আঁকা, শ্যাম নাম জপমালা।
সে মধু স্মৃতির ছটা জড়ায়ে মরমে মোর,
কভু বা কাঁদায় মোরে, কভু গো হরষে ভোর।
শ্যাম মম কোথা সই, শ্যাম মম বুকে রয়,
মিছে কাঁদি শ্যাম, শ্যাম, সেত আমা ছাড়া নয়।
ইষ্টদেব হৃদিদেব, পতি বিশ্বপতি হায়,
দুই এক, একে দুই, আঁখি মুদি হেরি যায়।
নিঠুর নহেত শ্যাম, নীরবে বুকেতে আছে,
নয়নে না দেয় দেখা, আমা ছাড়া হয় পাছে।
এ মধু যামিনী সই, নয়ন মুদিয়ে রই,
হৃদয় রতন লয়ে, হরষে মগন হই।

—০:০:০—

অনন্ত-শয্যা।

(১)

মধুর মাধুরী বাসে মধুর,
বহিছে মলয় নাচিয়া,
উছলি উঠিছে ক্ষীরোদের নীর,
লহরে লহরে ভাঙ্গিয়া।

(২)

সাগর মাঝারে অহি-উপাধানে,
নিখিল-কারণ শ্রীহরি,
শ্রীচরণতল সেবিছে কমলা
ফুল্ল কুসুম আমরি!

(৩)

নাভিপদ্মে ফুটি পদ্মযোনি ব্রহ্মা,
মধ্যাহ্ন অরুণ-ভাতি,
অনন্ত মাধুরী লভিয়া সাগর,
হরষে উছলে মাতি।

(৪)

নীলাকাশ ধরি চন্দ্রাতপ মরি
শোভে তারা ভানু শশী,
সোণার কমল অতুলনা লক্ষ্মী
পাদপদ্ম সেবে বসি।

(৫)

নীল তনুখানি চতুর্ভুজ বিষ্ণু
লীলামৃত ঝরে রূপে,
বিভোর হইয়া নেহারে ভুজঙ্গ
অনিমিষে রহে চুপে।

(৬)

শঙ্খ চক্র গদা কমল করেতে
কৌস্তুভ উরসে শোভে,
রক্ত কোকনদ দুর্লভ চরণ
মুনি-মন ধায় লোভে।

(৭)

সুশান্তি মলয় ধীরে নেচে চলে
চৌদিকে আনন্দ ভরি,
বিমল প্রেমেতে মাখান প্রকৃতি
স্নিগ্ধ-কম কোল মরি !

(৮)

প্লাবিত জোছনা চির মধুময়ী
পূর্ণমাসী লক্ষ্মীসতী,
অতুলন তাহা, অপরূপ রূপ
মধুর মোহন জ্যোতি।

(৯)

ক্ষীরোদের মাঝে "লক্ষ্মী-নারায়ণ"
ভূলোকে ধুলায় পাপী,
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ দুনয়ন,
মরম বেদনে যাপি !

(১০)

লীলাময় নাথ! নিখিল-কারণ
লীলাভূমি ধরাখানি,
খেলেন লইয়া মানব পুতুল
কোথা হোতে সব আনি।

(১১)

খেলিতে খেলিতে বিভোর মানব
পাতে গো সাধের ঘর,
ফুরাইলে ছুটি, মুদি আঁখি দুটি
শয়ন চিতার পর।

(১২)

ডাকিলে নাথেরে, লন কোলে তুলে
পরীক্ষা এ সুখ দুঃখ,
আঁধার পরাণে, লুটালে চরণে
দেন হৃদে জ্যোতি-টুক।

(১৩)

অজ্ঞানতা পাপ টুটিয়া ফুটিবে
মধুর হরষ হাসি,
(আমি) তাই ডাকি নাথ, অধমতারণ!
সেই লোভে ছুটে আসি।

(১৪)

কোথা হে হৃদয়রতন মোহন
সুন্দর ঘন শ্যাম!
কোথা সে মধুর উল্লাস-পূরিত
শোক-তাপ-হারী ধাম।

(১৫)

চাহি মুখপানে, কেঁদে ডাকি নাথ
এস হে ফোটাও আঁখি,
ভব-কষ্টি পরে কসিতেছ এত
এখনও কসার বাকী?

(১৬)

তোমা পেলে রব নীরবে মজিয়ে,
তুলিবনা হাহাকার,
(আমি) পেতেছি হৃদয়, এস প্রেমময়,
নাশ এ রোদন ভার।

(১৭)

কথিত পঠিত শুনিতেছি নাথ!
হেরিব না কি গো নয়নে?
নমঃ নমঃ দেব "লক্ষ্মী-নারায়ণ"
ক্ষীরোদে অনন্ত-শয়নে।

শকুন্তলা।

(১)

মধুর সুষমা ভরা হিরণ্য কানন
[illegible] বিহগেরা সুমধুর গায়,
ফুলদল পরকাশি মধুর আনন
বিতরে সুবাসরাশি মৃদু মলয়ায়।

(২)

বসন্ত বিরাজে সদা প্রকৃতির সনে
কুহুরবে মুখরিত মধুপ গুঞ্জন,
কুসুমিত তরুরাজি খর সমীরণে,
ঝর ঝরে ফুলদল করে বরিষণ।

(৩)

কাননে কুটীর মাঝে কে তুমি রূপসি?
ধরিয়াছ এলোকেশে কুসুম রতন,
বন মাঝে মনোরমা নবীনা তাপসী!
কম কলেবরে শোভে বাকল-বসন।

(৪)

প্রকৃতির সনে মিতি ধরি নব বেশ,
প্রফুল্ল কুসুমাননে সুমধুর হাসি,
কোমল সরল প্রাণে নাহি দুঃখ লেশ,
মুনি-মন হরে হেরি মধু রূপ রাশি।

(৫)

মধুর মোহিনী ছবি বিজন কাননে,
কে তুমি সরলা-বালা কুটীর-বাসিনী,
নিবিড় বিজনে বালা কুরঙ্গিনী সনে
ভ্রমিছ আমোদ ভরে বন-বিহারিণী।

(৬)

বাঁধি বন-বল্লরীরে তমালের পরে
কোমল কোকিল-কণ্ঠে উলুধ্বনি দিয়ে,
নাচিছ ময়ূরী সাথে নব সুখ ভরে—
লতিকা সখীর সাথে তমালের বিয়ে।

(৭)

মধুর উষায় নিতি বিহগের সনে
সরল তরল প্রাণে গাও মধু গীতি,
নিরখি কুসুম হাসি, হাস সুখ-মনে
বনজ কুসুমে ভূষা কর নিতি নিতি।

(৮)

নবফুলে বাজু বালা, কলিকার দুল,
উরসে দুলিছে নব গোলাপের হার,
পরিমলে দশদিক করিয়া আকুল,
মুকুতা কাঞ্চন হীরা তুলনায় ছার।

(৯)

সরলা সুন্দরী সতী বিপিনবাসিনী
পশু পাখিগণে স্নেহে করিছ পালন,
বনমাঝে বনদেবী নব তপস্বিনী,
বিধির স্নেহের নিধি লুকানো রতন।

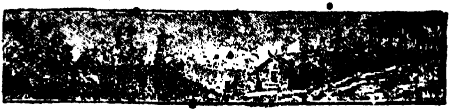
(১০)

বিভোর অতিথি হেরি মধুর মুরতি,
তুষিলে অতিথি সতি, শীতল সলিলে,
'কে তুমি?' কহিল পান্থ 'কহ রূপবতি!'
"শকুন্তলা" মুনিকন্যা মধুর কহিলে।

(১১)

অপ্সরা-তনয়া, জন্ম নিকুঞ্জ-কাননে
মুকুলে ত্যজিয়া মাতা গেল দেবদেশে,
বসুধারে প্রদানিল এ হেন রতনে,
নন্দনবাসিনী বামা ধরাপরে এসে।

—:০:—



বাজার

(১)

বিষম প্যাঁচের বাজারখানা
চারিধারে ঘেরা জাল,
বুঝতে গেলে গুলিয়ে যাবে,
তবুও না তত্ত্ব পাবে,
ঠোক্করেতে আঘাৎ খাবে,
দেখছি এ দিন বিষম কাল।

(২)

এ বাজারে মানব যাত্রী
তারা নিতি যাচ্ছে আসে,
প্রায় দেখা যায় কসাই করা,
মিষ্টভাষী চিত্তহরা,
কাছে এসে সেইত ত্বরা
জড়িয়ে দেবে বিষম ফাঁসে।

(৩)

ঐ যে দেখ বিষে গড়া
গোলমেলে ঢং গোলাকারা,
শিষ্টতা-হীন নামটা "টাকা"
কোমল নয়ত শক্ত চাকা,
ওতেই আছে সবগো ঢাকা,
গুণ বুঝেছে নাড়ে যারা।

(৪)

প্রভু দেছেন পাঠায়ে মোরে,
তাই এসেছি এ বাজারে,
কুক্ষণেতে যাত্রা আমার,
লাভে শূন্য হোলোগো হার,
শূন্য হাতে এ হাহাকার,
বল্‌বো কি হায় গিয়ে তাঁরে।

(৫)

মহাজনের খাতায় জমা
লাভ লোকসান স্পষ্টাক্ষরে,
এমনি বৃথা বোসে শুয়ে,
অমূল্য দিন যাবে বোয়ে?
জ্ঞান দিবে কে মধুর কোয়ে—
আত্ম-কাজী সকল নরে।

(৬)

মায়া মোহের দৃঢ় বাঁধন,
　　অলস হৃদয় ভালবাসে,
মায়ার পুতুল "ফলটী"* আমার,
মায়ার খনি বদনটী তার,
ক্ষণেক ছেড়ে চিত্ত বিকার,
　　দৃঢ়-বাঁধা এ নাগ-পাশে।

(৭)

জগৎগুরু! প্রেমের আধার!
　　পড়্‌লে তোমার এমনি ফাঁসে—
চরণে প্রাণ থাক্‌তো বিঁধে,
পথটা পেতাম মধুর সিধে,
জ্ঞানের আলো জ্বল্‌তো হৃদে,
　　বাজার করে যেতাম পাশে।

(৮)

মিল্‌লনাত সরল স্বজন,
　　মর্ম্মে দেখি আঁটা খিল,
সাত নকলে আসল খাস্তা,
পাইনা সঠিক সোজা রাস্তা,
গুলিয়ে মরি নাই ব্যবস্থা,
মনের শান্তি নাইকো তিল।

* লেখিকার একমাত্র পুত্র—বিজনকুমার।

(৯)

ভবের বাজার সকল অসার,
বুঝেছি সার দয়াল হরি—
এখন ওহে কৃপানিধি,
সোজা কর বিকল হৃদি,
ডাকলে আসো এইত বিধি,
এসহে নাথ কৃপা করি।

(১০)

আসা যাওয়া সার হবে কি ?
এ অভিযোগ কর্‌বো তোমায়—
তেমন কোরে সাজিয়ে দিলে,
এমন করে ভেঙ্গে নিলে,
জীবন-বাঁধন হচ্ছে ঢিলে,
(ওগো) এগিয়ে আসে যাবার সময়।

(১১)

ভবের হাটে ভাঙ্গা প্রাণে
আশা শুধু রাতুল চরণ—
সার বুঝেছি—অনিত্য সব,
বাজারে এ ঘোর কলরব,
চাইনা বিশ্বের বিষয় বিভব,
তোমাতেই ধায় পাগল এ মন।

(১২)

কোথা হে নাথ! আনন্দময়!
প্রাণ মেতে যায় নাম রসেতে,
গুপ্ত কত অমৃত রয়,
ভাণ্ডার সে চরণদ্বয়,
চিত্ত চকোর আকুল যে হয়,
(আমি) পাগল হলাম তোমায় পেতে।

(১৩)

বাজার দেখে ডরিয়ে মলেম,
অজ্ঞ আমি অন্ধকারে,
মহৎ জ্ঞানী দক্ষ যাঁরা,
মোক্ষ-ফলটী লভেন তাঁরা,
অজ্ঞ আমি হলেম সারা,
তোমা বিনা জানাই কারে।

(১৪)

(আমি) এ বাজারে আসল ফাঁকী—
বুঝ্‌বনাকো অত শত,
দীনা হীনা অণুকণা,
চক্ষু দুটো বড্ড নোনা,
ঠেক্‌লে পদে হবে সোণা,
প্রাণে আশা জাগ্‌ছে কত।

(১৫)

বাজার পথে তুমিই সহায়

দীন-ভরসা অধমতারণ!

রেখে হে নাথ পদে তোমার;

বাজার ব্যাসাৎ ঘুচাও আমার,

রাথ মার দিলাম এ ভার,

তুমিই আমার হৃদয়রতন।

বৃন্দাবন।

(১)

বিরহ বিধুর

সুষমা বিহীন

বিষাদিনী ব্রজপুর।

ফোটেনা অধরে

ফুলকুল হাসি,

নাহি সে বাঁশরী সুর।

(২)

মরম উচ্ছ্বাস

যমুনা উজান,

নাহি সে মৃদুল তান।

বিহগের স্বরে
নিতি নব নব
নাহি সে মধুর গান।

(৩)

নবীন পল্লবে
কলেবর আভা,
বিকাশে না নব ছটা।
চাঁদিনী নিশীথে
জোছনা বসনে
নাহি সে মাধুরী ঘটা।

(৪)

ধেনু পালে নাই
চপল চলন,
সমীরে মধুর ভাষ।
শ্যামধন হারা
বৃন্দাবন ধাম
বিষাদিনী বার মাস।

(৫)

(যবে) সে শ্যাম-তমালে
রাধিকা লতিকা
বেড়িত মধুর হেসে।

বিটপীর সারি,
ষোড়শ গোপিকা,
ঘেরিত মধুর বেশে।

(৬)

সুষমায় ভরি
সোণার গোকুল,
প্রমোদে উঠিত ভাসি।
মুরলীর স্বরে,
ব্রজ ঘরে ঘরে,
ঢালিত সুধার রাশি।

(৭)

(যবে) নবীন নধর
নীল তনুখানি,
চন্দন চর্চ্চিত ভাল।
শ্যামলী ধবলী
ধেনুগণ পাছে,
ধেয়ে যেত শ্রীগোপাল।

(৮)

রুণু রুণু রুণু
ঝুমুর ঝুমুর,
বাজিত নূপুর পায়।

বেণু করে শ্যাম,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাচিয়ে নাচিয়ে যায়।

(৯)

শ্রীদাম, সুদাম,
সাথীদের সনে—
কদম্বের তলে খেলা।
গোপিকার ননী
গোপনে হরণ,
মধুর শৈশব বেলা।

(১০)

অতীত স্মৃতিটী
মাখিয়া হিয়ায়
ধরিয়া বিষাদ সাজ।
লীলাভূমি ব্রজ,
লীলাময় হারা,
পড়িয়া রোয়েছে আজ।

(১১)

গোকুল-রতন,
গোলোকে প্রকাশ,
শূন্য করি ব্রজধাম।

দেখিবার সাধ,
হয় যদি ভাই,
পরাণ-মাতান শ্যাম।

(১২)

সবে মিলি জুলি,
মায়া মোহ ভুলি,
সাধনা করিবি আয়।
করুণা-আধার,
শ্যাম প্রাণময়,
রাখিবে রাতুল পায়।

(১৩)

চির শান্তিময়
সে দুটী চরণ,
পরশে হইবে সোণা।
সে চরণতরী
পেয়ে গেল তরি,
পাতকী কতই জনা।



অরুচি।

(১)

তারা গো বিষম অরুচি,—
'কচ্ছে আমার গা ঘিন্ ঘিন্,
যাচ্ছে যত বেশী গো দিন,
(আমি) স্নান কোরে তোর কৃপাসরে,
হব গো শুচি।

(২)

তারা গো নিম্‌তেতো সংসার,—
এই কি মা তোর লীলাকানন!
মাগো এ যে বিচুটি বন,
ছট্‌ফোটিয়ে মলেম আমি,
থাক্‌বনাকো আর।

(৩)

তারা গো ওল কচু কানন,—
মিষ্টি মধুর লাগেনা কায়,
চাক্‌লে পরে গলা ধরায়,

(আবার) সমাজ রূপী শত বিছে
কোস্তেছে দংশন।

(৪)

তারা গো বহুরূপী সং,—
তেতো পচা খরা ধসা,
বিদ্‌কুটে টক্, বোদা কসা,
(আমার) ফাট্‌ছে ছাতী, ঝর্‌ছে নয়ন,
দেখে শুনে ঢং।

(৫)

তারা গো চোর ডাকাত ভরা,—
তোষামুদে পাঁপর ভাজায়,
ধনে প্রাণে ফাঁসায় মাজায়,
(কেবল) শিশু কড়াই ভাজাগুলি,
সবার মন-হরা।

(৬)

তারা গো আছি তাই বেঁচে,—
কুপথ্যিতে মায়ার ঘোরে,
কড়াই ভাজা ভোলায় মোরে,
(যদি) সেগুলি হয় ছাই ভস্ম,
পাই দুঃখ কেঁচে।

(৭)

তারা গো পতির কেমন স্বাদ ?
অপ্রেমেতে অজ্ঞানতায়,
একজামিনে হেরেছি তায়,
(ও তাই) পতি-তত্ত্বে নীরব আমি
সোণা কি সে খাদ ।

(৮)

তারা গো আত্মীয় স্বজন,—
স্বার্থে ভরা লৌকিকতা,
দেঁতো হাসি, ছেঁদো কথা,
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণমি গো,
তাঁদের শ্রীচরণ ।

(৯)

তারা গো একটী যে মধুর,—
ভাল লাগে সংসারে যা,
খাঁটী জিনীস আদর্শ "মা",
এই পচা জলের সংসারে "মা"
মিশ্রিত কর্পূর ।

(১০)

তারা যা আম্র আঙ্গুর ফল,—
মধুর কানন নির্ঝ মতা,
জড়িয়ে যথা গাছে লতা,

শৈল-বুকে নির্ঝর ঝরে,
পাখীর কোলাহল।
:

(১১)

তারা গো বিশুদ্ধ "সন্দেশ"—
মহৎ সাধু যোগে বসি,
নাইকো বুকে দাগা মসি,
(এমন) একটীর গুঁড়া চেকেছি মা,
সুমধু সরেশ!

(১২)

তারা গো মনেই অরুচি,—
বাসনা আর অজ্ঞানতা,
লুকিয়ে বুকে পেশে জাঁতা,
(আমার) ইচ্ছা করে, কেটে কেটে
করি গো কুচি।

(১৩)

তারা গো অশ্বরূপী মন,—
ধর্ম্মকাজে কুঁড়ে অতুর,
তোলে কেবল কাঁদুনে সুর,
উঠ্‌তে বস্‌তে দুঃখের ছপ্‌টি
খাচ্ছে অনুক্ষণ।

(১৪)

তারা গো মরবো কি তবে!—
এ অরুচি বাড়ছে ক্রমে,
অজ্ঞানতার বিষম ভ্রমে,
আমার চিত্তে বিকার বাড়ুক তীব্র,
তোমার ত সবে?

(১৫)

মা তারা, তরা গো আমায়,—
কৃপাপ্যাথি ঔষধে তোর,
এ অরুচি দূর হবে মোর,
(তোর ঐ) অমল কমল পদের মধু,
মন অলি চায়।

—ঃ-০-ঃ—

চন্দ্রাবলী।

(১)

নয়নের জলে যদি হইত দরিয়া,
সখে হে, তটিনী করি,
রাখিতাম ভরি ভরি,
যত অশ্রু নিশিদিন যেতেছে ঝরিয়া,
তোমারি সোহাগে মুজি, তোমারে স্মরিয়া।

(২)

রাখিতাম নাম তার "প্রেমাশ্রু তটিনী,"
প্রস্তরের বাঁধ দিয়ে,
প্রকাশিয়া এই হিয়ে,
দেখাতাম বোঝাতাম মর্ম্ম কল্লোলিনী,
এই মত খেলি সখে, দিবস যামিনী।

(৩)

রোপিতাম সারি সারি ঝাউতরু তীরে,
এ দীরঘ শ্বাসগুলি,
রাখিতাম তাতে তুলি,
হা হুতাশা হৃদিভাষা প্রকাশিত ধীরে,
ফেলেছ কি দুঃখ-নীরে আজি অভাগীরে।

(৪)

মেশাতাম পবনেতে বিষাদের গান,
উছলি তটিনী জল,
সোপানেতে অবিরল,
গাহিত বিষাদী স্বরে তুলি ভাঙ্গা-তান,
প্রকাশিত গুপ্তভাব ললনার প্রাণ।

(৫)

একদা অমার নিশি ঘোর বরষায়,
যথায় তথায় রও,
কভু হৃদি ছাড়া নও,

উজলিয়া নারায়ণ হাসিছ হিয়ায়,
মানস আঁখিতে সদা নিরখি তোমায়।

(৬)

প্রেমাশ্রু তটিনী তীরে বসাতাম হায়,
বলিতাম হে মাধব!
দেখ জল অশ্রু সব,
সেহার তটিনী মম অন্তর লীলায়!
পাষাণের বাঁধে জল সদা উছলায়।

(৭)

বসাতাম প্রস্তরের সোপানের পরে,
বলিতাম দেখ চেয়ে,
তরঙ্গ আসিছে ধেয়ে,
প্রস্তরে আঘাৎ খেয়ে দেখ সখে মরে,
বুকেতে বিরাট সিন্ধু বদ্ধ এ অধরে।

(৮)

ধৈর্য্য বাঁধ ঐ মত হৃদয়ে আমার,
হে মনোমোহন নিধি!
আকুলি ব্যাকুলি হৃদি,
তব প্রেমে পূর্ণ হোয়ে বাজে মর্ম্ম-তার,
হৃদি-চাঁদ শ্যামচাঁদ তুমি মম সার।

(৯)

বরষা বাতাসে ঝাউ উহুঃ হুঃ হুঃ গায়,
বোঝাতাম হা-হুতাশা,
অবসাদে এ নিরাশা,
তোমা লাগি নারায়ণ! বহে উভরায়।
আজি সে মরম ভাব এ তরু জানায়।

(১০)

অভাগী এ চন্দ্রা, প্রাণ অর্পেছে ও পায়,
হে সুন্দর! নব ঘন,
মম এ চকোরী মন,
তোমার ও মুখশশী নিরখিতে চায়,
সাধে বাদ হয় বোলে আঁখি ভেসে যায়।

(১১)

বলিতাম,—দেখ সখে তটিনী গম্ভীর,
ভাল কোরে দেখ দেখ,
পারত মরমে লেখ,
ভালবেসে শেষে এত নয়নের নীর,
শোন ঝাউ তরুপরে শ্বাস উদাসীর।

(১২)

রাজার কুমারী হোয়ে উদাসিনী নারী,
শ্যামেরে বাসিয়া ভালো,
নিবেছে হাসির আলো,

বিষাদে বিরহে তব ঝরে অশ্রু-বারি,
বিভোর উদাস আমি রূপধ্যানে তাঁরি।

(১৩)

অথবা ক্ষণেকে যেন প্রফুল্ল হৃদয়,
মরমে ভাসায়ে মুখ,
উথলিয়া ওঠে বুক,
নারায়ণ! চন্দ্রাবলী তোমা ছাড়া নয়।
অনন্ত মিলনে মন তব ধ্যানে রয়।

—:o—

অমানিশি।

(১)

আঁধারের গায় ঠেকেছে আঁধার,
ভুবন ভরিয়া আঁধার রয়,
জ্বলিছে জোনাকী গাছের পাতয়ি,
ধীরি ধীরি বহিতি মলয় বায়।

(২)

গগনে কোথায় শশাঙ্ক ঘুমায়,
বিরল আলোকে নক্ষত্র হাসে,
তরু তুলি মাথা দাঁড়ায়ে আঁধারে,
ঘোর অন্ধকার চৌদিকে ভাসে।

(৩)

বাহিরে আঁধার, হিয়ায় আঁধার
আঁধারে আঁধারে মিশিয়ে রয়,
আজি এ আঁধার ছড়াছড়ি যায়,
আঁধারে বসুধা তামস-ময় ।

(৪)

ভন্ ভন্ করি গায় মশাগণ,
সুমধুর তানে শয়ন গৃহে,
প্রাণের ভিতর কত কথা ওঠে,
দর দর ধারা দুনয়নে বহে ।

(৫)

ডাকিছে পেচক, ভগ্ন গৃহ-ছাদে,
কর্কশ কণ্ঠেতে উঠিছে ধ্বনি,
আসিছে ভাবনা লয়ে দীর্ঘ শ্বাস,
আমার পাশেতে দেখে একাকিনী ।

(৬)

ভাবনা দেখিয়া নিদ্রা যে পালায়,
রাখিয়া আমায় ভাবনা কাছে,
বৃশ্চিকের দল রোয়েছে যে চেয়ে,
আমার তরেতে ভাবনা আছে ।

(৭)

অমানিশি তোরে বড় ভালবাসি,
তাই থাকি চেয়ে তোমারি পানে,
নেহারি তোমার আঁধার মূরতি,
কত স্মৃতি মম ওঠে যে প্রাণে।

(৮)

যারা ফোটাফুল আছে বৃন্ত'পরে,
তাহারা হাসিবে জোছনা উদিলে,
আমি বৃন্তচ্যুতা দলিত কুসুম,
জেগে রব ঐ আঁধার দেখিলে।

(৯)

চন্দ্রমার আলো নাহি লাগে ভাল,
জোছনায় হৃদি দহিয়ে যায়,
হৃদয়ের চাঁদ গিয়াছে ডুবিয়ে,
স্মৃতির আলোটি জ্বলিছে হায়।

(১০)

বার মাস মম হৃদয় মাঝারে,
উদয় হোয়েছে কৃষ্ণপক্ষ নিশি,
ডুবেছে চন্দ্রমা, নাহিত জোছনা,
সকলি গিয়েছে আঁধারে মিশি।

(১১)

কুহরে না পিক, ফোটেনাকো ফুল,
হাসেনাকো লতা মধুর হাসি,
হৃদি কুঞ্জবন আগুনে পুড়েছে,
আছে শুধু ছাই ভস্মের রাশি।

(১২)

আশার লতাটি নিরাশা বিষেতে,
হৃদয় মাঝারে জ্বলিয়া গেছে,
হাসির কুসুম শুকায়ে ঝরিল,
শান্তির মলয় কোথা পালায়েছে।

(১৩)

তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আছে ত হৃদয়ে,
তৃপ্তি কোথা আজি গিয়াছে চলি,
চিন্তা হোলো রাণী হৃদয় মাঝারে,
আছে দুঃখ কান্না আছে সকলি।

(১৪)

বেশ বেশ নিশি ধরিয়াছ বেশ,
আঁধার বসনে ঢেকেছ মুখ,
নিরখি তোমার ওরূপ সুজনি,
উছলিছে হের আমারি বুক।

(১৫)

ক্ষণপরে সখি হারাব তোমায়,
তাই সই মম হতেছে ভয়,
তোমারে সরাবে, আমারে কাঁদাবে,
রূপবতী উষা হয়ে উদয়।

(১৬)

সখিরে আমার প্রভাত জীবন,
আঁধার কোরেছে মেঘেতে ঢাকি,
আঁধার মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে সজনি,
আঁধারের কোলে পড়িয়ে থাকি।

(১৭)

মনে পড়ে মোর প্রভাত জীবনে,
হেসে ছিল এক তরুণ রবি,
কাল-মেঘ দল ঢেকেছে তাহারে,
হৃদে আঁকা মম আছে সে ছবি।

(১৮)

তাই ভালবাসি আঁধার যামিনী,
হিয়ায় বাহিরে হয় মেশামিশি,
তোমারে ধরিয়ে, তোমারি আঁধারে,
এস তব কোলে ডুবে যাই নিশি।

—০:০—



শরৎ সন্ধ্যা।

(১)

কিবা শোভা শরতের এ নব সন্ধ্যায়,
শশাঙ্ক কিরীট শিরে, যামিনী হাসিছে ধীরে,
পরিয়া জোছনাবাস মধুর শোভায়,
প্রকৃতির নব শোভা, সুশ্যামল মনোলোভা,
কূজিছে বিহগকুল তরুর শাখায়,
কিবা শোভা শরতের এ নব সন্ধ্যায়।

(২)

ফুটেছে গোলাপ বেলি, সেফালি চাঁপা চামেলি,
ছুটিছে মধুর বাস মৃদু মলয়ায়,
প্রকৃতির নব সাজে, কেনরে পরাণে বাজে,
মরমের মাঝে স্মৃতি বিষাদ জাগায়,
কিবা শোভা শরতের এ নব সন্ধ্যায়।

(৩)

নিরখি শরৎ চাঁদে, কেনরে পরাণ কাঁদে,
বেসুরা হৃদয়-বীণা বিষাদেতে গায়,
কেনরে আঁখিতে জল, মথিয়া মরম তল,
ধৈরযের বাঁধ মম টুটে যে গো যায়,
কিবা শোভা শরতের এ নব সন্ধ্যায়।

(৪)

থাক স্মৃতি ঢাকা থাক, পায়ে ধরি জেগ নাকো,
শরতের সন্ধ্যারাণী শান্তি দে আমায়।
হায়রে হৃদয়-বীণা, তবু তুই ক্ষমিলিনা,
ফুকারি উঠিছ আধ অস্ফুট ভাষায়,
কিবা শোভা শরতের এ নব সন্ধ্যায়।

(৫)

(তবে) গাও বীণা দুঃখ গান, তুলিয়া ভগন তান,
বেসুরা বিষাদী সুরে মরম ব্যথায়,
হায়রে শরৎকাল, হইয়া আমার কাল,
কালিমা দিয়েছ ঢেলে সে ফুল্ল হিয়ায়,
জেগে উঠে সব স্মৃতি এ নব সন্ধ্যায়।

(৬)

সেই যে উষার সনে, সড় করি সংগোপনে,
মেঘে জলে ঢাকি দিক মিলি দুজনায়।
পাছে আমি ফেলি দেখে, তাই উষে মেঘে ঢেকে,
লুকালে সুবর্ণ ছটা ডুবে তমসায়,
জাগিছে অতীত স্মৃতি এ নব সন্ধ্যায়।

(৭)

অবুশ পরাণ মোর, কি ভাবে আছিনু ভোর,
সারা নিশি জেগে বসে চাঁদে চেয়ে হায়,
চুপে চুপে এসে উষা, ধরিয়া ভীষণ ভূষা,

ডুবালি "শরৎচাঁদে" কে জানে কোথায়!
জাগিছে অতীত স্মৃতি এ নব সন্ধ্যায়।

(৮)

অধরে অরুণ হাসি, না ফুটিল রূপ রাশি,
নীরব পাপিয়া শ্যামা প্রভাতী না গায়।
ভীম নাদে নব ঘন, করে গুরু গরজন,
বসুধা তমসাময়ী শরৎ উষার,
জাগিছে অতীত স্মৃতি এ নব সন্ধ্যায়।

(৯)

হায়রে শরৎশশী, শরৎ উষায় খসি,
রাহুগ্রস্ত চিরতরে ডুবেছে কোথায়!
প্রিয় সখি সন্ধ্যা সতি, শশাঙ্ক তোমার পতি,
তাই আজি দুটো কথা শুধাই তোমায়,
হাস তুমি সন্ধ্যা সতী নব সুষমায়।

(১০)

দেবস্থান চন্দ্রলোকে, মধুর দিব্যালোকে,
তোমার চাঁদের পাশে রেখেছ কি তায়?
দেখা করে তাঁর সাথে, বল সখি মম নাথে,
আঁধারে আঁধারে হেথা মালতী শুকায়,
হাসলো শরৎ সন্ধ্যা নব সুষমায়।

হতাশা ।

(১)

যার প্রাণে ছায় এই ব্যাধি, তার—
আকুল তাকানি,
নিম্‌-তেতো তার মরমে রস,
গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ সদাই অবশ,
দমকা শ্বাসে হৃদয় হুহু—
নিত্যি ফোঁপানি ।

(২)

যে কাজে যায়,—ব্যাগার ঠেল
চুকিয়ে বসে ভবের খেলা,
মুখের আগায় ফুট্‌ছে ক্ষণে,
'উহুঃ' দু বাণী ।

(৩)

মরমটা হয় ভস্মীভূত,
দেঁতো হাসি, মিথ্যে ছুত,
দুয়ের বারে পোড়ে থাকে,
শিরে ঘা হানি ।

(৪)

এ রোগ দেখি যেখানে যার,
রোগের কিছু নাই প্রতীকার,
যাবৎ জীবন তাবৎ দেখি,
এমনি ভোগানি।

(৫)

(তবে) পরমব্রহ্ম বৈদ্যরাজের,
"কৃপা বটি" বড্ড কাজের,
পরশে হয় রোগ নিবারণ,
সঠিক এ বাণী।

(৬)

আর এক কাজে স্থগিত থাকে,
সম ব্যথিত দেখ যাকে,
গলাগলি করে কাঁদ,
জুড়াক পরাণি।

(৭)

কবি বলে হৃদয়মূলে,
দেখাই কি রোগ মরম খুলে,
কেমনেতে কোন ভাষাতে,
জানাই না জানি।

আক্ষেপ।

(১)

আবদ্ধা পিঞ্জর-বাসী,
আঁখি-নীরে সদা ভাসি,
কুক্ষণে গর্ভেতে মোরে ধরিল জননী।
জন্মিলেই—বোলে মেয়ে,
তাচ্ছল্যে দেখিল চেয়ে,
আত্মীয় স্বজন আদি গ্রামস্থ রমণী।

(২)

নারী বোলে উপেক্ষিতা,
ঝোকা হেয় অশিক্ষিতা,
দ্বিতীয় ভাগেতে হোলে শিক্ষা বিসর্জ্জন।
মোর মত রামী শ্যামী,
কুমুদী ভাবিনী বামী,
নিয়ত মরণ-প্রার্থী কাঁদি অনুক্ষণ।

(৩)

না মুছিতে বাল্য-হাসি,
উপাধি মিলিল "দাসী",
সংসার মাঝারে পশি যাবত জীবন।
কিবা দোষে প্রজাপতি,
করিবারে এ দুর্গতি,
পাঠালে ঘটকরূপী পেয়াদা-শমন।

(৪)

মুখেতে ঘোম্‌টা টানি,
কিবা দোষে কিবা জানি,
হাতে লৌহ-বেড়ী দিয়ে করালে বন্ধন,
পোহালে সে নিশীথিনী,
চলিনু যে একাকিনী,
ছাড়িয়া সুখদ চির পিতার ভবন।

(৫)

এর নাম হোলো "বিয়ে,"
পতি চলিলেন নিয়ে,
চির তরে বধূদণ্ডে হোলে দ্বীপান্তর।
সে অচেনা দ্বীপ মাঝে,
বধূরূপী হোয়ে রাজে,
বঙ্গনারী ভাগ্যে জ্বালা ঘটে যে বিস্তর।

(৬)

সহে নানা মত জ্বালা,
হোয়ে নিতি ঝালাপালা,
কেহ দেয় গলে দড়ি, কেহ বিষ খায়।
বাঘিনী ননদী রাণী,
নমস্কার হার মানি,
নিরখি আসামী বধূ আতঙ্কে শুকায়।

(৭)

নাগিনী সতিনী কার,
প্রাণে বাঁচা ভার তার,
তাহাতে পতিটি যদি হইল মাতাল।
মণিকাঞ্চনের যোগ,
তার আর কর্ম্ম ভোগ,
বঙ্গ ঘরে ঘরে হেন সমুজ্জ্বল ভাল।

(৮)

আচলে এঁকুশ ছেলে,
কোথা বা জুড়াবে ফেলে,
মায়ারূপী কুহকিনী জননীর বুকে।
কার বা বাসর ঘরে,
শমনে হরিল "বরে,"
জীবন্তে মরিল বালা চিরতরে দুঃখে।

(৯)

হা ধিক্ জনমে ধিক্,
বিষ খেয়ে মরা ঠিক,
তিলেক জীবন ভার—এখনিই মরি।
এবার আমারে বিধি,
স্বজিও পুরুষ নিধি,
কাতরে চরণোপরি এ মিনতি করি।

(১০)

খোকাবাবু সোণা বোলে,
সবে মোরে লবে কোলে,
বংশধর সুকুমার কত না সুন্দর!
পাঁচে হবে হাতে খড়ি,
স্কুলে বসে "অ আ" পড়ি,
সে সুখ-কল্পনা মরি কত সুখকর।

(১১)

যৌবনে মধুর সাজে,
সহপাঠী দল মাঝে
হরষে কলেজে সবে করিব গমন
এম্, এ, বি, এল্, দিয়ে,
তবে ত করিব বিয়ে,
সরলা বালিকা বধু রূপে অতুলন।

(১২)

শ্বশুর ভবন যেই,
সুখদ নন্দন সেই,
না থাকিবে ননদিনী ; শালিকাসুন্দর—
মুখে মৃদু মধু-হাসি,
কথা কবে কাছে আসি,
দেয় দেবে কাণে হাত, তাও মনোহর।

(১৩)

মধুর নিশীথে আসি,
"শ্রীমতী সেবিকা দাসী,"
নিত্য-কর্ম্ম পদ-সেবা করিবে তাহার।
নিদ্রায় স্বপন-দেশে,
ভ্রমিব হরষে ভেসে,
এ জনম দুঃখ দূরে যাবে যে আমার।

(১৪)

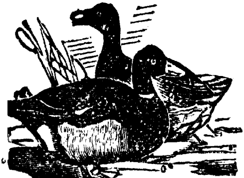
স্বাধীন ব্যবসা লব,
নবীন উকীল হব,
ধরিব মোহন-বেশ ধড়া চূড়া পরি।
শোভিবে চশমা চোখে,
রুমালে চামেলি বোকে,
ফ্যাসানে কাটিব সিঁতি সুনিখুঁত করি।

(১৫)

শোভিব সমাজ মাঝে,
রব দেশহিত কাজে,
সন্ধ্যায় শশাঙ্ক আমি নিজ নিকেতনে।
পিঞ্জরে পাপিয়া পাখী,
মৃদু সন্ধ্যানিল মাখি,
তুষিবে যে পিউ পিয়া মধুর কুজনে।

(১৬)

হবে ধন দিব দীনে,
প্রাণ ভরি দিনে দিনে,
মধুর বচনে সবে তুষিব সদাই।
না জানি কি মহাপাপে,
পুড়িতেছি মনস্তাপে,
আক্ষেপে বিলাপে দিন কাটাইয়ে যাই।



জলাঞ্জলি।

(১)

প্রাণটা নিয়ে আর কত দিন,
থাক্‌ব তারা কারাবাসে ?
দেখ্‌ছি নিতি পান্থরা সব,
কেউ বা গেল কেউ বা আসে।

(২)

আমার যে আর দিন কাটে না,
চিত্ত-বিকার বিষম ব্যাধি,
ঔষধি দে, ও মা শ্যামা,
কৃপাময়ি, তোমায় সাধি।

(৩)

থাক্‌তে তোমার তিনটী নয়ন,
চাইবে নাকো রবে মুদে,
এ বাজারে হার হোলো মা,
মলেম বুঝি দেনা শুধে।

(৪)

কেউ চা'হেনা স্নেহ-চোখে,
ঝরা চাওয়া হেথা ধারা,
আর পারি না হর-রমা,
জ্বোলে পুড়ে হলেম সারা।

(৫)

নিত্য নূতন জ্বালা সোয়ে,
মরমটা মোর ভস্মীভূত,
বৃথা কেঁদে দিন গেল মা,
আস্‌বে কবে রবিসুত।

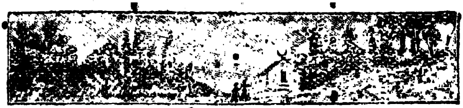
(৬)

পাঠিয়ে দেছ তাই এসেছি,
ডাক্ দিলে মা অম্নি যাব,
তাই যে ভাবি ত্রিনয়নি!
হিসাব নিকাশ কি বুঝাব!

(৭)

জলাঞ্জলি এ সংসারে,
দুঃখের অকূল-জলে ভাসি,
দহন জুড়া মা তারিণি!
পুষ্পাঞ্জলি—প্রাণ নে আসি।

—০—



নব বধু।

(১)

অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !
নবোঢ়া কুলের বধু,
অধরে সুহাসি মধু,
চপল হিয়ার ভাষ প্রকাশে নয়ন।
কনক ভূষণ গায়,
অলক্ত রঞ্জিত পায়,
সিঁতির সিন্দূর বিন্দু উজলে কেমন,
অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !

(২)

কবরীতে ফুলমালা,
কে দিল জড়ায়ে বালা,
পরিধানে মনোরম রঙ্গিল বসন,
কোমল হৃদয় তলে,
কি নব উচ্ছ্বাস চলে,
সুখ শান্তি প্রফুল্লতা মুখে বিকীরণ,
অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !

(৩)

পর ঘরে ভয়ে বাস,
মৃদু হাসি চুপি ভাষ,
বসনে বয়ান ঢাকা সুধীরে চলন,
প্রদোষে নিশীথে ভোরে,
শঙ্কুচিতা হেরি তোরে,
ভয়ে জড়সড় যবে পতির মিলন,
অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !

(৪)

ভ্রুকুটি দাম্ভিকা বেশে,
কথায় কথায় হেসে,
কলহ জড়ান তোর যত সম্বোধন,
পতিত্বের অভ্যর্থনা,
কভু তুমি সাধিলে না,
কেবলি ঝগড়া ঝাঁটি ছিল আলাপন,
অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !

(৫)

মধুর বাসন্তী রাতি,
শশাঙ্কের স্নিগ্ধ ভাতি,
ঝিল্লিরবে মুখরিত ঘুমন্ত ভুবন।

কে তোরে স্নেহের ডোরে,
বাঁধিয়া যতন কোরে,
ঢালিত শ্রবণে মধু সোহাগ বচন,
অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !

(৬)

কোহিনুর পেয়ে করে,
নিতি কত অনাদরে,
দু'দিনে কোথায় হায় দিলি বিসর্জ্জন. ;
পেয়ে নিধি চিনিলিনা,
রে অধমা ভাগ্যহীনা,
সে সকল কর্ম্মফল ভুগিছ এখন।
অতীত স্মৃতিতে হেরি কে তুমি রতন !

(৭)

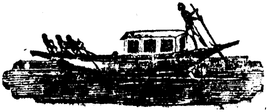
অতীত আমারে হায়,
আপনিই চেনা দায়,
কোথা মধু নববধু জীবন সে মন ?
ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর,
জ্বলিছে হৃদয় মোর,
নিশিদিন এ সংসার করায় রোদন,
বর্ত্তমানে দীনাহীনা অভাগী এখন।

(৮)

সুখের সে বধূ-কালে,
জড়ায়ে কুবুদ্ধি-জালে,
করি নাই পতি-পায় আত্ম-সমর্পণ।
দুটো দিন অনিচ্ছায়,
কাটিয়া গিয়াছে হায়,
বৈধব্যতে ভেঙ্গে চূরে গড়িল এ মন,
বর্ত্তমানে দীনাহীনা অভাগী এখন।

(৯)

অকালে কঠোর হৃদি,
লভে নাই প্রেম নিধি,
কখনো ভাবিনি পতি দুর্ল্লভ রতন।
তুষানলে পুড়ি ধীরে,
ভাসি সদা অশ্রু নীরে,
হাতে পেয়ে হতাদর, এখন রোদন—
কঠোর নিয়তি লেখা, ভীষণ জীবন!



নবীনচন্দ্র।

(১)

খসেছে নবীন-চাঁদ কাব্য কাননের,
জন্ম গোধূলিতে উঠি,
বাল্য সাঁজে ছুটাছুটি;
মধুর যৌবন রাতে দাস কল্পনের;
কল্পনা উচ্ছ্বাস বায়,
হৃদয় মাতায়ে হায়,
গেয়েছিল মধুময় গীতি কবি ঢের,
কাল-রাহু মৃত্যু আসি,
সে নবীন শশী গ্রাসি,
ছিলত রজনী কেন শেষ সে গীতের!
খসেছে নবীন-চাঁদ কাব্য কাননের।

(২)

হারায়েছি মোরা হায় সে কবি-রতন!
এ সংসার খেলাঘরে,
নরনারী খেলা করে,
পুতুলর মত প্রাণ ছুটিছে কখন;

দুদিন করিয়া কেলি,
গীতি ছড়াইয়ে ফেলি,
মৃত্যু-মুখে যায় আসে জড়ায়ে জীবন।
অবকাশ রঞ্জিনীর,
"সুখী কে" গো সে গীতির,
মধুর ললিত তানে তিরপিত মন,
হারায়ে ফেলেছি মোরা সে কবি-রতন।

(৩)

কল্পনে! কপালে বাজ পড়েছেলো তোর,
"রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র,"
"প্রভাসে" পড়িলে নেত্র,
পড়িতে সে কৃষ্ণপ্রেম সবে হয় ভোর;
"পলাসীর যুদ্ধ" ছবি,
আঁকিল মসিতে কবি,
ছবি রাজে, কবি হরে সে কৃতান্ত চোর,
কল্পনে কপালে বাজ পড়েছেলো তোর!

(৪)

কেন মানবের হেন ক্ষণিকের প্রাণ?
ধরি বর্ণ-পরিচয়,
ভাষা সাথে ভাব হয়,
বর্ণবোধে বোধ-জ্ঞান লভিনু সন্ধান।

একে একে কবিদের,
পড়িলাম গ্রন্থ ঢের,
পাঠেই প্রীতিতে ভরি মধুময় গান,
যার পদ-বৃন্ত'পরে,
সৌরভ গৌরব ভরে,
ফুটিয়া গাহিল কত বাণীর সন্তান,
কেন মানবের হেন ক্ষণিকের প্রাণ ?

(৫)

একে একে ঘুমাইল কতগুলি কবি,
দেখা চেনা ঘুমাইল,
কৃতান্ত হরিয়া নিল,
ভূতপূর্ব্বে কত শত রেখে যান ছবি,
"মধু"র মাধুরী ঘটা,
কবিতায় "হেম" ছটা,
"নবীনের" নব রস মধুময় সবি
"দীনবন্ধু" "ঈশ্বরের"
ছন্দে মধুরতা ঢের,
উপন্যাসী সে বঙ্কিম শুয়েছে জাহ্নবী,
বিদ্যার সাগর কত ঘুমাইল কবি ।

(৬)

কাঁদিবনা মোরা আর মুছি আঁখিনীর,
বুঝিগো স্বরগ'পর,

আছে ঠাঁই মনোহর,
কুসুমের গৃহ তায় কুসুম প্রাচীর,
পারিজাত গন্ধরাশি,
মলয়ায় আছে ভাসি,
সঙ্গীতের সম তান সে মন্দাকিনীর,
কুজিছে অপ্সরাগুলি,
অমিয় মাখান বুলি,
বুঝিগো সে স্বর্গধাম আনন্দ-মন্দির,
আর না কাঁদিব মোরা মুছি আঁখি-নীর।

(৭)

উদ্দেশে প্রণমি পদ প্রেমিক বিভুর,
দেখিনা জানিনা আজঃ,
শুনি সর্ব্বভূতে রাজ',
শুনিয়াছি আছে কোথা আনন্দের পুর,
তেমনি মধুরে মিশি,
থাকিতে দিবস নিশি,
তাই বুঝি যায় সবে দেশ বহু দূর।
ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভরা,
কারাগার সম ধরা,
শোক তাপ দুঃখে হৃদি হয় ক্ষণে চুর,
উদ্দেশে প্রণমি পদ প্রেমিক বিভুর।

টোপাকুল।

(১)

স্কুলের ধারে পুকুর পারে,
গাছটী ভরা টোপাকুল,
সঙ্গে সাথী লোভী সবে,
হরষ সরস কলরবে,
কুলতলাতে প্রাণটা প'ড়ে,
হ'য়ে যেত লেখায় ভুল।

(২)

টিফিন্ খেতে ঘণ্টা না ত,
কুলতলাতে হরির লুট,
ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে খাওয়া,
লোলুপ ভাবে ঊর্দ্ধে চাওয়া,
ছুটি পেলেই দলবলেতে,
কুলতলাতে লম্বা ছুট!

(৩)

বিষম নাড়ায় কুলগুলি সব,
টুপ্ টুপা টুপ্ তলায় পড়ে,
লুণ্ না জোটে অম্নি মুখে,

চোখ-ঝাম্‌টি দিয়ে সুখে,
ধাওয়া ধায়ি খাওয়া খায়ি,
কেউ কারুকে সরায় চড়ে।

(৪)

গণ্ডগোলে কর্ণ-পথে,
পৌঁছিলে পর ঘণ্টাধ্বনি,
হাঁপিয়ে ছুটে ক্লাসে এসে,
ম্যাপে বোর্ডে মন নিবেশে,
লিখি পড়ি আমরা সবে,
বেতের ভয়ে লক্ষ্মীমণি।

(৫)

সে দিন কেন গেল আহা,
প্রাণটা কোথা হারিয়ে গেছে,
ছোট খাট সে কলেবর,
সরল মধুর মিষ্টি সে স্বর,
কোমল তরল বিমল হৃদয়,
কোন চোরেতে কেড়ে নেছে।

(৬)

টোপাকুলের গাছ গিয়েছে,
পুকুর-বুকে চাপা মাটি,
সে সুখ হোতে ছিনিয়ে নিয়ে,

পর ধ'রে "বর" বিয়ে দিয়ে,
পরিণামে পোড়া ভালে,
জাগল শুধু কাঁন্নাহাটি ।

(৭)

কাঁন্না কিনে কাঁদ্‌ছি বোসে,
ভাবছি কত জ্বলছি কত,
বাল্যকালের মধুর জীবন,
কৈশোরেতে ভাঙ্গল স্বপন,
শৈশবেতে সুখে মেতে,
সে দিনগুলিই মনের মত ।

(৮)

সঙ্গিনীরা সবাই দুঃখী,
তেমন হৃদয় আছে কি আর !
কেঁউ বা ক্ষণিক খেদ গো করে,
কেউ দুঃখিনী কেঁদে মরে,
ফল ফোলেছে কর্ম্মক্ষেত্রে,
জীবন পথে যেমন যার ।

(৯)

কূল দে কালী কুণ্ডলিনী,
অকূলে যে যাচ্ছি ভেসে,
দীনাহীনা এ অধমার,

তারিণি! তোর চরণই সার,
ভবের হাটে ভ্যাস্তা আমি,
কু-যাত্রাতে এবার এসে।

(১০)

ভবনদীর কূলে বসি,
কূল্ দে তারা ডাকি তোরে,
ক্ষয় হতেছে জীবনের মূল,
কচ্ছি সকল কাজেতে ভুল,
কবে মৃত্যুদিনে শম্ভু এসে,
হ'রবে জীবন ত্রিশূল ধ'রে।

(১১)

মনটা আমার থেকে থেকে,
কেমন যেন শিউরে উঠে;
যায় যে বৃথা দিন-তারিণি!
কেমন কোরে তোমায় কিনি,
কোথায় তারা, কোন সুপথে,
তোমার চরণ কমল ফোটে।

(১২)

কৃপা সুগন্ধিতে মজি,
মত্ত হ'য়ে মন অলি,
রক্ত কমল চরণ'পরে,

প'ড়ে থাকুক চিরতরে,
প্রেমময়ীর চরণাম্বুতে,
প্রেমে জীবন যাবে গলি।

(১৩)

বাজ্‌রা পোরা টোপাকুলে,
মেটেনা আর মানস ক্ষুধা,
তেমনতো আর মিষ্টতা নাই,
আজ(ও) বরষ বরষে খাই,
স্কুলের ধারে পুকুর পাড়ে,
ছিল গাছে ঢালা সুধা।

—:০—

ঘেঁটুফুল।

(১)

সুন্দরী বসুধা বুকে,
ফুটে হাসে মন-সুখে;
গোলাপ যূথিকা বেলি চামেলি বকুল,
চম্পক সেঁউতি জাঁতি,
ফুল-কুলে শ্রেষ্ঠ জাতি,
কমল কুমুদী এরা শোভায় অতুল।
মল্লিকার মধু শোভা,
সূর্য্যমুখী মনোলোভা,
সুমধুর পরিমলে দেবতা আকুল।

(৬)

না পোহাতে ছুট' রাতি,
মন্দিরে নিবিল বাতি,
পালালো দেবতা ফেলি উৎসর্গীতা ফুল,
আমি ক্ষুদ্র ফুলকণা,
মনে বুঝি ধরিল না,
জানিনা পবিত্র কত চরণের মূল।
সে চরণ ছাড়া হ'য়ে,
রয়েছি যাতনা স'য়ে,
চন্দন-চর্চ্চিত দেহে মাখি এবে ধূল।

(৭)

দেবতার দুটী পায়,
ঝরিলে এ দুঃখ যায়,
হইতাম ফুলকুলে ভাগ্যবতী ফুল,
এবে কাঁদি মন দুঃখে,
আছি এই পোড়ামুখে,
শুক্নো নিরস হৃদি বিষাদে ব্যাকুল।
সকলের দূর ছাই,
জুড়াবার স্থান নাই,
সংসারে বালাই আমি, শমনের ভুল।

—:০:—

প্রভাতী।

(১)

মধুর কিরণ ঝিকিমিকি ভাতি,
উদিল অরুণ পোহাইল রাতি,
গাহিল বিহগ মধুর প্রভাতী,
প্রাণারাম বিভুগান।

(২)

ফুটিয়া উঠিল কুসুম কুঞ্জে,
বিটপী-বৃন্তে পুঞ্জে পুঞ্জে,
বিভোর মধুপ সোহাগে গুঞ্জে,
তুলি গুন্ গুন্ তান।

(৩)

বহিছে মৃদুল মলয় বায়,
ফুল পরিমল মাখিয়ে গায়,
নাচায়ে পল্লব তরু শাখায়,
কি সুন্দর বিশ্ব-শোভা!

(৪)

কলনাদে নদী বহিয়ে যায়,
মরাল কমল হৃদে ভাসায়,
লহরী তুলিয়ে বিভুগুণ গায়,
মরি কিবা মনোলোভা।

(৫)

জাগিল বসুধা প্রভাত পরশে,
ধরিল সুবেশ মাতিল হরষে,
লুকায়ে খদ্যোৎ মালিকা উরসে,
পরিল কুসুমহার।

(৬)

ত্যজিল সুন্দরী তিমির বসন,
পরি নব বাস সোণালি বরণ,
সাজিল সুন্দর রূপে অতুলন,
মধুর সুষমা তার।

(৭)

বহে শৈল বুকে মৃদুল নির্ঝর,
অবিরাম ধারা ঝরে ঝর ঝর,
কি গীতি গাহিছে প্রাণ-মন-হর,
বিজন বিপিনে বালা।

(৮)

মহীরুহ হৃদে লতিকা সুন্দরী
কোমলে কঠিনে মধুর মাধুরী,
প্রভাতে কনক-বরণী বল্লরী,
অরুণ কিরণ ঢালা।

(৯)

মধুর বিমল প্রভাতী শোভায়,
মাতায়ে দিয়েছে বিভু হে আমায়,
শোভার আধার তব তুলিকায়,
শোভিছে বসুধা সতী।

(১০)

কত মধুময় তুমি পরমেশ,
লুকান না রয় মাধুরী অশেষ,
বসন্তে বসুধা ধরেছে কি বেশ,
প্রেমময় বিশ্বপতি!

(১১)

তরু-লতা-চ্যুত মুকুলের বাস,
চারু কুসুমের সুমধুর হাস,
কুহু-পিউ মধু বিহগের ভাষ,
জাগায় পরাণে প্রীতি।

(১২)

উদ্দেশে প্রণমি তোমা প্রেমময়,
মধুময় লীলা তব লীলাময়,
বিভোরা বসন্ত প্রভাতী সময়,
গাহি এ প্রভাতী-গীতি।

—:০:—

শিক্ষিতা।

(১)

সুশিক্ষার শত গুণ দেখিবারে পাই,
সাধ আশা শিক্ষা লভি অপরে শিখাই,
সুশিক্ষা সুফল হয়,
গৃহধর্ম্ম সুধাময়,
অশিক্ষিতা গর্ব্বিতা গো বড়ই বালাই।

(২)

নাড়া চাড়া "ক, খ," বই,
শিক্ষালাভ শেষ ওই,
তারপর মেজে ঘসে "প্রণয় পত্রিকা,"
সুরসিকে সুসৌখিনে,
আঠার পোষাক দিনে,
শ্রীমতী সুবুদ্ধিহীনা পলাশ-কলিকা।

(৩)

বটতলা আবিষ্কারে,
গেল দেশ ছারখারে,
দামে কম গুক্তেমণ্ডা পড়িতে সহজ,
কোথা সে পুরাণ পুরু,
সংস্কৃত কটু গুরু,
কেবা পড়ে হিড়ি বিড়ি, এত কি গরজ!

(৪)

বাবুনী সোহাগে গড়া,
মুখে পেটে মিষ্টি ছড়া,
বেয়াড়া ঢংয়েতে কাটে অর্দ্ধেক জীবন—
শুধু কুশিক্ষার দোষ,
হৃদে মম এ আপ্‌শোস্‌,
মোদের বয়স কালে এমনি পতন।

(৫)

ভাঙ্গিলে যৌবন সরা,
পরীক্ষার স্থল ধরা,
দেয় সমুচিত সাজা জ্ঞানেতে তখন,
অথবা কাহার হায়,
সে দশা রহে বজায়;
বিপরীত বুদ্ধি বৃদ্ধা হইল যখন

(৬)

অৰ্দ্ধাঙ্গিনী ভাৰ্য্যা জায়া,
আধা প্ৰাণ আধা কায়া,
গুণবতী শুদ্ধমতি সুমিষ্ট-ভাষিণী,
গৃহলক্ষ্মী হৃদি-লক্ষ্মী,
মনোহর শুক পক্ষী,
শিক্ষিতা ঘরণী হয় আনন্দদায়িনী।

(৭)

অল্প বিদ্যাবতী নারী,
তার চেয়ে গো-বেচারি,
ভাল বটে একেবারে অচেনা অক্ষর।
অল্প জলে চুনা-পুঁটি,
করে বড় ছুটাছুটী,
অগাধ সলিলে রুই মধুর সম্ভব।

(৮)

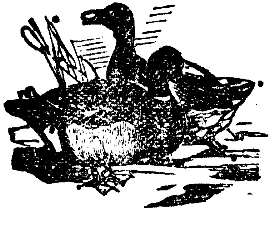
মোর শক্ত খেদ কথা,
ঔষধিতে তিক্ত যথা,
বুঝিলে বুঝিবে ভাল বুদ্ধিমতিগণ
সুশিক্ষায় সুধা ফল,
কুশিক্ষায় হলাহল,
হের দেখ "সাবিত্রী" ও "মন্থরা" দুজন।

(৯)

কুরূপ ও দোষ তিন,
জাতে হীন, হোক্ দীন,
রীতিমত সুশিক্ষায় শোভিলে সুন্দর,
শিক্ষায় আসিবে জ্ঞান,
তবে জীব পাবে ত্রাণ,
কেন বল এ আত্মীয়, ওটী মোর পর।

(১০)

সকলে সকলে দেখ,
সবে মিলি মিশি শেখ,
সবে হই এস মোরা মধুর মোহন,
নাহি মোর শক্তি হায়,
শুধু সাধ ক্ষ্যাপা-প্রায়,
কি করিব, আমি বড় দীনা হীনা জন।



উত্তপ্ত-হৃদয়।*

(১)

ভব-ভাণ্ডে কি বিষাক্ত
সংসার-মদির,
তারা গো তিয়াষা দিলি,
হতাশে পুড়ায়ে নিলি,
জ্বোলে পুড়ে ভস্মীভূত,
মরম অধীর;
আর যে পারিনা শ্যামা,
মুছিতে এ নীর।

(২)

প্রেমময়ি! ব্রহ্মময়ি,
সবই তব হাত,
মদির-সংসার নরে,
বিভোর বেঁহুস করে,

---

* ১৩১৫ সাল, ২৬শে কার্ত্তিক, বুধবার, পিতার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

ছুটে যায় নেশা, প্রাণে
পাইলে আঘাত
তিমিরবরষি! নাশো
অজ্ঞানতা রাত।

(৩)

রোদন পূরিত আজি
আঁধার ভবনে,
আজিকের আয়োজন,
বাজে প্রাণে কি ভীষণ,
অনিত্য সংসার ছার,
জাগে যে গো মনে,
নেশায় বিভোর নর,
এ মায়া-কাননে।

(৪)

সংসার কারায় তারা,
দিবি কত তাপ,
ধরে না মরমে আর,
নয়নে শোকাশ্রুভার,
দাও শান্তি শান্তিময়ি,
ত্যজ অভিশাপ,
দাও জ্ঞান, দাও দৃষ্টি,
চিনি পুণ্য পাপ।

(৫)

ফুলের মতন ছিল
শৈশবে পরাণ,
কৈশোরে পোড়ালি তারা,
এবে ভস্মীভূত পারা,
ধূ ধূ প্রজ্জ্বলিত জ্বালা,
হৃদয় শ্মশান,
লেখনীর মুখে ফোটে,
বুকভাঙ্গা তান।

(৬)

কেন মা! না দিলি মোরে
ফেলি মরুভূমে,
উত্তপ্ত বালুকারাশি,
মধ্যাহ্ন তপন আসি,
জুড়াইয়ে দিত মোরে,
মরণের ঘুমে,
পিপাসিত প্রাণ তৃপ্ত
হোতো মৃত্যু চুমে।

(৭)

শান্তির প্রথম তীর্থ,
পতির চরণ,
ভবের মেলায় এসে,
ঠেকিনু সে পদে ভেসে,

দুদিনে ভাঙিয়া গেল,
সে মহা স্বপন,
লাভ শুধু প্রাণভরা,
হতাশ বেদন।

(৮)

তীর্থফল আনি এক,
বাঁধিয়া আঁচলে,
চুমিয়া শিশুর মুখে,
পিতা ধরিলেন বুকে,
সে স্নেহ আদর হেরি
হৃদয় উথলে,
অভাব জানেনি শিশু
কচি হৃদিতলে।

(৯)

কোথা স্নেহময় পূজ্য.
সে পিতা আমার,
হেমন্ত প্রভাতীকালে,
মাতার বিমল ভালে,
বৈধব্য কালিমা ঢেলে,
নিল শোভা তাঁর,
পিতৃহীন ভ্রাতা ভগ্নী—
করি হাহাকার।

(১০)

অতীব স্নেহের সুত,
সুজ্ঞর নন্দন,
"ধীরু" "বিজু" এঁরা দুটী,
কাঁদিল ধূলায় লুটি,
হারায়ে ফেলেছি মোরা,
কসিত কাঞ্চন,
দশপূজ্য পিতা মোর—
অমূল্য রতন।

(১১)

নহি আমি পিতৃহীনা,
পিত পরমেশ!
পিতার পিতাও তুমি,
ও পদ কমল চুমি,
মত্ত হোক্ মন-অলি,
তৃপ্তি সে অশেষ,
মরণে মিলিবে মোর,
সে আনন্দ দেশ।

(১২)

যথা শান্তি সুধা খাটী,
নাহি ফাঁকি জ্বালা,

সে আনন্দধামে যেতে,
আনন্দময়েরে পেতে,
বাকী এ অশান্ত প্রাণে,
　　গাঁথি নাম মালা,
সার-ধন প্রাণারাম,
　　মোর কালী কালা।

(১৩)

ধরায় আসিয়া তারা,
　　সহি কত দুঃখ,
পূর্ণ হোক্ ইচ্ছাময়ি,
তব ইচ্ছা হোক জয়ী,
সহিতে শকতি দাও,
　　বেঁধে দাও বুক,
দুদিনের খেলা হেথা,
　　কি দুঃখ কি সুখ।



বাসন্তী-ষষ্ঠী।*

(১)

বাসন্তী ষষ্ঠীর নব প্রভাতী কিরণ,
ছড়ায়ে সুষমা হাসি,
কুসুম হইল বাসি,
মৃদু-সমীরণ আসি করি আবাহন,
সোণার প্রতিমাখানি,
নির্ম্মল নলিনী রাণী,
শৈশব সঙ্গিনী মম সোদরা রতন।
শ্মশানে চিতার পরি,
প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি,
অনল সাগরে শেষে হোলো বিসর্জ্জন,
সরেনা লেখনী, ঝরে যুগল নয়ন।

(২)

বিষাদে গাহরে বীণ্ মরম বেদন,
অন্তিমে মধুর বেশ,
এলায়ে পড়েছে কেশ,
উজল সিঁন্দুর ঢালা সিঁথী সুশোভন,

---

* স্বর্গীয়া দিদির স্মৃতি-গাথা। ১৩১৫ সাল, বৈশাখ, বাসন্তী-ষষ্ঠী

ভাগ্যবতী এয়োরাণী,
সে চারু প্রতিমা খানি,
কি ঘুমে বিমল-মুখে মুদিল নয়ন,
আর না সে দিল সাড়া,
সে হোলো জগত ছাড়া,
পিত পরমেশ পায় আত্মার মিলন,
চির তরে হারায়েছি ভগিনী রতন।

(৩)

শৈশবের কোলে মোরা আছিনু যখন,
কত মধুরতা ভরা,
হাসিমুখ মনোহরা,
শান্তিরসে ডুবে ছিল ক্ষুদ্র প্রাণ মন,
খেলা-ঘর পাতি হায়,
দুজনে খেলেছি তায়,
ক্ষণে সে মধুর দ্বন্দ্ব বাধিত কেমন,
মধুর সরল হাসি,
ভাঙ্গিয়ে বিবাদ রাশি,
নিমিষে ছুটিয়া দোঁহে দৃঢ় আলিঙ্গন,
কোথা সে শৈশব, কোথা ভগিনী রতন॥

(৪)

কুক্ষণে কৈশোর দোঁহে দিল দরশন,
সে গেল কাঁদিয়া চ'লে,
হা-হুতাশে কত ব'লে,
রোগ শয়নেতে কত বিলাপ রোদন,
শিশু পুত্র কন্যা লাগি,
রোগ শয়নেতে জাগি,
মাগিত বিভুর পায় আপন জীবন,
দোঁহারি কৈশোর বেলা,
অসম্পূর্ণ ভব খেলা,
দোঁহারিত সুখসাধ হোলোনা পূরণ,
সে গেল কাঁদিয়া চলে, কাঁদিছে এ জন।

(৫)

মরণে অনন্ত তৃপ্তি, ভার এ জীবন,
দুর্ভাগা অধমা অতি,
জানি না, না চিনি পতি,
অজ্ঞানে দেখিনু পতি, অভাগা এখন—
সজ্ঞানে কাঙ্গাল হোয়ে,
কত মন-ব্যথা স'য়ে,
মায়া মোহে ঝরিতেছে যুগল নয়ন।
ছিঁড়িয়া আশার পাল,
ছাড়িয়া সুখের হাল,

মনতরী চাহে শুধু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
কে জানে এ ভবে ছুটি পাইব কখন।

(৬)

এক পথে যাওয়া, কেহ রবেনা ত মন,
দিদি মোর গেল আগে,
আমি যাব পরভাগে,
সেখানে উভয়ে পুনঃ হবে দরশন,
এ সংসার পান্থবাসে,
বিদেশী অতিথি আসে,
দুদিনে চলিয়া যায়, স্থায়ী কোন্ জন!
এ ধরাটি জেলখানা,
কৃতান্তের পাশে থানা,
কৈফিয়ৎ কিবা দিব হোলে দরশন,
করুণা নয়নে চাও প্রভু নারায়ণ!



উন্মাদী প্রলাপ।

(১)

মন !

ভাব-সাগরেতে তোর শুধু অশ্রু আজ,
উচ্ছ্বাসে আজিকে তোর,
শুধু দীর্ঘশ্বাস ঘোর,
ছন্দময়ি ! লো কবিতে, ধরিবে কি সাজ ?

(২)

শান্তি দাও মনময়ি ! কাঁদায়ে আমায়,
সরল ভাষার সনে,
প্রাণ খুলি কাঁদি ক্ষণে,
ভীষণ অব্যক্ত ঝড় থামুক হিয়ায়।

(৩)

অমৃত কাননবাসী প্রেমিক রসাল,
"রামকৃষ্ণ" প্রেমারামে,
হেরিতে সে নিত্যধামে,
নিত্য দেহে গেল ভ্রাতা "রাজেন্দ্র" তমাল।

---

* ১৩১৭ সালের ২৭শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, লেখিকার সম্পর্কীয় ভ্রাতার স্বর্গারোহণ হয়। তদুপলক্ষে রচিত।

(৪)

ভবার্ণবে ভাসমান সরস মরাল,
শৈশবে যৌবনে খেলি,
ধূলা ঝেড়ে খেলা ফেলি,
অনন্ত বিদায় হোলো বৈশাখী বিকাল।

(৫)

অন্তিমেতে "দেব ছবি"* রাখি ভক্ত শিরে,
সোহাগিনী সাধ্বি করে,
রাখি কর প্রেমভরে,
অনন্ত নিদ্রায় ভোর হন্ ধীরে ধীরে।

(৬)

ফাল্গুনী বসন্ত রাতে বিবাহ খেলায়,
বাসরে বসানু আনি,
রাজেন্দ্র, প্রমোদরাণী,
সুখ-রাতে মেতেছিনু পাপিয়ার প্রায়।

(৭)

নিদাঘ বৈশাখী দিবা অবসান প্রায়,
প্রমোদী বিষাদী মরি,
বৈধব্য—সুবেশ হরি,
গলাগলি দুটী বোনে কাঁদি উভরায়।

---

* ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ছবি।

(৮)

রাজেন্দ্রের বামে বালা ছিল রাজরাণী,
হে দেব! কি দোষে ফেলে,
দিলে ভব-তপ্ত-তেলে,
মধুময়ী এবে পুড়ে বিষাদী রুগিনী।

(৯)

মাধবী ব্রততী এবে হ'য়েছে জঞ্জাল,
মিষ্টি চোখে তেতো জল,
এ অমিয়ে হলাহল,
মরীচিকা এ সংসার স্বরূপে মাকাল।

(১০)

সাধ্বী মধুময়ী ভগ্নী সঙ্গিনীটী হায়,
প্রজ্জ্বলিত চিতে পতি,
প্রজ্জ্বলিত চিত্তে সতী,
কি ব'লে, কি দিয়ে শান্ত করি সরলায়।

(১১)

উথলি এসনা সিন্ধু! গ্রাসিতে সংসা
ভীম বলে এস বায়,
উঠ মেঘ নভঃ গায়,
দাও সৃষ্টি রসাতলে এ সংসার ছার।

(১২)

ঘুচে যাক মহামায়া এ খেলা তোমার,
আসা যাওয়া হাসা কাঁদা;
সুখ দুঃখ কাল সাদা,
কোলাহল হাটখানা হোক্ জলাকার।

(১৩)

জননীর মর্ম্মভেদী নয়নের নীরে,
মরম দহিয়ে যায়,
মনে যেন হয় হায়,
থাকিতে নারিবে ভ্রাতা, এল ঐ ফিরে।

(১৪)

বাছনীর তপ্তধার অশান্তি অশেষ,
মর্ম্মে বিঁধে করে সারা,
আহা বালা পিতৃহারা,
কতদিন রব আর এ মর্ত্ত্য বিদেশ।

(১৫)

শোণিত সম্বন্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রোদনে,
পাষাণ সে দ্রব হয়,
মানবেতে কত সয়,
হাহাকার পড়ে গেছে তোমার বিহনে।

(১৬)

ঐ যে তোমার আত্মা এসেছে ধরায়,
ঐ যে চৌদিকে ছেয়ে,
এসেছ এ ডাক পেয়ে,
ভক্তিভরে নমি ভ্রাত আজিকে তোমায়।

(১৭)

বিপদের ঘূর্ণিপাকে বাঁচালে আমায়,
জ্ঞানগর্ভ উপদেশে ;
ঠেকি ধৈর্য্যকূলে এসে,
না হলে এ মন তরী ভাসিত কোথায় !

(১৮)

পিতা, পুত্র, ভ্রাতা তুমি জানি পরীক্ষায়,
পেয়েছি যে স্নেহরাশি,
হয়নি, হবে না বাসি,
জাগিছে, জাগিয়া রবে চির এ হিয়ায়।

(১৯)

অবশ্য এসেছে ভ্রাত, এ ঘোর নিশায়,
মনে লয় আছ চেয়ে,
বড় মর্ম্ম ব্যাথা পেয়ে,
মুছিনু মুছিগো আঁখি, কাঁদিবনা হায়।

(২০)

বল বুদ্ধি হারায়েছি, হারায়ে তোমায়,
হোলে প্রাণে ঘোর কষ্ট,
কারে গো জানাব স্পষ্ট,
সংসার দহিল আরো হেন অভাগায়।

(২১)

এ অশ্রু মুছিতে আর নারিব জীবনে,
গিয়াছ আপন ঘরে,
যাব কতদিন পরে,
এ প্রবাস হতে ভ্রাত, নিজ নিকেতনে!

(২২)

অনশ্বর মধুতরু ভাবুক রসাল।
নশ্বর তমালপতি,
ফেলে এ "প্রমোদী" লতি,
ভস্মীভূত চিরতরে সংসারী তমাল।

(২৩)

বল্লরী বাঁধিয়া লহ চরণে তোমার,
ও মধুর পদাশ্রয়ে,
শান্তি তৃপ্তি, সুখ, ত্রয়ে,
ঘুচাইয়ে দিবে তার বৃথা হাহাকার।

(২৪)

এস মোর প্রাণারাম ! হৃদিদ্বার খুলে
পরশি করুণা হাত,
খুলিবে এ হৃদি, নাথ,
মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ঢাল হৃদিমূলে।

(২৫)

এস ধর্ম্ম ভাই বোন মিলিয়া সবাই,
"রামকৃষ্ণ" "হরি হরি,"
তোলো ধ্বনি কণ্ঠভরি,
আজি প্রভু পদতলে সে রাজেন্দ্র ভাই।

—:-০-:—

সীতাসতী।

(১)

প্রকৃতি গোধূলি সাজে মধুরতামর,
বালেন্দু সন্ধ্যার ভালে উকসি উদয়,
ফুটিয়াছে তরুশাখে অশোকের ফুল,
সাঁজের সমীর বয় মধুর মৃদুল।

(২)

প্রকৃতির কলেবরে ধূসর বসন,
অধরে কুসুম হাসি নয়নরঞ্জন,
কুজিছে বিহগকুল কুল কল স্বরে,
ফোটেনি তারকাগুলি এবে নভঃপরে।

(৩)

গোলাপ মালতী-বাসে ভ্রমরা আকুল,
নাচায় মৃদুল ঝঁয়ে কুসুম মুকুল,
মানিনী কুমুদীরাণী সরোবর পরে,
অধরে অমিয় হাসি মন মুগ্ধ করে।

(৪)

অশোক কানন কোলে বসি অধোমুখে,
সোণার কমল আজি কাঁদে মন দুঃখে,
ভাসিছে নলিন আঁখি মলিন বদন,
শিথিল কবরী তায় নাহিক যতন।

(৫)

করে কুসুমের হার অধোমুখে বসি,
গ্রাসিয়াছে যেন রাহু শরতের শশী
কাঁদিছে কাননে মাত্র করে ফুলহার,
"কোথা রঘুমণি, মালা গাঁথা হোল সার!

(৬)

গাঁথিছে রজনী অয়ে নক্ষত্র রতনে,
পরায়ে বিধুরে সতী সোহাগে যতনে,
নভোপরে তারা-হারে রজনীরঞ্জন,
নিশির পরাণ-বঁধু শোভিবে কেমন।

(৭)

তুমিও গেঁথেছ রাণি! কুসুমের হার,
দিতে রঘুমণি পায় বাসনা তোমার,
পরাণের প্রীতি সতি! নয়নের জল,
কুসুমে কুসুমে পড়ি করে ঢল ঢল।

(৮)

কোথা বা পরাণ পতি, কোথা তুমি সতী,
কাঁদিছ বিষাদে তাই বসি রূপবতী,
ইন্দিবরা, যত তব নয়নাশ্রু গলে,
ততই রাক্ষসকুল যায় রসাতলে।

(৯)

নিরখি মলিন লতা বিদরিছে বুক,
ভাসিছে নয়ন-নীরে তব পদ্মমুখ,
গোলোকে রতনাসনে নারায়ণ-বামে,
যাও সতি, ত্বরা চলি ছাড়ি ধরাধামে।

(১০)

ঐ যে কুসুমহার রঘুমণি-পায়,
অনিলের সনে ধীরে শূন্যপথে ধায়,
সাধ্বী সতী পতিব্রতা সীতা সতী-সার,
ভক্তিভরে নমি কবি লইল বিদায়।

—:০:—

উন্মাদিনী।

(১)

সখিরে, সে শ্যামধন ভুলে গেছে রাধিকায়,
মৃদু সমীরণে মিশি, মাতায়িয়ে দশদিশি,
সোহাগে মধুরে বাঁশী ডাকেনা কিশোরী আয়,
আর না ময়ূরী নাচে, অলি নাহি মধু যাচে,
আকুল লহরী তুলি যমুনা বহিয়ে যায়,
নীরবে মলিন মুখে, সারি শুক মন দুঃখে,
নিলাজ কোয়েলা বঁধু কুহু কুহু কুহু গায় ;
কেমনে নিঠুর শ্যাম ভুলে গেল রাধিকায়।

(২)

সখিরে, সে শ্যামধন ভুলে গেছে রাধিকায়,
পাপিয়ার পিয়া পিয়া, মরমে পশিছে গিয়া,
আকুল ব্যাকুল হিয়া মনে পড়ে শ্যামরায়,
কলঙ্ক পসরা লয়ে, মুখে শ্যাম নাম কোয়ে,
শ্যাম-কলঙ্কিনী হয়ে যাব সখি মথুরায়,

দেখিব সে শ্যামধনে, রত্নময় সিংহাসনে,
কুবুজাসুন্দরী বামে শ্যামধন কি শোভায়,
সখিরে, নিঠুর শ্যাম ভুলে গেছে রাধিকায়।

(৩)

সখিরে, নিঠুর শ্যাম ভুলে গেছে রাধিকায়,
গলে রতনের হার, বনমালা নাহি আর,
শিখিপাখা ত্যেজে সখি, মুকুটে কি শোভা পায়,
নাহি সে মোহন বাঁশী, গোপিকার প্রেম ফাঁসি,
সুমধুর তানে যার লাজ মান ভেসে যায়,
শ্যামকলঙ্কিনী রাধে, শ্যাম শ্যাম বলি কাঁদে,
কলঙ্কে ডরায় সে কি শ্যাম যার হৃদে হায়—
কেমনে সে শ্যামধন ভুলে গেল রাধিকায়।

(৪)

সখিরে সে শ্যামধন ভুলে গেল রাধিকায়,
ষোড়শ গোপিকা সাথে, হেরিব গোপিকানাথে,
গোপিকাবল্লভ বামে হেরিব সে কুবুজায়!
বাঁকার সে বাঁকা আঁখি, তেমনিই আছে নাকি,
মধুর মধুর ভাবে কুবুজার পানে চায়,
বারেক নয়ন ভরি, হেরিব প্রাণের হরি,
ডারিব এ ছার প্রাণ শ্যামের সে রাঙা পায়,
কেমনে ভুলেছে কালা পদাশ্রিত রাধিকায়।

—:০:—



শৈল-দেশে তিন দিন।

(১)

অস্ত যায় দিনমণি রক্তিম ছটায়,
চিকিমিকি ভাতিটুকু পল্লবে শোভন ;
ধূসর-বসনা সন্ধ্যা আসে পায় পায়,
সমুন্নত নত শৃঙ্গে নাচে ধেনুগণ।

(২)

একটানা ঝর ঝরে সলিল পতন,
শ্যামল সুঠাম তরু নিস্তব্ধ নিচল ;
প্রকৃতি সুন্দরী যেন ধ্যানস্থ মগন,
ব্যাকুল সে স্মৃতি তুলি মরমের জল।

(৩)

(ফিরি গৃহে)

সন্ধ্যাদীপে আলোকিত শোভিত মধুর,
পুরজন সুশোভিত আনন্দ আলয় ;
কোথা সে বিগত দিন প্রবাস সুদূর,
আজি কেন সে দিনে গো এত মনে হয়।

(৪)

(আর একদিন)

খর সূর্য্য জ্বলিতেছে মস্তক উপর,
নির্জন বিজন দেশ নিস্তব্ধ মধুর ;
অদূরে উন্নত শির ধবল শেখর,
কি রাগিনী বাজে হৃদে তোলে কিবা সুর।

(৫)

দূরে ছিল কুটিলতা মাখা এ সংসার,
শত বাধা টুটে ছিল বন্য জীব সম ;
সবুজ চাক্ষেত্রে নব শোভা চারি ধার,
স্বপন না সত্য, আজ ভ্রম হয় মম।

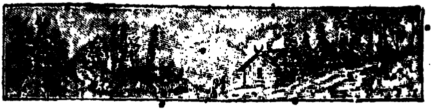
(৬)

(টাইগার হিলে আর একদিন)

তৃষায় পূরিত দিবা মধ্যাহ্ণ মধুর,
বিজন অরণ্য ঠাঁই, চরে মেষপাল ;
সঙ্গিগণ অগ্রগামী ছিল বহু দূর,
বন ফুল মিষ্ট হাসে কি সন্ধ্যা সকাল।

(৭)

প্রকৃতির মধু হাসি নির্জন কাননে,
বিমুগ্ধ মানস মন উধাও কেমন ;
আজ গৃহ-দুর্গে বসি পড়ে তাহা মনে,
বিশ্বরাজ ! ধরা তব মধুর মোহন।



দুষ্টু বিজু

(১)

দুষ্টুমিতে সরেস বড়, নিত্যি জ্বালায় বিজু বাবু,
পড়্তে গেলে কান্না আসে,
বই হারাবে মাসে মাসে,
এমন রোগের ওষুধ শুধু গরম গরম চাবুক-সাবু।

(২)

বরণটী তার দিব্য কাল, গোল মুখেতে ছোট্ট চোক,
ধূলায় ধূসর পায়ে কাদা,
অনিয়মে রোগকে সাধা,
এমন ছেলের নিন্দে করে, জগৎ জুড়ে সর্ব্ব লোক।

(৩)

পোড়্তে বসে পোড়্তে পারে, বোঝায় ও তার দিব্য মাথা।
বই হাতে মন ঘুড়ির পরে,
প্রাণটা শুধু নৃত্য করে,
লিখ্তে বোসে আনমনেতে, শতেক ভুলে ভরায় খাতা।

(৪)

'এমন ছেলের আদর কোথা, সবাই করে অনাদর,
বড় হ'য়ে কাঙ্গাল হবে,
পথের ধারে পড়ে রবে,
মূর্খ বোলে ঘৃণা ভরে কেউ চাবেনা মুখের পর।

(৫)

কৃপাময়ী ভারতি মা, নমি তোমার চরণ দুটী,
বিজুর মত ছেলের তরে,
কবি কেঁদে মানত করে,
পড়ার উপর মনটা পড়ুক, অলসতা যাউক ছুটি।

—:o:—

অমৃত-আলয়।

(১)

দগ্ধ ত্রিতাপতাপী হে সংসারি,
এস এ অমৃত-আলয়ে,
(হেথা) রাজে শান্তি, তৃপ্তি, সুখ, প্রেমানন্দ,
ভক্তি ও বৈরাগ্য ছয়ে।
যথা ব্রজধাম শ্যামমূর্তি বুকে,
বহিছে যমুনা কলধ্বনি মুখে,
ব্রজবাসীগণ আছে মনসুখে,
রাধাকৃষ্ণ জয় জয়ে—

* দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয় দর্শনে।

(হেথা) "তারিণী" "গঙ্গে" "রামকৃষ্ণ প্রভু"
উজলিয়া আছে ত্রমে।

(২)

বিমলা জাহ্নবী তুলিয়া উজান,
মধুর বহিয়ে যায়,
চুম্বিয়া চারু অমৃত-আলয়
জলধির পানে ধায়।
গোলাপ মল্লিকা করবী টগর,
জবা বেলা যূঁই কুসুমের থর,
রাজ্ঞী প্রকৃতি সাজায়ে বাসর,
বিহ্বল সাধনায়—
বিশ্বরাজন্ চৌদিকে ভরি,
(যেন) ধরা দেন আপনায়।

(৩)

প্রকৃতির কোলে রতন-প্রদীপ,
মন্দির মনোহর,
কৌমুদী-প্লাবিত নভো মধ্যভাগে
শোভে যথা শশধর;
তট চুম্বিত জাহ্নবীর নীর,
চুম্বিত তট মোহন-মন্দির,
দ্বাদশ মহেশ লিঙ্গশরীর,
সারি সারি শোভাকর,

অমৃত-আলয় কালিকার বাড়ী,
নমি সে দক্ষিণেশ্বর।

(৪)

বিস্তৃত প্রাঙ্গণ চারিভিতে ঘেরি,
মাঝে রাজে শ্রীমন্দির,
মন্দির মাঝারে নীল কাদম্বিনী,
মধুরূপ তারিণীর ;
রক্ত উৎপল চরণ কমল,
রসনা ওষ্ঠ বান্ধুলির দল,
অলঙ্কারে দেবী মধুর উজ্জ্বল,
মুকুটে শোভিত শির ;
লেখনিরে, তুই নারিবি ফোটাতে,
মধুরূপ জননীর।

(৫)

প্রস্তর-বেদী রজত পদ্মে
রজগিরি সংজ্ঞাহারা ;
উরসে নাচিছে ভ্রুকুটিহাসিনী,
মুক্তকুন্তলা তারা।
নরশিরে শিরে কণ্ঠে মালিকা,
অসি করে শ্যামা ক্ষুদ্র বালিকা,
রসনা চাপিয়া দশনে কালিকা
উন্মাদী উল্লাসী পারা,

ঊর্দ্ধমুখী শিবা দুভাগে লোলুপা
পিয়ার রুধির ধারা।

(৬)

কোমলা কঠিনা মধুময়ী ভীমা
মূরতি কি মনোহর,
ত্রিনয়ন-দীপ্তি, দানিতেছে তৃপ্তি,
মরি কি মধুরতর ;
(পদে) মরেনি মহেশ মৃত্যুঞ্জয় তাই,
শৈলজে ! পরাণে বড় ব্যাথা পাই,
পুনঃ মুখ হেরি সব ভুলে যাই,
পদ-শোভা দুঃখকর,
(বুঝি) মুগ্ধ ধ্যেয়ানে ভোলানাথ মরি,
(ধরি) চরণ উরস পর।

(৭)

প্রাঙ্গণ মাঝারে হেথা হোথা মুগ্ধ
অমৃত-আলয় মরি,
অনন্ত মাধুরী "শ্রীরাধামাধব",
রাজিছে শ্রীরূপ ধরি।
গলে বনমালা তিলক শোভন,
নবঘন শ্যাম মুরলীবদন,
ত্রিভঙ্গিমঠাম গোপিনীরঞ্জন,
আঁকা বাঁকা পদতরী—

হে ভব-নাবিক! ভব সিন্ধুপারে,
পদতরী দিও হরি!

(৮)

প্রাঙ্গণ-বুকে শান্তিময় গেহে;
"রামকৃষ্ণ" প্রাণারাম,
দুভাগেতে দুটী সমযোগ্যমণি,
"শ্রীরাম" "নরেন্দ্র"ঠাম
উপাধানে মধু মুগ্ধকরীরূপ,
প্রাণারাম প্রভু ধ্যানমগ্ন চুপ,
দীনবেশী নাথ ভক্তপ্রাণ ভূপ,
জপে ভক্ত মধুনাম,
মধুময় নাথ, মধুময় প্রাণে,
রাজিলেন মধুধাম।

(৯)

ভকত চাতক তৃপ্তিসাধন,
"রামকৃষ্ণ" প্রেমার্ণব,
মধুময় স্থানে, মধুময় প্রাণে,
মধুময় হোলো সব।
(যবে) জাহ্নবীর ঘাটে আকুল ক্রন্দন,
(পরে) মন্দির মাঝারে তারার পূজন,
পঞ্চবটী বনে শ্যামার সাধন,
মুখে "মা তারিণী" রব,

(তুমি) প্রেম অবতার, দয়ার্ণব নাথ,
গোলোকের শ্রীমাধব!

(১০)

মধু পঞ্চবটী শান্তির আলয়,
পল্লবে অনিল বয়,
মুখরিত কভু বিহগের সুরে,
(কভু) নিঝুম মধুময়।
শ্যামল-সুন্দর কি শোভা তরুর,
শাখা প্রশাখায় ঝুলেছে প্রচুর,
ঢাকিয়া রেখেছে বেদীটি বিভুর,
ভাবে ভরি সদা রয়,
জয় "মা তারিণী" জয় "রামকৃষ্ণ"
"রাণী রাসমণি" জয়।

(১১)

বিল্বতরু তলে সাধনার সিদ্ধি,
মহাতীর্থ শোভামান,
শান্তি পবিত্রতা আবাহন ছাড়ে,
তোষে ভক্ত তৃষি-প্রাণ
নিঝুম ঘোর রজনীর কোলে,
সাধনায় প্রভু মধু মা মা বোলে,
বিশ্বজননীর প্রাণ গেল গোলে,
মহাতীর্থ দেবোদ্যান—

মহালীলাস্থল নীরবে গাহিছে,
অতীত-মধুর গান।

(১২)

শৈশব উষা হারায়েছে কবি,
বাল্য প্রভাত গিয়েছে,
প্রখর মধ্যাহ্ন যৌবন দিবা,
গ্রাসিয়া বদন খেয়েছে,
প্রবল প্রতাপী ছয়টি কুলোক,
আছে দেহে মোর ছটি ছিনে জোঁক,
মায়া বাসনায় ঢাকা দুটি চোক,
অলসতা মোরে পেয়েছে,
মন বীণে মোর চিরতরে বুঝি,
বিষাদ রাগিণী গেয়েছে।

(১৩)

অলসতা দাও ছোটায়ে আমার,
দীপ্তি দাও মোর চোকে,
ধৈর্য্যশক্তি দাও হৃদয়ে আমার,
খসাই ছয়টি জোঁকে।
সহি কত জ্বালা ভস্মীভূত প্রাণ,
জ্বলিতেছি নাথ পড়িয়া কুস্থান,
এ সংসার-গেহ বিষের সমান,
ভেঙ্গেছে হৃদয় শোকে,

জ্বোলে পুড়ে নাথ, হোয়েছি উদাস,
শ্রীচরণে রাখ মোকে।

—:০:—

নারায়ণ।

(১)

হৃদয় রতন সুন্দর,
কোথা হে আমার. শোভার আধার,
জগত-জীবন ঈশ্বর !
এস প্রেমময়, উন্মুক্ত হৃদয়,
পূরাও আমার কামনা,
আজি মধুময় সাঁজে, মরমের মাঝে,
জাগিছে আকুল কামনা।

(২)

আকুল জীবন, এস নারায়ণ,
জুড়াইব পদ-ছায়াতে,
তোমাময় ধরা, তব রূপে ভরা,
তুমি প্রকাশ ওরূপ আমাতে।
অধম বলিয়ে, চরণে দলিয়ে,
ফাঁকি দিয়ে মোরে পালাবে?
তব মধু হাসি, কুসুমে প্রকাশি,
কোথা তুমি নাথ! লুকাবে?

(৩)

নভঃপরে শোভে, প্রাণ মন লোভে,
সুমধুর বিধুবদন;
তব কণ্ঠ মরি, তটিনী লহরী,
জুড়াইয়ে দেয় শ্রবণ,
মধু রূপ রাশি, অরুণে বিকাশি,
আলোকিত করে ভুবনে,
মৃদু মধু বায়, আদর জানায়,
(তুমি) নিরদয় হবে কেমনি ?

(৪)

ঝুরু ঝুরু ঝুর, মরি কি মধুর,
কাঁপায় তরুর পল্লব,
তব হৃদিতল, ফুল পরিমল,
অনুমানি হৃদিবল্লভ।
এস হে আমার, হিয়ার মাঝার,
(আমি) জানিনা ভজন পূজন,
করুণা-নয়নে, হের অভাজনে,
এস হৃদে হৃদিরঞ্জন।



শশ্মান।

(১)

জীব ! হওরে চেতন ;—,
লীলাশেষে লীন চারু কান্তি মনোহর
প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ-উপাধান চিতাপর,
অতীব আত্মীয় যেই, দহিবে অধর,
অনিত্য সাজান প'ড়ে রবে খেলাঘর,
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ !

(২)

জীব ! হওরে চেতন ;—
"বল হরি হরিবোল" কি ভীষণ রবে,
শুষ্ক রসনায় ডাকে ভীমকণ্ঠে সবে,
স্বজনের স্কন্ধে উঠি চ'লে যাবে যবে,
এ শ্মশান-যাত্রা করি ফিরিল কে কবে ?
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ !

(৩)

জাব ! ইওরে চেতন ;—
অশ্রু উড়ে হয় হায় বিশুষ্ক নয়ন,

উদ্বেলিত নহে হিয়া, স্তম্ভিত কেমন,
অথবা অজ্ঞানে ফোটে প্রলাপ কথন,
জননীর কোলে যেথা মোরেছে নন্দন।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(৪)

জীব! হওরে চেতন;—
নহে লজ্জাবতী লতা মধু সুষমায়,
উন্মাদিনী আত্মহারা অভাগিনী হায়,
যবে প্রিয়পতি লয় অনন্ত বিদায়,
দৃশ্য কি ভীষণ, ওহো ফোটেনা ভাষায়।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(৫)

জীব! হওরে চেতন;—
অনিত্য এ ভব-ক্ষেত্রে ফসল করম্,
ফলাও জীবন হালে পবিত্র ধরম্,
আসে যবে মানবের জীবনে চরম্,
পুণ্য কাজ পুঁজী তার ঔষধী পরম।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(৬)

জীব! হওরে চেতন;—
মৃত্যু শুধু অজ্ঞ অন্ধ আঁখির ধারণা,
দেহ-ত্যাগে হয় নব দেহ সুরচনা,

মানবের পাপ মোহে শুধু আনাগোনা,
রসসিন্ধু সে রসিকে রস'না রসনা।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(৭)

জীব! হওরে চেতন ;—
ধরাধরি হ'য়ে যাবে, হবে চেনাচেনি,
অন্তর মাঝারে মম বিরাজিত যিনি,
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিয়া উঠিবেন তিনি,
ঐহিক আত্মায় লও পরমাত্মা কিনি।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ।

(৮)

জীব! হওরে চেতন ;—
অনিত্য সংসারে ডাক সত্যসনাতন,
ডাক' ভরি কণ্ঠ, ডাক মজাইয়ে মন,
ডাকেতে উঠিবে টলি তাঁর সিংহাসন.
বদন ভরিয়ে বল জয় জনার্দ্দন।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(৯)

জীব! হওরে চেতন ;-
কুসুমিত লতিকার প্রণয়-বন্ধন,
হাসিমাখা মুখে খর রিপুর তাড়ন,
তার মাঝে থেকে স্মর ব্রহ্ম সনাতন,

গ্রাসিবে দারুণ কাল কি জানি কখন।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(১০)

জীব! হওরে চেতন ;—
সুকুমার কুমারের স্নেহমাখা টান,
মায়ার সে দৃঢ় ফাঁস চাঁদমুখ খান,
চুমি মুখ হুঁসিয়ার, কর নাম গান,
কি জানি কখন কাল গ্রাসিবে সে প্রাণ।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(১১)

জীব! হওরে চেতন ;—
শিক্ষা দীক্ষা গুরু তুমি, হে মহাশ্মশান,
একরাশ ভস্ম হবে হেন দেহখান,
চিতাবুকে মিশে যাবে ছুটিলে পরাণ,
অনিত্য সংসারে সার বিভু গুণগান।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ!

(১২)

জীব! হওরে চেতন ;—
হরিবোল গোবিন্দ, মাধব হরিবোল,
হরিবোল গায়ত্রী জপিয়ে সুধা তোল,
হরি হরি বোল মুখে, হরি হরি বোল,

হরিবোল সার বোল, আর সব ভোল।
বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ নমঃ নারায়ণ।

—:০:—

বাসনা।

(১)

ভৈরবী জাহ্নবী ভাদ্রে ভীষণারূপিণী,
উচ্ছ্বসিত রাঙ্গাজল,
যেন হাসি খল খল,
সন্ সন্ সমীরণে নাচে উন্মাদিনী,
আমিও সাজিব গঙ্গে, অমনি যোগিনী।

(২০)

পরিব গেরুয়া বাস,
প্রজ্জ্বলিত চিতাকাশ,
অকূলে ভাসাব তরী তাহে একাকিনী,
চপলা ভ্রুকুটি হাসে অমার যামিনী।

(৩)

শঙ্কা না রহিবে বুকে,
লজ্জা না রহিবে মুখে,
ভীষণে মিশিয়া হব ভীষণা রঙ্গিনী,
তরঙ্গে তরীর পর ভীমা উল্লাসিনী।

(৪)

ভূকম্পে বসুধা টলে,
তীরে তরু বজ্র জ্বলে,
তরীবুকে নাচে হিয়া, একাকী কামিনী,
উল্লাসে উছলে গঙ্গা দুকূলপ্লাবিনী।

(৫)

উঠিবে তরীর পর,
কালান্তক বিষধর,
কলেবর জড়াইয়ে গর্জ্জে আমা জিনি,
গঙ্গাবক্ষে অমা-রাতে ভুজঙ্গ বন্দিনী।

(৬)

প্রচণ্ড বহিবে ঝড়,
কড় কড় কড় কড়,
পড়ে পড়ে অগ্নিময় ভীষণ অশনি,
বুকে সর্প, টুপ করে ডুবিবে তরণী।

(৭)

বোসেছি এ যাত্রা করি,
মেলেনি সাধের "তরী",
হরি হরি, এ বাসনা পোরে অভাগিনী,
কত দিবা এল গেল কত নিশিথিনী।

(৮)

এ মরতে এ ভূলোকে,
কোথা কে তরাবে মোকে,

উদ্যোগ করিয়া দিবে, হব আহ্লাদিনী,
সবই তব ইচ্ছাধীন কালী কপালিনী।

ভবার্ণবে।

(১)

আকুল বিষাদ ঘূর্ণিপাকে,
ডুবলো তারা মনতরী,
ত্রিনয়নী তিন চোকে চা,
বস্‌না এসে কর্ণ ধরি।

(২)

পঞ্চ রিপুর মস্‌লা দিয়ে,
তৈ'রি করা এ দেহ না,
ভাসিয়েছ এ ভবার্ণবে,
তরে যাব পেলে ও পা।

(৩)

পঞ্চভূতের তরী আমার,
মিশ্‌বে কবে পঞ্চভূতে,
(তবে) আসা ভাসা সার হবে কি?
কল্লি কি মা কৈলাসতে'।

(৪)

ডাগর ভবের সাগর মাগো,
খরতর টাম তুফানে,

লক্ষ্যটা মোর স্থির করো মা,
"ধ্রুবতারা" তোমার পানে।

(৫)

তরঙ্গময় সাগর বেয়ে,
পড়্‌বো গিয়ে ক্ষীরোদ হ্রদে,
দিবানিশি ভাস্‌ব সুখে,
তোল্‌ তারিণি অভয় পদে।

(৬)

রাঙ্গা-কমল চরণ তোমার,
শম্ভুনাথের উরসরে,
দাও তারিণি! "রাঙ্গাকমল",
আমার মন মধুকরে।

(৭)

মনমাতানি, মাতাও মানস,
মজাও মজি তোমার প্রেমে,
টান দে রাণি! জ্ঞান-রজ্জুতে,
উঠি, যেন যাইনা নেমে।

(৮)

অট্টহাসি হেসে এস,
ত্রিনয়নী বরাভয়া,
জগৎমাতা ব্রহ্মময়ি!
জীবের প্রতি অসীম দয়া।

(৯)

লোলরসনা দিগম্বরী,
মুণ্ডমালা বিভূষিতা,
মহামায়া মা তারিণী,
ত্রিজগতের মনোনীতা।

(১০)

ভবার্ণবে ভেসে চলি—
মা গো, তুমি তোলো এসে,
অবিদ্যার এ অশ্রু মুছি,
প্রেমানন্দে উঠি হেসে।



চিন্তামণি।

(১)

অজ্ঞানতা-জালে জীব অন্ধ অনুক্ষণ,
ভুলে থাকে গম্যস্থান কি মোহে মগন ;
মায়ার খেলায় ভোর নাহিক বিশ্রাম,
ভোগ্য-দ্রব্যে সদা প্রীতি, তৃষা অবিরাম।

(২)

মরীচিকা সম ভোগ্য-বস্তু যে ধাঁধিছে,
মৃগ মৃগী সম জীব তাহাতে মরিছে ;
সজাগ দেহেতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রবল,
অবিদ্যায় শোক তাপ ভুঞ্জে অবিরল।

(৩)

চিনি বালি সংমিশ্রণে অসারেতে সার,
পেতেছেন মহামায়া এ ভব সংসার,
রহস্যময়ীর খেলা নহেত সরল,
জটিল যন্ত্রণাময় বড় কোলাহল।

(৪)

অন্তরে কোথায় গুপ্ত চিন্ময় সুন্দর,
রাজিছেন এক ব্রহ্ম সবার ভিতর,
এক ব্রহ্ম পরমাত্মা অসংখ্য খণ্ডেতে,
রাজিছেন মূর্ত্তিভেদে মানবে পশুতে।

(৫)

চৈতন্য স্বরূপ আমি, আমিই অজ্ঞান,
পরমাত্মা প্রাণ মম, জীবাত্মা প্রমীণ
রমণীয় দৃশ্য আছে আমার ভিতর,
শুক্তি মাঝে গুপ্ত যথা মুকুতা সুন্দর।

(৬)

মতান্তর নানা মত ধাঁধিছে সবায়,
পাপ পুণ্য বুঝে উঠা হেথা বড় দায়,
গুরুবাক্য পন্থা মাত্র, বিশ্বাস সহায়,
আত্মজ্ঞান বিনা বুল, কেবা মুক্তি পায়!

(৭)

গুরু বলে সুসন্ধান, আত্ম বলে লাভ,
দেন গুরু বুঝাইয়া জলপূর্ণ "ডাব"
জ্ঞান অস্ত্রে ভেদি তাহে, লভ মধুরতা,
হ' মন! মনের মত ত্যজ অলসতা।

(৮)

সাধি তোরি পায়ে মন, ত্যজ অজ্ঞানতা,
বিবেকের পথে রহ, ত্যজ দুর্ব্বলতা,
কাদা-লিপ্ত মর্ম্ম কূপে পরমাত্মা মণি,
রে কাঙ্গাল! সে ধনেতে হ'রে মহাধনী।

(৯)

বিষয় বৈভব সে যে অনন্ত অক্ষয়,
ব্যবধান ভ্রম ঘুচে হবি ব্রহ্মময়,
ত্রিতাপ সংসার-তাপ যাবে তোর ঘুচে,
লভ মণি ভক্তি জ্ঞান,—ধুয়ে চিনে মুছে।

(১০)

জীবাত্মা জড়িত আমি চৈতন্যস্বরূপ,
আমি দীন ঋণী-প্রজা, আমিই-তংভূপ,
মহাভুল—ভুলে মূলে ধরিতে না পারি,
ভুলে ভেসে মায়া মোহে হেরি ভববারি।

(১১)

জীবনের কূল ব্রহ্ম, তিনি পারাবার,
সে কূলে ঠেকিলে বল কিবা চিন্তা আর?
চিন্তামণি মণি চিন্তা, শুধু চিন্তা "মণি,"
চিন্তিয়ে পাইলে মণি, হবি মহাধনী।

(১২)

সে ধনে নিবৃত্তি, শান্তি, স্থিতি, সম্মিলন,
ঘুচে যাবে ব্যবধান এ দেহ-বন্ধন,
জ্ঞান-যোগে লভ মণি ত্যজ অজ্ঞানতা,
ঘুচে যাক সে আলোকে দুঃখ মলিনতা।

(১৩)

জীবাত্মা জড়ায়ে এসে পরমাত্মা ধন,
ভব-হাটে কোলাহলে খেলে অনুক্ষণ,
কে তুমি? জ্ঞানের আঁখি মেল একবার,
ঘুচে যাবে আমি তুমি, হবে একাকার।

স্বপ্ন-মন্দির।

(১)

মধুর মোহন মরি বরষার নিশি,
চমকি বিজলী যায় জলদেতে মিশি,
ঝিমি ঝিমি, ঝুম্ ঝুম্,
ভরা বাদলের ধুম,
প্রকৃতি মাধুরী-লীলা হেরে দুনয়ন,
উপাধানে তৃপ্তমনে করিনু শয়ন।

(২)

নিঝুম নীরবে আসি আচ্ছন্নের তীরে,
সুষুপ্তির কোলে উঠি স্বপন-মন্দিরে,
অঘোরে ঘুমায়ে থাকি,
ফুটিল মরমে আঁখি,
দেখিনু মধুর এক "কুসুম-সহর"—
ফুলে ফুলে ফুলময়, বড় মনোহর।

(৩)

কুসুম পাহাড় শোভে, পরাগ তটিনী,
গোলাপী গোলাপ-ধূলি অতি সুশোভিনী,
মোহিত বিহ্বল মন,
বসি রই বহুক্ষণ,
অলিকুল গুঞ্জরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ধায়,
তাদেরি কুসুম-রাজ্য বিরাজে তথায়।

(৪)

অলি মধুমক্ষিগুলি মোরে নিরখিয়ে,
পাপিয়া বিহগিটিকে এল সনে নিয়ে,
ঝঙ্কারিয়ে সুমধুর,
পাপিয়ার মধু সুর,
সুধায়—"কেমনে তুমি আসিলে হেথায় ?"
কহিনু—"কি জানি, কেবা আনিল আমায়।

(৫)

হাসিয়া বিহগি "পিয়া" অতি সমাদরে,
"এস সহচরি !" বলি দুবাহু প্রসারে,
লইল হৃদয়ে টানি,
চকোরী হইনু মানি,
পরে, করে ধ'রে লয়ে চলে সযতনে,
মধুর সুষমা-ভরা কুসুম ভবনে।

(৬)

সে দেশ সৌন্দর্য্যময়, চিত্ত বিনোদন,
দীনাহীনা বেশ মম বিশুষ্ক বদন ;
পরাগের সরোবরে,
অবগাহি কলেবরে,
দিল পিয়া ফুলমধু করিনু সেবন,
পিয়ে মধু, প্রাণ মন মোহিল কেমন।

(৭)

করে ধরি লয়ে চলে সোহাগী পাপিয়া,
উপনীতা মন্ত্রিপদে দোঁহেতে আসিয়া,
"বসন্ত" পাপিয়া পতি,
সেনাপতি হর্ষমতি,
প্রণমি মেহারি তাঁর ফুল্ল প্রাণ মন,
বসিতে পাইনু এক কুসুম আসন!

(৮)

পিয়া গিয়া বসন্তের দুটী করে ধরি,
চুপি চুপি বলিল কি পুলকেতে ভরি,
পরক্ষণে সেনাপতি,
সুকোমল স্বরে অতি,
মম পরিচয় চান মধুর হাসিয়ে,
দাঁড়াল পাপিয়া রাণী নিকটে আসিয়ে।

(৯)

"কেমনে আসিলে তুমি স্বপন লহরে ?"
সুধালেন সেনাপতি সুমধুর স্বরে ;—
"সংসার ফেলিয়ে আস,
কারে সেথা ভালবাস,
সংসারে কে তব প্রিয় আপনার জন ?
পরিচয় প্রদানিয়ে তৃপ্ত কর মন।"

(১০)

প্রণমি কহিনু,—আর যাবনা তথায়,
সেথা কই ? কেহ ভাল বাসেনা আমায়,
সুকঠিন সে সংসার,
বাস করা বড় ভার,
জরা, মরা ভরা ধরা অসার কেমন,
মাত্র তথা আছে মোর কুমার রতন।

(১১)

নিতান্ত অসার—মিছে সংসার প্রবাস,
পড়েছে গলায় এক মায়া-নাগপাশ
দারুণ দায়িত্ব ভার,
কর্ত্তব্যের গুরুভার,
আমার মস্তকোপরি করিয়া অর্পণ,
পশিল মরণ-রাজ্যে জীব এক জন।

(১২)

অসার অনিত্য দেহ করিল লুণ্ঠন,
আপনি স্বেচ্ছায় দান না করে গ্রহণ ;
পরিণয়ে পরিণাম,
মহা শূন্য ভোগধাম,
ঐহিক সংসারে নাই আমার আলয়,
জ্ঞানী গুণী সুখী হোক্ বালক তনয়।

(১৩)

"তথাস্তু" বলিয়া মন্ত্রী করেন প্রস্থান,
পিয়া-রাণী সনে চলি প্রফুল্ল বয়ান ;
মালতী ফোয়ারা ওঠে,
মধুর সুবাস ছোটে,
ফুল ফোয়ারার তলে আসিয়া বসিনু,
এক রাশ ফুল্ল ফুল চয়ন করিনু।

(১৪)

গাঁথিনু মালিকা এক মনোমত করি,
হাসিয়া সুধালে মোরে কুসুম সুন্দরী,
"রচিলে কাহার তরে,
যতনে সোহাগ ভরে,
কার গলে দিবে তুলে জানিতে মনন,"
কহিলাম—"সাধে গাঁথি, জানিনা কারণ।"

(১৫)

ধীরে চলিলাম উঠে ভবন ভিতরে,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি বিমোহিত করে
তমালে জড়িত লতি,
হাসে তায় ফুল-সতী,
মধুর মধুর বয় বসন্ত মলয় ;
আনন্দ মঙ্গলপূর্ণ কুসুম আলয়।

(১৬)

শোভা হেরি ধীরে চলি আবেশেতে ভরি,
বারে বার অনুমানি—হয়েছি চকোরী ;
ভবন ঘুরিয়া শেষে,
ফুল-গেহ মাঝে এসে,
বিস্ময়ে হরষে যেন হইনু কেমন ;
ধীরে ধীরে মুদিলাম যুগল নয়ন।

(১৭)

ধরেনা নয়নে শোভা, ধরেনা হিয়ায়,
কুসুম-পর্য্যঙ্কে "চন্দ্র" অঘোরে ঘুমায় ;
ঘুমন্ত শশাঙ্ক রাজ,
বিহ্বল নিরখি আজ,
ফুলরাজ্যে "রাজা চাঁদ" মধুর মোহন,
ঘুমন্ত চাঁদের রূপে ভরেছে ভবন।

(১৮)

বিহ্বল হরষে ফুল্ল তৃপ্ত প্রাণ মন,
নিরখি সকল মম বাসনা পূরণ,
সোহাগে কুসুম হার,
পরানু গলেতে তাঁর,
চন্দ্র পদতলে বসি হইনু শীতল,
অনিমেষে হেরে আঁখি শ্রীমুখকমল।

(১৯)

গর্জ্জিল জীমুত তথা বাঁশরীর সুর,
যূথিকা ফুলের বৃষ্টি হল ঝুর্ ঝুর্;
নীরবে একাকী চুপে,
মোহিত বিহ্বল রূপে,
মনে ওঠে ধীরে ধীরে বাল্য-পরিণয়,
বহু অনুরোধে মালা যেচে কে সে লয়!

(২০)

বাসনা-বিমুক্ত প্রাণ শুধু রূপে ভোর,
মালিকা দিলাম চাঁদে করিয়া আদর;
বসিনু শীতল হয়ে,
দেখি রূপ রোয়ে রোয়ে,
কহিলাম নিজ মনে—"ঘুমন্ত রাজন্!
মালতীর মালা ধর সখে নারায়ণ!"

(২১)

নির্জীব মার্জ্জার এক করুণ-ক্রন্দন,
ছোটালে সে স্বপ্ন-রাজ্য ফোটালে নয়ন;
ত্যজি তবে উপাধানে,
বোসে ভাবি ভগ্ন প্রাণে,
ধীরে ধীরে মনে ওঠে কুসুম-সহর,
পাপিয়া, বসন্ত, চাঁদ,—কাঁদিনু বিস্তর।

(২২)

হৃদি-তম-নাশ-কারী হে চন্দ্র রাজন্!
রামকৃষ্ণ প্রাণারাম, সখে নারায়ণ!
স্বপনে চরণে বসি,
শীতল হয়েছি শশী,
চির-তৃপ্ত কর নাথ রাখি শ্রীচরণে;
তুমি "হৃদি-রাজা" হৃদে আছ সংগোপনে।

(২৩)

বিবেক—বসন্ত মন্ত্রী, শান্তি সে পাপিয়া,
মধুপ-গুঞ্জন—প্রেম, অশান্তি-নাশিয়া,
নিদ্রা—সব বিস্মরণ,
স্বপ্ন সে নবজীবন,
চিত্ত-প্রফুল্লতা লাভ—কুসুম-সহর;
ফোয়ারা সে বীজমন্ত্রে মালা মনোহর।

(২৪)

ভবন ঘুরিয়া শেষে কুসুমের গেহ,
রিপুগুলি নিস্তেজিয়া সূক্ষ্ম শুদ্ধ দেহ ;
ঘুমন্ত সে রাজা চাঁদ,
ইষ্টদেব দেখা সাধ,
যোগনিদ্রা গত মম প্রাণ নারায়ণ,
স্বপন কল্পনা-ছবি মসিতে অঙ্কন।

আবাহন।

(১)

এস মহিশমর্দ্দিনী কৈলাসবাসিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী শিবানি;
এস আনন্দ-আননী বিশ্বজননী,
শান্তিদায়িনী ভবানি !

(২)

এস ব্রহ্ম সনাতনী শঙ্করী শৈলজে,
মধুর মন্দ-হাসিনী,
এস মধুময়ী উমা হর মনোমোহিনী,
এস মা সিংহবাহিনি !

(৩)

এস শ্যামল কোমল উরস পাতিয়ে,
অর্চ্চিছে তোমায় ধরণী,
এস সেফালি কমল অপরাজিতায়,
ভূষিবে তোমায় জননি !

(৪)

এস শশাঙ্ক উজলি হাসে ভূরি ভূরি,
পিককণ্ঠে মধুরাগিণী,
এস এস মা শারদে সুহাসি বিমলে,
এস মা শঙ্করভামিনি !

(৫)

এস রাজরাজেশ্বরী সিংহবাহিনী,
দানব-দলনী দামিনী,
এস হেরম্ব কমলা ভারতী কার্ত্তিকে,
দুভাগ উজল শোভিনি !

(৬)

এস শারদী প্রভাতে মঙ্গল-রাগিণী,
তুলিছে সানাই সুধ্বনি,
এস সোনার কৈলাসে চিন্ময়ী বিমলে,
এস মা মৃণ্ময়ী ধরণী।

(৭)

এস ষড়্‌পদ্মে রাজ' অভয়ে শারদে,
মানসেতে মনোমোহিনী,
এস বক্ষে চক্ষে মিলি হোক একাকার,
রাজগো ত্রিদিবা যামিনী।

(৮)

এস সারাটা বরষ ঘুরে ফিরে এল,
এস মা আনন্দদায়িনি!
এস প্রাণ পুষ্পে তারা অর্পিব অঞ্জলি,
তুলে নিও বিশ্ব-জননি!



সংসার-সন্ন্যাস।

হে সংসারি! তুমি কার,
কে তব আপন?
মহামায়া ঘোরে শুধু,
দেখিছ স্বপন।
সুফলা ধরার বুকে,
বেঁধেছ সংসার,
দারা সুত সুতা লভি,
লও গুরুভার।
আলেয়ার আলো সম,
ধাঁধিছে নয়ন,
মায়া মোহ নাগপাশ,
করিছে বন্ধন।
কুমার কোমল কান্তি,
শশধর প্রায়,
ভবেশের মধুদান,
ছলিতে তোমায়।

রমণী—মোহিনী ভাবো,
ঘোর অবিদ্যায়—
তোমার অজ্ঞান-জালে,
ঘেরিল তোমায়।
প্রকৃতি অঙ্কেতে হোলে,
শৈশবে পালন,
যৌবনে আকৃতি ভেদে,
বিবাহ বন্ধন।
হে সংসারি! ঘৃণ্য নহ,
বড় তুমি দুঃখী,
নিত্যানন্দে কর লক্ষ্য,
হবে নিত্য-সুখী।
এ সংসার-ধর্ম্ম এ যে—
কঠোর মধুর,
ভীষণ পরীক্ষা-স্থল,
প্রেমিক বিভুর।
(ভাব) এ সংসারে কেন মেশে—
পুরুষে প্রকৃতি,
কেন বা বিবাহে হয়,
সংসারেতে ব্রতী।
সদাশিবে অন্নপূর্ণা,
লক্ষ্মী নারায়ণে,

সেই প্রেম, সেই ভাব,
সে স্মৃতি-বন্ধনে।
সংসারি! তোমার কার্য্য:—
বিধাতা আদেশ,
শোধ তব মহাঋণ,
কর্ত্তব্য অশেষ।
শুদ্ধমতি জায়া নারী,
রাণী সংসারের,
গুরু-সেবা দেবার্চ্চনা,
কার্য্য তাঁর ঢের।
অতিথির মাতা তিনি,
ভাণ্ডার দয়ার,
অতিথি সংসারী-অন্নে,
মুষ্টি অংশীদার।
অন্নপূর্ণা সম নারী,
নর সদাশিব,
হেন কর্ত্তব্যতে বদ্ধ,
এ সংসারী জীব।
কর্ত্তব্য সাধিয়া চল,
কি ভয় তোমার,
তব মুক্তি সুবিচার,
হাতে বিধাতার॥

সন্ন্যাসি!

সংসার আকরে "রত্ন,"
হে যোগী-সন্ন্যাসি!
লভে শান্তি সংসারীরা,
পদতলে আসি।
মূর্ত্তি তব শিবময়,
বাক্য সুমঙ্গল,
সংসারীর লক্ষ্য-শান্তি,
উন্নতি সম্বল।
দয়াময় সাধু-মূর্ত্তি,
ব্যক্ত ভগবান,
তপস্যায় রহে ধরা,
জীবের পরাণ।
সংসারেতে বহু তাপ,
নিত্য কোলাহল,
বিষয় জড়িত চিত্ত,
সদাই চঞ্চল।
দেহভরা রিপু গোল,
বিবেকেতে নাশি,
হে সুধীর জ্ঞানময়,
হয়েছ সন্ন্যাসী।

সংসারে সামান্য গোল,
গেল দেহ মনে,
কাঞ্চনে জড়তা রাজে,
আসক্তি জীবনে।
এ শত্রু শরীর সনে,
মিত্রতা বন্ধন,
জ্ঞানালোকে হোয়ে গেল,
অবিদ্যা ভঞ্জন।
হে সন্ন্যাসি! পূর্ণব্রহ্ম!
সজীব ঈশ্বর!
ভক্তি ভরে বার বার,
নমি পদ পর।
সংসারে উৎপত্তি তব,
রত্ন কহিনুর,
পবিত্র মধুর দান,
প্রেমিক বিভুর।
(আগে) ছিলনাক জটাভার,
জ্ঞান ত্রিনয়ন-
ছিলনাক বেদবাক্য;
স্থির পদ্মাসন!
সাধুর দয়ায় মুক্তি,
মাত্র সংসারীর,

সাধু ভগবান পাশে,
নত রবে শির।
সংসারী সন্ন্যাসী সনে,
হোলে সম্মিলিত,
ধর্ম্মের সংসার তাহে,
হইবে গঠিত।

প্রেম-উন্মাদী।

(১)

দিগ্বসনা শোন্ বাসনা,
আমায় পাগল ক'রে তোল,
আমি দিবানিশি বোকে মরি,
হরি হরি হরিবোল।
কাজ কি তারা দিব্যজ্ঞানে,
নানা মতে ধাঁধা আনে,
আমি সব ভুলে গে' পাগলী হব,
কোর্‌ব স্নুধু গণ্ডগোল,
ছড়িয়ে দিব পথে ঘাটে,
মধুর হরিনামের রোল।

(২)

কাশ্য-কুমারিকা হোতে
　　ঘুর্‌বো হিমালয়ের কোল;
মাখ্‌ব গায়ে পথের ধুলি,
লজ্জা ঘৃণা যাব ভুলি,
পাগ্‌লী হোয়ে কাটিয়ে লব
　　সমাজের এ নীতি-বোল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাব—
　　মিটে যাবে সর্ব্ব গোল।

(৩)

কেশে জটা ধর্‌বে আমার,
　　থাক্‌বেনাক আঁটাআঁটি,
শুষ্ক হবে দেহখানা,
ঘুচে যাবে বাবুয়ানা,
গাছের তলে দিন কাটাব,
　　মাটিই আমার শিতলপাটী।

(৪)

পাগল-প্রিয় বালকগুলি
　　সবাই আমার ধোর্‌বে ছেকে,
করে তালি দিয়ে মরি,
আমার বোলে বোল্‌বে "হরি",
হরি হরি মহা গোলে,
　　আস্‌বে হরি গোলোক থেকে।

(৫)

ভুলে যাব ভাষার এমন
নানা রকম বাঁধন-ছাঁদন,
শুধু দুটি অক্ষরেতে,
মিশিয়ে আমি রব মেতে,
বিস্মৃতি দে মহামায়া !
ভোলাও মায়া-মোহের বদন।

(৬)

পূজার মন্ত্র, গম্ভীরতা,
পরবোনাক আমি তারা !
নাক টিপে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে,
গৃহ-গোলে শ্রবণ ছোটে,
জোর কোরে মন হয়নাক বশ,
আছি হোয়ে তোমা-হারা।

(৭)

অস্তে চলে আয়ুঃ তপন,
ভাঙ্‌বে কবে দেহ-কারা,
আবার নূতন কারায় পূরে,
পাঠিয়ে দেবে এ সুদূরে,
ঐহিক অতৃপ্ততায় ফেলে,
কোর্‌বে আমায় কাঁদিয়ে সারা।

(৮)

এ জীবনে নামে পাগল—
প্রেমে আমার ঝরাও আঁখি ;
সব হরি, দাও অক্ষর দুটী,
ডাকি হোয়ে করপুটি,
বিশ্বমাঝে ঘুরে বেড়াই
পথের ধূলি অঙ্গে মাখি।

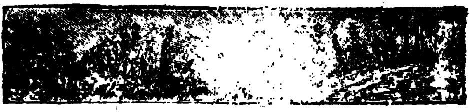
(৯)

আসে যেন শেষের দিনে,
ভিতর থেকে হরি-শমন,
দ্রবময়ীর শীতল নীরে,
দেহ ডুবে যাবে ধীরে,
হয়না যেন এ দেহখান্
সাজিয়ে চিতা তাহে দহন।

(১০)

সংসারেতে জ্যান্তে মরা,
দহন আমার হোয়ে আছে,
এ দেহটা ডুবিয়ে শেষে,
মিশুব তোমার পাদ-দেশে,
যা বলাও তাই তোমায় বলি,
সুবিচার মা, তোমার কাছে।

——:০:——



ঋণী-প্রজা।

(১)

আসে জীব ধরাবাসে ঋণে বদ্ধ হোয়ে,
তুই মন! ঋণী-প্রজা, দিন যায় বোয়ে;
রাজা মহারাজা সেই ব্রহ্ম পরাৎপর,
প্রাণাধার গুপ্ত মম হিয়ার ভিতর।

(২)

একাদশ ঋণে জীব বদ্ধ প্রভু পাশে,
শুধিতে—সঞ্চয়ে আসে এ মর্ত্ত্য প্রবাসে;
শোধে যেই এক ঋণ কর্ম্মক্ষেত্রে এসে,
মহাজন মোক্ষ দেন, ব্রহ্ম সনে মেশে।

(৩)

মহাজন সে দয়াল কত মধুময়,
এক ঋণ শুধিলেই জীব মুক্ত হয়;
ছাড়ি দশ, চান এক, প্রজাদের পাশে,
এমন দয়াল রাজা মম হৃদাকাশে।

(৪)

শ্রবণা, কীর্ত্তনা, সখ্য, অর্চ্চনা, সেবনা,
স্মরণ, বন্দনা, দাস্য, আত্মনিবেদনা,
তন্ময়া, কান্তা, এই শক্তি একাদশ,
শুধি ঋণ মোক্ষলাভ আনন্দ হরষ।

(৫)

সাক্ষ্য সব একাদশ শক্তিধরগণ,
দেখ মন, একে একে নম সে চরণ।
শ্রবণা-শক্তিতে মুক্ত রাজা পরীক্ষিত,
কীর্ত্তনায় শুকদেব মুক্ত হরষিত।

(৬)

সখ্য-শক্তি অর্জ্জুনের, পৃথুর অর্চ্চনা,
দেবী কমলার দেখ আসক্তি সেবনা;
স্মরণে শ্রীহরি লভে ভকত প্রহ্লাদ,
দাস্য-ভাবে হনু পায় পরম আহ্লাদ।

(৭)

আত্ম-নিবেদনা শক্তি সে বলিরাজার,
ভকত অক্রুর শুধু বন্দনে উদ্ধার;
তন্ময়া শক্তিতে র'ন নিজে মহেশ্বর,
কান্তা ভাব শ্রীরাধার ধুম মনোহর॥

(৮)

আশু মৃত্যু ব্রহ্মশাপে রাজা পরীক্ষিত,
ভারত শ্রবণে হন মুক্ত, হরষিত;
নাম-গুণ কীর্ত্তনেতে শুকদেব স্বামী,
অনন্তদেবের সনে শ্রীবৈকুণ্ঠ গামী।

(৯)

অর্জ্জুনের সখ্যে বদ্ধ জগতের পতি,
কুরুক্ষেত্রে রথোপরি শ্রীহরি সারথি;
পৃথুরাজ পান মুক্তি উৎসব পূজায়,
লক্ষ্মীর অনন্ত তৃপ্তি শ্রীপদ সেবায়।
ভকত প্রহ্লাদ মুক্ত সতত স্মরণে,
দাস হনু তৃপ্ত সদা শ্রীহরি সেবনে।

(১০)

হনুর সেবায় তুষ্ট হোয়ে ভগবান,
কন "হনু আয় তোরে মোক্ষ করি দান;"
হনু কয় "মোক্ষ কিবা?" কন প্রভু তবে,
"আমাতে মিশিয়ে যাবে, ভিন্ন নাহি রবে।"

(১১)

চিন্তিয়া কহিল হনু যোড় করি হাত,
"তাহোলে সেবিতে তোমা না পারিব নাথ!"
ধন্য দাস, ধন্য হনু, মধু সেবা হায়,
অনন্ত মধুর তৃপ্তি পেয়েছ সেবায়।

(১২)

ভজন পূজন হীন ভকত অক্রুর,
অবিরত জোড়পাণি "নমি হে ঠাকুর!"
হেন বন্দনায় তুষ্ট হন ভগবান,
আত্ম-নিবেদন করি বলি মুক্তি পান।

(১৩)

অনুক্ষণ মহাদেব আছেন তন্ময়,
নয়ন ভ্রূযুগ মাঝে স্থিরভাবে রয়;
কান্তা ভাব শ্রীরাধার, মধু হোতে মধু,
একাত্মা শ্রীহরি মরি প্রাণসখা, বঁধু।

(১৪)

একাদশ পদে ধরি মন আমার চল,
সুধা ত্যজি ভ্রমে তুমি লভ'না গরল
সংসারে প্রলাপ বকি হইছ কাতর;
চিন্ময় চৈতন্যে লভ হিয়ার ভিতর।

(১৫)

ব্রহ্ম কৃপা ব্রহ্ম কৃপা, ব্রহ্ম কৃপাবলে,
যদি এ লেখনী মন, কীর্ত্তনেতে চলে,
নমি তোমা ভগবান্ শুকদেব স্বামি!
এ মন পথিকে কর তব পথগামী।

(১৬)

কীৰ্ত্তনে মধুর গুণ, গুণসিন্ধুরাজে,
চিত্তপ্রসন্নতা লভি হেরি হৃদি-মাঝে,
ভক্তি মৰ্ম্ম-মন্দাকিনী মাঝে রত্ন লাভ,
যাবে বৃথা হাহাকার ঘুচিবে অভাব।

(১৭)

বিশ্ব ভরা ঋণী-প্রজা, আয় সবে আয়,
একাদশ পথে, মন যার যাতে যায়,
ঋণ মুক্তি, মহাধনী মুক্তি মোক্ষ ফলে,
নশ্বর এ দেহ রবে পড়ি ধরাতলে।



সুন্দর।

(১)

যোগাসনে নাথ! স্তিমিত নয়ন,
বিশ্ব মাঝারে বিশ্ব ভুলি,
ধরিয়া রেখেছে সমাধিস্থ ছবি,
শিষ্য-সৌভাগ্যের মধুর তুলি।

(২)

অন্তরে বাহিরে হেরিব তোমায়,
সুধীর সুপ্রেমী হৃদয়নিধি,
অশ্রুজলে জলে ধুয়ে গেছে কত,
সিংহাসন কর এ মম হৃদি।

(৩)

হৃদিপদ্মাসনে চিন্ময় সুন্দরে,
নেহারি রতন হইব স্থির,
অভ্যাসেতে যদি ঝরে ত ঝরিবে,
আনন্দ প্রেমেতে নয়ন-নীর।

(৪)

উল্লাসে উথলি মর্ম্ম-মন্দাকিনী,
ভাসাবে মধুর হৃদিপদ্মাসন,
রাজিবে সুন্দর চিণ্ময় মূরতি,
"রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম" মধুর মোহন।

(৫)

লীলার কারণ মূঢ় জীব পায়,
মায়া-ভরা দুটী আঁখি,
সংসারের লীলা সাঙ্গ রুচি নাই,
দু চোকে দেখিনু ফাঁকি।

(৬)

খোল খোল মন তৃতীয় নয়ন,
অসারে মজনা আর,
ভোগে মহা-ভোগ, এ অশান্তি রোগ,
কর্ম্মফল হাহাকার।

(৭)

ভোগে জন্ম মম, ভোগেতে পালিত,
ভোগেতে ধমনী বয়,
ত্যাগের রাগিণী ধর মন-বীণে,
ধীরে তোল তান লয়।

(৮)

মন!

ত্যাগ! কিবা ত্যাগ? ত্যাজ্য কি তোমার,
ত্যাজ্য শুধু অজ্ঞানতা,
অবিদ্যা আঁধারে অন্ধ মায়ামুগ্ধ,
ত্যাজ আমি তুমি (ভুল) কথা।

(৯)

"চিণ্মণি" জড়িত জীবাত্মা সকল,
মম প্রিয় প্রাণাধার,
এস বিশ্ববাসি! অসংখ্য বা এক,
আমি তুমি ভিন্নাকার।

(১০)

ভোগ? ভোগ কিবা? কিবা ভোগ্য মন!
ভোগ "রামকৃষ্ণব্রহ্ম" নাম
ভোগ নামামৃত উপভোগ সুখ,
চিত্ত স্থির প্রাণারাম।

(১১)

হে সুন্দর! আজি বসন্ত রজনী,
চন্দ্রকরোজ্জ্বলা ধরা,
নিঝুম নিঝুম শান্তিময় গেহ,
তব "চিত্রে" আলো করা।

(১২)

গুঞ্জে চরণে এ মন ভ্রমরী,
"প্রাণারাম কৃষ্ণ-নাম"
বসন্ত মলয় পূরিত ধরণী,
মধুময় বিশ্বধাম।

(১৩)

মধুর নিশীথে স্মরিয়া সুন্দরে,
চিত্ত-চকোর ভোর,
নিত্য ডাকিও আমারে সুন্দর,
খুলে নাও মোহ ডোর।

—:-০-:—

জলধি

(পুরীর-সমুদ্র-তীর।)

(১)

সীমা শূন্য নভঃ জল,
ধোঁয়াকার মেশামিশি,
বসেছি বালির বাঁধে,
নীলাম্ভ দেখার সাধে,
আঁধারে ডুবেছে চাঁদ,
পোহাল পোহাল নিশি।

(২)

হিমানী পৌষ রাতি,
কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকার,
পাশে যে সঙ্গিনী বালা,
তার ভবে ভ্যাস্তা পালা,
ঊর্দ্ধে নভঃ, সম্মুখেতে
গর্জ্জিতেছে পারাবার।

(৩)

গর্জ্জন তরঙ্গ ভঙ্গ,
ফেনপুঞ্জ তুলাকার,
বিরাম বিশ্রাম নাই,
অনিমেষে হেরি তাই,
দেখিতে দেখিতে দেখি,
আলোকিত চারিধার।

(৪)

জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষা ভাসে,
নীলিমা সাগর বুকে,
শিখীর কণ্ঠের রং,
তরঙ্গের ভাঙ্গা ঢং,
ফোটেনা সে ছবিখানি,
মসিতে লেখনী মুখে।

(৫)

মধু মধু ভাবময়,
নীলাম্বু জলধি মরি,
জল হোতে রাঙ্গা "রবি",
উঁকি দিল মধু ছবি,
(যেন) অতলের তল হতে,
ধীরে উঠে নভোপরি।

(৬)

আধখানি জলে ডোবা,
উদিত আধেকটুকু,
রমনীয় মধু শোভা,
মরি কিবা মনোলোভা,
সে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে তৃপ্ত,
নেহারি মোহিত বুক।

(৭)

মনোহর নীল জল,
গর্জ্জন তরঙ্গোচ্ছ্বাস,
এক ভাব দিন রাত,
কূলে ঘাত প্রতিঘাত,
নেহারি নীলাভ সিন্ধু,
মুখে নাহি স্মরে ভাষ।

(৮)

রত্নের ভাণ্ডার সিন্ধু,
রোয়েছে বালির বাঁধে,
অস্থায়ী অনিত্য ধন,
লোয়ে ব্যস্ত জীবগণ,
(তবু) প্রতি পলে মৃত্যু নরে,
আয় বোলে ডাকে সাধে।

(৯)

বিশ্বপতি মহারাজা,
ভবেশ করুণাধার!
কি শোভার "রাজধানী",
তোমার "বসুধা" খানি,
সাগর ভূধর বন,
সকলি সুষমাসার।

(১০)

এহেন সুন্দর রাজ্য,
সে রাজা কি মনোহর!
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ,
হে চির সুন্দর ভূপ,
ওহে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম,
প্রণমি চরণ'পর।

—:-০-:—

নীলাবরণ।

(পশ্চিম সিমুলতলা)

(১)

ক্ষুদ্রতম মরি উন্নত নত,
শিলাখণ্ড নীল ভাতিছে,
তদুপরি শ্যাম, তরুটী সুন্দর,
ক্ষুদ্র তরু শোভা দানিছে।

(২)

মধুর মন্দ হিমানী সমীর,
শূন্যে শূন্যে বহিছে,
ঝুরু ঝুরু সুরে, ক্ষীণা 'কাঠুরিয়া'*
বালুকাবাসিনী গাহিছে।

(৩)

বহু দূর গত ধুম্র গিরিশ্রেণী,
নভো ছুঁয়ে যেন রয়েছে,
নিরজন ঠাঁই, শান্তি রসভরা,
বিহগ-গীতিতে ভোরেছে।

---

* কাঠুরিয়া নদী।

(৪)

(যেন) প্রকৃতি রাণীর প্রিয় খেলা ঘর
এ "নীলাবরণ" ভাতিছে,
মধু সুষমায়, প্রীতি উছলয়,
ফিকি ফিকি রাণী হাসিছে।

(৫)

হিমানী হেমন্তে 'প্রমোদ' 'সুষমা'
'মালতী' এ তিন জনে,
ছুটাছুটি হাসি, মধু কোলাহলে,
রাজিল আনন্দ মনে।

(৬)

আনন্দেতে নাম লেখে শীলা-গায়,
'সুষমা' চপলমতি,
ক্ষীণা কাঠুরিয়া, ছেনি জল খেয়ে,
ফিরিনু হরষে অতি।

(৭)

সুন্দর বিশ্বের না জানি কতই,
মধুময় বিশ্বপতি,
ভক্তিভরে নাথ, শত প্রণিপাত,
পদে রাখ এ "মালতী"।

—০—

আনন্দযাত্রা।

(৺গঙ্গাসাগর)

(১)

গৃহ-দুর্গে বদ্ধা সদা 'প্রমোদ'* 'মালতী,'
ঝালাপালা হোয়ে ভাবে শমন সুন্দরে,
কোলাহল ভরপূর সহরে বসতি,
ফিরি'য়ালা কণ্ঠ শুধু শোনে বসে ঘরে।

(২)

নিয়তি ভুলিল ক্ষণে একঘেয়ে ভাব,
কৃপা কটাক্ষেতে চান বিশ্বরাজ নাথ,
"মা শীতলা" চাহিলেন মণ্ডা চিনি, ডাব,
আটাশে পৌষ এল দ্বাদশী প্রভাত।

(৩)

ইচ্ছাময় উর্দ্ধে রাজা বিভু দয়াময়,
উপলক্ষ অবতার ভ্রাতা "শ্রীউপেন',
সুসময় মন্দ-ভালে হইল উদয়,
সহায় স্বরূপ পুত্র "শ্রীমান নরেন।"†

---

* আমার সম ভাগ্যা ভগ্নী। † আমার ভগ্নীর পুত্র নরেন্দ্র।

(৪)

"কিরণ" জাহাজ রাজ্যে শ্রীউপেন্দ্র রাজা,
ঝটিতি ভোরেতে গেল রাজ্যের তল্লাসে,
আধ-পেটা নাকে মুখে খেয়ে লুচি ভাজা,
অন্তরঙ্গ 'তুলসীদাস' লয়ে সখা পাশে।

(৫)

আপদ বালাই জোটে "নরেন্দ্রের" ভালে,
দিদিমা, মাসীমাদ্বয় যাত্রী সাগরের,
তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে শীতের সকালে,
সঙ্গে চলে তিন নারী মোট-মাট ঢের।

(৬)

আরমানি-ঘাটেতে আসি থামিল শকট,
কুলির কুলিশ-বাণী অহঙ্কার মাখা,
থামিল সে কুলি-বুলি মোদের নিকট,
মোট দৃষ্টে বলেছিল লব তিন টাকা।

(৭)

রাজা ভাই* সনে তবে হইল মিলন,
সাদরে চলিল লয়ে দ্বিতলের হলে,
উর্দ্ধে থেকে দেখি অধে যাত্রীর গমন,
হুড়া তাড়া কোলাহলে ওঠে পড়ে চলে।

---

* 'কিরণ' ষ্টীমারে ভলেণ্টিয়ার রামকৃষ্ণভক্ত উপেন্দ্রনাথ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(৮)

আসিলু কিরণ-রাজ্য গঙ্গা-স্রোতে ভেসে,
রাজা ভাই উঠে গেল কিরণ-রাজ্যেতে,
মোটগুলি উঠে গেল, যাব মোরা শেষে,
হা অদৃষ্ট, মিশে গেনু বিপুল ভিড়েতে।

(৯)

হাঁ করে রহিনু চেয়ে কিরণ সচল,
ভেসে গেল রাজা সনে সম্পত্তি মোদের,
সরস কমলালেবু, সন্দেশ কোমল,
ট্র্যাঙ্কগুলি গেল ভাল, শান্তি আপদের।

(১০)

ক্ষণপরে আসে ভেসে সুন্দরী "ষোড়শী,"
সেই সে ষ্টীমার রাজ্যে 'শ্রীনলিন্' রাজা,
মোরা রাজ্য পেয়ে হাতে উঠিলাম বসি,
অচেনা এ শ্রীনলিন্ দেখি রাজা সাজা।

(১১)

সতেরো আঠারো তার হইবে বয়স,
রামকৃষ্ণভক্ত ধীর নম্র মিষ্টভাষী,
নূতন কার্য্যেতে হেরি বড়ই হরষ,
শ্রীনরেন্ সনে তবে কথা কয় আসি।

(১২)

গীতি মুখরিত নিশি 'ষোড়শীর' বুকে*
কভু বা ঘুমন্ত, কভু জাগি ছ'সঙ্গিনী,
পোহাল মধুর নিশি নিরাপদে সুখে,
হরষে উছলে গঙ্গা দুকূলপ্লাবিনী।

(১৩)

প্রভাতে আসিয়া পড়ি সাগরের কূলে,
বালুকা সৈকত ভূমে অবতরি সবে,
উপেন্দ্রের পথ চাহি থাকি আঁখি তুলে,
আসিল স্নেহের ভ্রাতঃ হাসিমুখে তবে।

(১৪)

সৈকতে মিলিল এক ছত্র সম ঘর,
বসিলাম সবে তায় আনন্দিত মনে;
বালুকা-গদিতে টোপ রঞ্জিত কাঁকর,
নেহারি সে মধু-শোভা হাসি দুটি বোনে।

(১৫)

ডাগর সাগরে যাই স্নান হেতু তবে,
ভাটার সে কাদা-জল দিলাম মাথায়,
লবণাক্ত হোয়ে ফিরে আসিলাম যবে,
কাতর হইনু মোরা বড়ই তৃষায়।

---

* হিন্দুস্থানীরা সমস্ত রজনী ভজনসঙ্গীত গাহিতেছিল।

(১৬)

বয়সী গৃহিণী সাথে হরষি দু'বোনে,
চড়ায় চড়িল তবে আহার্য্য খিচুড়ী,
"শ্রীনরেন্দ্র" (খোকাবাবু) শ্রান্ত ক্লান্ত মনে,
ব্যাগসহ হারাইল ভাল দামি ঘড়ী।

(১৭)

সে নিঠুর চোরে প্রভু দাও দিব্যজ্ঞান,
সদয় প্রসন্ন হও তাঁহার উপর,
দয়া মায়া জ্ঞানে পূর্ণ হোক তার প্রাণ,
হোলো মহা মন-দুঃখ সুখের ভিতর।

(১৮)

সুনিদ্রায় নিশি ভোর উঠিনু প্রভাতে,
সাগরে জোয়ার এল কূলে কূলে জল,
তরঙ্গ সৈকতে খেলে ঘাত প্রতিঘাত,
সাগর দেখিয়া ফুল্ল, শুষ্ক হৃদিতল।

(১৯)

দু'বোনে কোমর বাঁধি ঢেউ সনে চলি,
নাকে বালি, কাণে বালি, বালি চোখে মুখে,
কেশ হোতে ঝর্ ঝর্ বালি ঝেড়ে ফেলি,
উথলে আনন্দসিন্ধু দু'সঙ্গিনী বুকে।

(২০)

মুনিবর "কপিলের" পাষাণ মূরতি,
সিন্দূরে রঞ্জিত কায় নমি পদে তাঁর,
বাতাসা এলাচদানা প্রিয় তাঁর অতি,
নিতেছেন খুরী ভরি দান সবাকার।

(২১)

আসিল জোছনা নিশি শশাঙ্ক-শোভিতা,
তারকা উঠিল ফুটি নীল নভোপরে,
অকস্মাৎ নিশিযোগে হট্টগোলে ভীতা,
"বাঘামামা" ভাগাভাগি কারে তাড়া করে।

(২২)

আমরি ক্ষুধায় জীব হইয়া কাতর,
শীকার দেখিয়ে আসে নিবারিতে ক্ষুধা,
মানবের কেন হয় ভয় দুঃখকর,
(এ পশুরে) দাও প্রভু নরজন্ম, দাও নামসুধা।

(২৩)

সহস্র শঙ্খের ধ্বনি, বাজিল কাঁসর,
সজাগ সাগর-যাত্রী আছিল যতেক,
"বাঘামামা" ছুট্ দিল বনের ভিতর,
দ্বিতীয় রজনী ভোর হোলো অতঃপর।

(২৪)

তৃতীয় দিবসে মোরা স্নান সেরে এসে,
বসিলাম কুটীরেতে আনন্দিত মনে,
দেদার নাগার দল দেখে মরি হেসে,
শোভিছে কেমন তারা বসনে ভূষণে।

(২৫)

আনন্দে দিবস গতে গোধূলি সময়,
কূলে এসে বোসে বলি 'ষোড়শী' তরাও,
কূলে মহা গণ্ডগোল লোকারণ্যময়,
ডাকি "রামকৃষ্ণ প্রভু" কৃপা-নেত্রে চাও।

(২৬)

বহু কষ্টে বহু ক্ষণে "ষোড়শীতে" এসে,
উত্তম স্থানেতে বসি হাঁপু ছেড়ে বাঁচি,
পরদিন প্রাতঃকালে আসিলাম ভেসে,
'ষোড়শী' সমুদ্রে পড়ি চলিল যে নাচি।

(২৭)

উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নীলাভ সলিল,
কিনারায় কূল যেন শৈবাল ভাসিছে,
মিশেছে আকাশ জল, উড়ে পাখী চিল,
বর্ষিয়া কিরণ রবি মধুর হাসিছে।

(২৮)

স্বপনের রাজ্য ধরা কতই মধুর,
স্বর্ণময়ী প্রকৃতির বিমল মাধুরী,
কি শিল্প! নয়নমুগ্ধ পরাণবঁধুর,
শিল্প দেখাইয়া শিল্পী প্রাণ করে চুরি।

(২৯)

বিশাল জলধি বক্ষে মধুর কম্পন,
কূলেতে কি ভীমঘাৎ ফেনপুঞ্জ রাশি,
ব্রহ্ম সমুদ্রেতে মিশি অনন্ত মিলন,
দূরে থেকে ডাকা নাথ, কভু কাঁদি হাসি।

(৩০)

দেখিতে দেখিতে এল নদী সুরধুনী,
নিশি প্রাতে এনে দিল বিকট সহরে,
আবার আজিকে ঘরে আসিল রজনী,
ধরেছি লেখনী মসি বসি ঘুরে করে।

(৩১)

উপেন্দ্র ভায়ার জয়, জয় সাগরের,
প্রমোদী, মালতী প্রাণে আনন্দ সঞ্চয়,
নরেন্দ্রের ধনক্ষয়, এ বড় দুঃখের,
সবে মিলি মিশি বল, "রামকৃষ্ণ জয়।"

—০—

গুরুভক্তি।*

(১)

নৃত্যময়ী ছল ছল নদী সুরধুনী,
শান্তিময় "বারাণসী" কূল,
কূলেতে "শঙ্কর" দিনমণি,
জ্ঞানময় উপমা অতুল।

(২)

আর কূলে শিষ্য "সনন্দন"
মাঝে গঙ্গা বক্ষে জলোচ্ছ্বাস,
ডাকিলেন শ্রীগুরু তখন,
'সনন্দন' 'সনন্দন' ভাষ।

(৩)

সনন্দন-শ্রবণে পশিল,
ডাকে শিষ্য হইল আকুল,
"শীঘ্র এস সনন্দন" পুন যে শুনিল,
গুরুবাক্য মহামন্ত্র মূল।

---

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শঙ্করাচার্য্য' অবলম্বনে লিখিত।

(৪)

গঙ্গাবক্ষে না হেরিল "না",
ডাকিলেন গুরু বিশ্বনাথ।
উত্তাল তরঙ্গে দিল পা,
"জয় গুরু" স্মরি যোড়হাত।

(৫)

চরণ পরশি আহামরি,
গঙ্গাবক্ষে ফুটিল কমল,
আনন্দে ভক্তিতে প্রেমে ভরি,
আসি নমে গুরুপদতল।

(৬)

ধন্য গুরু শ্রীগুরু শঙ্কর,
ধন্য ভক্ত শিষ্য সনন্দন,
"পদ্মপাদ" নাম অতঃপর,
দেন শিষ্যে শঙ্কর তপন।

(৭)

জন্মজ্ঞানী অবতার নাথ,
নরকায়ে দেবতা শঙ্কর,
কার পদে শত প্রণিপাত,
জ্যোতির্ম্ময় নমঃ যোগেশ্বর।

(৮)

(যবে) গৃহত্যাগী "শঙ্কর তপন,"
উপনীত নর্ম্মদার তীরে,
সমাধিস্থ গুরু কূলে র'ন,
উচ্ছ্বাসিয়া আসে নদী শিরে।

(৯)

সমাধির বাধা কল্লোলিনী,
ভাবি মনে কাতর শঙ্কর,
কন শান্ত হও তরঙ্গিণী,
বারে বারে যোড় করি কর।

(১০)

নদী আসে ভীমনাদ করি,
ব্রহ্মতেজে বালক শঙ্কর,
নর্ম্মদারে কমণ্ডলে ভরি,
শক্তি ভক্তি দেখান সুন্দর।

(১১)

মহাযোগ ভাঙ্গিল যোগীর,
কন "বৎস! মরে জলচর,"
কমণ্ডলু হোতে জল ঢালেন নদীর,
গুরু আজ্ঞা রাখিল শঙ্কর।

(১২)

নর-হর শ্রীশঙ্কর শত প্রণিপাত,
অবতার! ভক্তিভরে নমি পদ'পরে,
ভাষ্য তব বিরাজিছে নাথ,
হৃদিতমঃ হরে ভাষ্য-করে।

—ঃ০ঃ—

হরিদ্বারে সুরধুনী।

(১)

হিম হিমাচল হিমকায় হোতে,
নিঃসৃতা হোয়ে জননী,
পবিত্রা মধুরা শীতলা গঙ্গে,
চোলেছে সাগর-আননী।

(২)

চির একসুর, চির এক তান,
সাত্বিকী-ভাব রাগিণী,
সৃষ্টির প্রথম হইতে জননী,
গাহিছে কি গীতি জানিনি।

(৩)

(সেথা) জলে স্থলে আহা অনিলে আকাশে,
তরুতে চলেছে গান,
বোঝাতে পারে না, সে ভাব—সে ভাষা,
এ মূঢ় মানব প্রাণ।

(৪)

(সেথা) নির্ঝুম নিচল নীরব নির্ভীক,
নিরালা তরু দাঁড়ায়ে,
নীলাকাশ নত নিশিদিন সেথা,
চুম্বন মুখ বাড়ায়ে।

(৫)

নীরবে বসুধা পাতিয়া হৃদয়,
ধ্যানস্থ মগন প্রায়,
চন্দ্র হাসিছে, তপন জ্বলিছে,
তারকা ফুটিয়ে চায়।

(৬)

(কভু) ঘোর ঘনঘটা ঝিমি ঝিমি ধারা,
মুহুর্মুহু খেলে দামিনী,
চিরনূতনের মাঝে চির ওঠে,
চির এক সুর রাগিণী।

(৭)

পুণ্য পূতবারি পিয়ে এ জীবন,
শস্য-শ্যামলা মেদিনী,
সাধি কর্ম্ম মাত, এক সুর তানে,
বিহ্বলা সিন্ধুগামিনী।

উমানন্দ ভৈরব।*

(১)

আষাঢ়ের 'ব্রহ্মপুত্র' কি নৃত্য তাণ্ডব!
ঘূর্ণিত তরঙ্গময় চাপা গোঁ গোঁ রব,
লতা সুবেষ্টিত এক ক্ষুদ্র মনোহর,
জাগিছে নদের মাঝে মধুর শেখর।

(২)

পাহাড়ের মাঝে রাজে সুন্দর মন্দির,
বরষার জল গ্রাসে অর্দ্ধাঙ্গ গিরির,
নাচিয়ে চৌদিকে জল ভৈরব মূরতি,
মাঝে রাজে গিরিবর মনোহর অতি।

(৩)

গিরির গুহায় সিঁড়ি নামি অতঃপর,
দীপ পুষ্প চন্দনেতে মোহিত অন্তর,
চৌকণা সুন্দর স্থান চন্দ্রাতপ মাঝে,
লিঙ্গমূর্ত্তি উমানন্দ শ্রীদেবতা রাজে।

---

* কামাখ্যাতীর্থে।

(৪)

রৌপ্য ছত্র শিরোপরি শোভিত সুন্দর,
রৌপ্য অৰ্দ্ধচন্দ্র শিরে অতি মনোহর,
রৌপ্য বিল্বপত্র এক তাহে শোভামান,
শোভে মহেশের শিরে পাঁচটী বয়ান।

(৫)

তাঁর পাশে রৌপ্য মূর্ত্তি অতি মনোহর,
অশ্বোপরি পঞ্চমুখ স্বরূপ সুন্দর,
শিরেতে রজত ছত্র অৰ্দ্ধচন্দ্র আর,
বিল্বপত্র তার'পরি শোভার আধার।

(৬)

সৌগন্ধে পূরিত স্থান কুসুম চন্দনে,
পূজিনু হরষে দেবে তৃপ্ত প্রাণ মনে,
উমানন্দ ভৈরবেরে নমি বারেবার,
জাগিল প্রাণের মাঝে আনন্দ অপার।

(৭)

আষাঢ়ের অম্বুবাচী তৃতীয় প্রহর,
খর সূর্য্য দীপ্তিমান দিবা গ্রীষ্মকর,
কামাখ্যা-দেবীর দ্বারে আসিয়া বসিনু,
যাত্রী সমাগম ব'সে আনন্দে দেখিনু।

(৮)

দুরন্ত সে ব্রহ্মপুত্র নদে নমিলাম,
নমি উমানন্দ শিব দিব্য তব ধাম,
দেবী শ্রী ভুবনেশ্বরী রাজিছেন যথা,
পাহাড়ের উচ্চ চুড়ে, শান্তিময় তথা।

(৯)

নয় পীঠে নয় দেবী নমি বার বার,
নমি মা কামাখ্যাদেবী চরণ তোমার,
সৌভাগ্য কুণ্ডের তীরে মন্দির সুন্দর,
মুদ্রামূর্ত্তি রাজিছেন তাহার ভিতর।

—:০:—

বারাণসী-বিশ্বনাথ।

(১)

নমি রাজা বিশ্বনাথ, বারণসী-পতি,
সদানন্দ জ্ঞানময় পবিত্র শঙ্কর,
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ অগতির গতি,
ঊর্দ্ধে অধে আসেপাশে নমি মহেশ্বর।

(২)

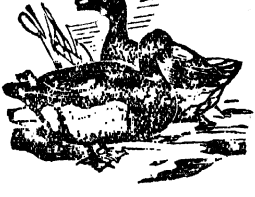
রাজ্য তব শান্তিময় ওহে শান্তিনাথ,
পবিত্রা গঙ্গার নীর তৃপ্তিময় অতি,
মহাদেব হর হর শত প্রণিপাত,
শিবশম্ভু এ মূঢ়ের স্থির কর মতি।

(৩)

প্রত্যহ প্রভাতে স্নান করিয়ে গঙ্গায়,
গঙ্গানীর বিল্বপত্র করি আহরণ,
যেই নর নিত্য পূজে মহেশ তোমায়,
অবসরে করে সদা গীতা আলোচন—

(৪)

সেই নর উপযুক্ত বারাণসী-বাসী,
রাজা, তব প্রিয় শিষ্য বিশ্বাসী সুধীর,
কি করিতে পারে তার মৃত্যুদিন আসি,
বারাণসী-পুর-পতি পায়ে তার শির।



দ্বিতীয় খণ্ড।

স্বপ্ন-জীবন।

বালিকা-বাসনা।

কেন জোছনা সাগরে ডুবে
তুলিনা তারকা ফুলে,
অঞ্চল ভরিয়া লোয়ে
আসিব এ গৃহকুলে।
গাঁথিয়া চিকণ হার
হরষে পরিব গলে,
কোথা পথ ? কার সাথে
যাব ও গগন তলে।
কাড়িয়া চাঁদের হাসি
ও হাসি ধরিব আমি,
এসহে সুধাংশুনিধি,
আমার ভূতলে নামি।
কুসুমের পরিমল
কোথা বা লুকায়ে থাকে,
লব হরি কেমনেতে
মাখিব উরসে তাকে।

ধরিব ভ্রমর দুটী
কাণেতে দোলাব দুল,
বাল্মা হার সিঁতি ওরে
ধরিব জোনাকিকুল।
ভ্রমর দংশিতে আসে
জোনাকী জ্বলিয়া নেবে,
কেমনে ধরিব আমি
কে মোরে শিখায়ে দেবে।
তটিনী তরঙ্গমালা
ছেনিয়ে করিব মল,
করে তুলে[illegible]লে হায়
কেন হয় বিচঞ্চল।
সূক্ষ্ম কাল নাগিনীরে
কবরীতে জড়াইব,
গর্জ্জিয়া দংশিবে সে যে
কেমনে তাহারে নিব।
চপলা লতিকা ধরি
বলয় গড়ায়ে পরি,
সাধ আছে, শক্তি নাই
কেমনে তাহারে ধরি।
মেঘেরে কাটিয়া তায়
করিব মধুর সাটী,

অঞ্চলের ভাগে দিব
প্রভাতী অরুণ আঁটি।
কেমনে প্রভাতী রবি
ধরিব সে কোন পথে ?
যেতে হবে কার সনে
সে কেমন পুষ্পরথে।
এত সুন্দরতা সনে
সদাই মিশিয়ে রব.
লো সখি! বলনা মোরে
পাব কোথা, কারে কব ?
শ্যামল লতিকা ঢাকা
নিকুঞ্জে করিব বাস,
ফুটিবে বিটপী'পরে
নিতি ফুল রাশ রাশ।
প্রহরী পাপিয়া পিক
রহিবে তমাল'পরি,
নদী বুকে কুসুমিত
সাজান রহিবে তরী।
কর্ণধার হব তায়
প্রভাতে, মধুর সাঁজে,
গাহিয়া মধুর গীতি
ভ্রমিব তটিনী মাঝে।

বালিকা-বিবাহ।

(১)

বরষার রাতি,
মধু শশী ভাতি,
মন্দ মধুর বায়,
পিতার ভবন,
হরষে মগন,
সানাই সুগীতি গায়।

(২)

আলোকের ছটা,
কোলাহল ঘটা,
নর নারী সুশোভিত,
পরিণয় নিশি,
আনন্দেতে মিশি,
আত্মজন উপনীত।

(৩)

সঙ্গিনীর দল,
বাজাইয়া মল,
চিবাইয়া ছাচি পান,
তর্জ্জনী অঞ্চলে,
জড়ায়ে বলে,
চুপুসাড়ে ধরি কাণ।

(৪)

"আনি তোর বরে,
বাসরের ঘরে,
গাহিব মধুর গীতি,"
হাসি বা কথায়,
বেশ বুঝা যায়,
পরাণে উছলে প্রীতি।

(৫)

পীড়িতে আল্‌পনা,
দেন পুরঙ্গনা,
বসালে তাহার'পরি,
কি জানি কেমন,
উড়ু উড়ু মন,
বসিনু সভয় ডরি।

(৬)

বাদ্য কোলাহল,
ছোটে নারীদল,
বর এল সবে বলে,
আধো ঘুমে রত,
পুতুলের মত,
ক'নে আমি মালা গলে।

(৭)

কুসুম চন্দনে,
অলঙ্কার সনে,
ঝল মল দেহখান,
কেমন কেমন,
জ্বালাতন মন,
সে ক্ষুণ্ণ নিঝুম প্রাণ।

(৮)

লগ্ন উপনীত,
পীড়িতে উত্থিত,
তদুপরি মরি ডরি,
হরষিত মন,
পীঁড়িধারীগণ,
ঘোরে হাসে পীঁড়ি ধরি।

(৯)

সাত প্যাক দিয়ে,
তবে মোরে নিয়ে,
বরের সম্মুখে ধরে,
"শুভদৃষ্টি" তরে,
বলে মোরে, বরে,
"চাও দোঁহে ভাল করে।"

(১০)

নিশি যায় যায়,
বালিকা বেলায়,
অনুরোধ, ভয়ে ডরি,
ঘুমঘোরে হায়,
দেখেছিনু কায়,
ঘোর বিরক্তিতে ভরি।

(১১)

ছাবিবশে আষাঢ়ে,
নয়নের আড়ে,
নিয়তি কি কেঁদেছিল?
যোলই আশ্বিন,
বৈধব্যের দিন,
এ রহস্য ভেঙ্গে দিল।

(১২)

সবার কথায়,
যাচিত গলায়,
দিয়েছিনু মালা হায়,
মনসাধে ভরি,
সযতন করি,
যুঁতি মালা দেন আমায়।

(১৩)

শঙ্খ হুলুধ্বনি,
মধুর রজনী,
হোয়ে গেল আত্মদান,
বিবাহ আমার,
নহে মন্দ, তাঁর ?
সমাজিক এ বিধান।

(১৪)

বালিকা বেলায়,
শত অনিচ্ছায়,
পিতা মাতা দেন বলি,
আমিত তখন,
ফুলের মতন,
অথবা অফুট কলি।

(১৫)

বিবাহ-বাসনা,
কিছুত ছিলনা,
        সুখময় পিত্রালয়,
হা দুঃখমূল,
লপ্রাণে শূল,
        মম কাল-পরিণয়।



বালিকা-বাসর।

(১)

জড়ায়ে রঙ্গিল বাস,
সিঁতিতে সিন্দুর রাশ,
বসনে বসনে বাঁধা,
ঢাকা বাসে মুখ,
এ সুখ বাসর যার,
তার কিবা সুখ ?

(২)

কেহ গায় মধু গীতি,
জাগাতে মধুর প্রীতি,
মিলিজুলি হাসে ভাষে,
যত আত্ম পর,
সারানিশি জেগে আছি,
কি বিরক্তিকর।

(৩)

কেহ মোরে ধোরে তোলে,
বসায় বরের কোলে,
হরষে বয়সী সবে,
হাসিয়া আকুল,
ঘুমেতে কাতরা আমি
আঁখি ঢুলু ঢুল।

(৪)

জাগিলনা সুখ প্রীতি,
ভাল না লাগিল গীতি,
সারারাতি অনাহারে,
ঘোর অনিচ্ছায়,
অনুরোধে কেবা কোথা,
সুখানন্দ পায়।

(৫)

যেতে হবে পর ঘরে,
ভেবে মন হুহু করে,
ঝর ঝর ঝর,
ধারা যে নয়নে।
দারুণ দুঃখের ছায়া,
পড়িল আননে।

(৬)

মোছাতে এ আঁখিজল,
আকুলিত হৃদিতল,
ভগিনী স্নেহাশ্রুধারা,
করেতে মুছিল,
কেঁদে ভেসে এসে শেষে,
সাজাতে বসিল।

(৭)

বোধহীন, খেলা ভরা,
পিতৃস্নেহে আলো করা,
মধুর বিমল ফুল্ল,
মম হৃদিতল,
দাম্পত্য সে প্রীতি সেথা,
লাগিল গরল।

(৮)

পাষাণে লুকান রয়,
কালে শৈল ফেটে বয়,
স্নিগ্ধ রমণীয় মধু,
নিঝরের জল,
ছিল সেই মত মম,
এই হৃদিতল।

—ঃ০ঃ—

যৌতুক।

(১)

আত্মপর পুরজন,
ছল ছল দুনয়ন,
ক'নে বরে আশীষে এসে
রাজবেশী বর পাশে,
শোভি অলঙ্কারি বাসে,
যায় মম দু'আঁখি ভেসে।

(২)

আসিলেন পিতা মোর,
হৃদয়ে যাতনা ঘোর,
স্নেহে মম দু'পাণি ধরি;
বরের লইয়া কর,
যাতনা-জড়িত স্বর,
চারি কর মিলিত করি।

(৩)

"আমার এ আত্মজারে,
বিভু ইচ্ছা অনুসারে,
আজি অর্পি তোমারি করে ;
দীর্ঘায়ু নির্ব্যাধি হও,
মম জননীরে লও,
রাখ ভক্তি জগদীশ্বরে।"

(৪)

জননীর আঁখি ধার,
থামেনাক আজি আর,
কত আকুলিত হৃদিতল ;
আনন্দ আলয়ে কেন,
অশ্রু বরষণ হেন,
সুখ সনে মিলিত এ জল।

(৫)

মা—

জন্মশোধ একেবারে,
অর্পিলেন তনয়ারে,
নিঃসম্পর্ক জাগতিক জীবে ;
পৌরাণিক প্রথা স্মরি,
রহিলেন ধৈর্য্য ধরি,
গিরিরাণী উমা অর্পি শিবে।

(৬)

মম বুক ভেসে যায়,
হইনু পাগলী প্রায়,
কান্না দেখে কেঁদে সারা পতি ;
এত রোদনেতে হায়,
কষ্ট বুঝি বিধাতায়,
(তাই) জন্মবাসে চির বাসী আজি এ মালতী।

(-ঃ০ঃ-)

বালিকার ফুলশয্যা।

(১)

ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন,
মধুর নিশীথ কোলে,
কে ডাকিল মধু বোলে,
চমকি সভয়ে আমি শিহরি কেমন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(২)

বুকে মুখে চোখে ফুল,
সুবাসে করে আকুল,
ঘুমে আঁখি ঢুল ঢুল মেলি দুনয়ন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৩)

পুষ্পময় সে মন্দির,
পতিদেব সশরীর,
মধু আলো কৌমুদীর সুন্দর কেমন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৪)

যতন কহা'তে কথা,
পান বুঝি মন ব্যথা,
করিলাম নির্দ্দয়তা "হু না" বিসর্জ্জন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৫)

নীরবে পোহালে রাতি,
ফুটিল রবির ভাতি,
কোথা স্বপনের সাথী একাত্ত এখন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৬)

প্রভাতে শয্যায় একা,
কারেও না গেল দেখা,
একা আমি দু'করেতে মুছিনু নয়ন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৭)

জীবনের এ অধ্যায়,
স্বপন সমান হায়,
সে সুখ সোহাগ বায় না হোলো স্পর্শন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৮)

পূর্ণ-প্রাণ প্রেম রাশি,
পদে পোড়ে হল বাসি,
বুঝিতে নারিনু, ছিনু জড়ের মতন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(৯)

গ্রহণ হোলোনা আর,
দান কটু ব্যবহার,
অশ্রুজল হোল সার, সারা সম্মিলন,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

(১০)

এমন নিয়তি সই,
কোথাও দেখিনি কই,
ফুটিত ফুটিবে খই আজি অকারণ,
ফুলের শয্যায় শুয়ে দেখিনু স্বপন।

—:-০-:—

পতি দেবতা।

(১)

এম, এ, বি, এল, পরীক্ষা উত্তীর্ণ
সর্ব্বজন প্রিয় তিনি—
বর্ত্তমান তিনি দীন পিতৃহীন,
আসিল জীবনে সুখের সুদিন,
লাবণ্য ফুটিল দেহ ছিল ক্ষীণ,
বাণী মাকে প্রাণে কিনি ॥

(২)

কিনিতে নারেন আমা হেন ছারে
হিয়ায় সে দুঃখ হায়,
রহস্য আধার বিশ্বপতি দান,
অযাচিত হ'ল একটী সন্তান,
তখনও জানিনা পতির সম্মান,
বালিকা পাগলী প্রায় !

(৩)

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স তখন
তবু বাজে কথা অনর্গল,
শত্রুভাব ছিল পতিদেবতায়,
বিরক্তি আছিল তাঁহার সেবায়,
শ্বশুর ভবন যমালয় প্রায়,
উধাও মরম——

(৪)

শুধু কি বিদ্যান, গুণে গুণবান
মধুভাষী স্নেহবান,
(মোরে) নয়নে নয়নে রাখিতে বাসনা,
অপূর্ণ কামনা পেতেন যাতনা,
কি জানি কেমন ছিল হৃদিখানা
আছিলনা কোন টান।



বিজন কুমার।

(১)

ছ'ই চৈত্রের রাতি,
বসন্ত চাঁদিমা ভাতি,
চতুর্দ্দশ বরষ জীবনে;
অযাচিত বিভুদান,
ক্রোড়ে এল সুসন্তান,
কি আনন্দ উঠিল ভবনে।

(২)

মঙ্গল শঙ্খের রোলে,
নব শিশু ধাত্রীকোলে,
হেরে সবে প্রফুল্ল নয়নে;
খোকা মিটি মিটি চায়,
বারেক নেহারি তায়,
নীরবেতে রহিনু শয়নে।

(৩)

যবে গর্ভ যাতনায়,
ওষ্ঠাগত প্রাণ যায়,
অশ্রু ঝ'রে ছিল দুই চোকে;
ভূমিষ্ঠে শীতল দেহ,
ভবেশের মধুস্নেহ,
জীব এক এল এ ভূলোকে।

(৪)

শ্বশ্রুমাতা দেবী আসি,
হরষ সাগরে ভাসি,
শিশুমুখ করেন চুম্বন;
তৃতীয় দিনেতে মোর,
আসিল ব্যাধির ঘোর,
চিন্তাপূর্ণ পিতার ভবন।

(৫)

দিনে দিনে বেশী জ্বর,
সুখ হোলো দুঃখকর,
জননীর চিন্তাশীল মন;
কঠিন হইল ব্যাধি,
শমনের সাধাসাধি,
কাড়িতে সে আদর-জীবন।

(৬)

বিষাদে মলিন পতি,
সেবা করিলেন অতি,
নিশিদিন ঝরিত নয়ন ;
একদিন নাড়ী ক্ষীণ,
দেহ হিম শ্বাসহীন,
হোলো হেন মৃত্যুর লক্ষণ।

(৭)

হাহাকারে মুখরিত,
হ'য়েছিল গৃহটিত,
নাহি জানি অজ্ঞান আছিনু ;
যবে বহুক্ষণ পরে,
ভিষকেতে জ্ঞান করে,
কি এক ক্রন্দনে কাণ দিনু।

(৮)

ভুমে লুটায়িয়ে মাথা,
কি গভীর হৃদিব্যথা,
মর্ম্মভেদী পতির রোদন ;
স্বকর্ণে শুনিনু যাহা,
আজ মনে হয় তাহা,
ভ্রাতা তাঁর মুছান নয়ন।

(৯)

হায় বিধি সেই কালে,
মৃত্যু যদি দিতে ভালে,
হোতো মম সার্থক জীবন ;
অন্তিম শয্যায় রোয়ে,
পতি পদধূলি লোয়ে,
গৌরবের হোত সে মরণ।

(১০)

"ভাগ্যবতী এয়োরাণী"
কহিত সবে এ বাণী,
বিধবা এ অলক্ষণা আজি ;
চন্দন মাখিয়া গায়,
অলক্ত রঞ্জিত পায়,
যাইতাম সুলক্ষণা সাজি।

বালিকা-বৈধব্য।

(১)

এল শ্যাম সুমধুর শরৎ সুন্দর—
সেফালি চামেলি ফোটে,
মধু সমীরণ ছোটে,
শ্যামল প্রতিভাটুকু লতিকা ভিতর ;
সাজাইয়ে ফুলপাতি,
ধরণী হরষে মাতি,
প্রকৃতির গলে ধরি হাসে মনোহর।

(২)

সারাটা বরষ পরে,
সন্তানের ঘরে ঘরে,
আসিলেন নগবালে শৈলসূতা শিবে ;
জননীর আগমনে,
শুভদিনে শুভক্ষণে,
সুখানন্দ উপভোগ করে বিশ্বজীবে।

(৩)

সুখ শান্তি প্রাণে ল'য়ে,
পিতার ভবনে রোয়ে,
বিলাসের দ্রব্য কত কিনিতে হরষ;
দিনে দিনে দিন গেল,
ক্রমশঃ পঞ্চমী এল,
কত আশা বাঙ্গালীর সারাটা বরষ।

(৪)

পঞ্চমীর দিনে হায়,
পিতা পাগলের প্রায়,
মাতারে শোনান এক ভীষণ পত্রিকা
লেখা আছে সেই পত্রে,
শুধু তিন চারি ছত্রে,
শয্যাগত পতি মম হ'য়ে বিসূচিকা।

(৫)

যাহ আমি সেইক্ষণে,
"বিজনেরে" ল'য়ে সনে,
কেমন উধাও মন নিরানন্দময়;
গিয়ে যাহা নেহারিনু,
অন্তরেতে শিহরিনু,
যাতনা নেহারি দুঃখে ভরিল হৃদয়।

(৬)

গৃহপূর্ণ বহুলোকে,
বারেক হেরিয়া চোখে,
ভগ্নহিয়া অশ্রু-চোখে বাহিরে আসিয়ে ;
মনে পড়ে কাতরতা,
জাগে মনে ঘোর ব্যথা,
কাঁদিলাম দরদর নীরবে বসিয়ে।

(৭)

কতই ভিষক হায়,
আসে দেখে চ'লে যায়,
আসিলেন পিতা মম উন্মাদ সমান ;
আসিলেন ভগ্নী ভ্রাতা,
বিষাদে ভরিয়ে মাতা,
চিন্তা ভয়ে কাঁপিতেছে সবার পরাণ।

(৮)

শ্বশ্রুমাতা লোয়ে মোরে,
বসালেন করে ধ'রে,
পীড়িত ব্যথিত পতি চরম শয্যায় ;
ফুটন্ত গৌরব-রবি,
অস্ত যায় শেষ ছবি,
সংসার সমাজ হায় রয়েছে আশায়।

(৯)

আহা সে যে কি চাহনি,
কি সাধ্য তব লেখনি!
বর্ণিবারে দৃষ্টি তাঁর নীরব কথন,
মম এ পাষাণ প্রাণ,
ফেটে হোলো খান খান,
মর্ম্মরক্ত অশ্রুরূপে বর্ষে দুনয়ন।

(১০)

লেখনী যে পড়ে খসি,
(আমি কি কাঁদিব বসি!)
পূর্ণ বর্ষ ক্ষুদ্র শিশু কুমার "বিজন";
এক পা, এক পা, কোরে,
উপাধান করে ধ'রে,
***** কোরে ডাকে, আধ সে বচন।

(১১)

কাঁদিয়া দু'কর তুলি,
সে রোগ যাতনা ভুলি,
করস্পর্শ করিলেন বিজনের পিঠে;
ঘোর যাতনায় র'ন,
মাঝে মাঝে কথা কন,
"জল জল" মহা তৃষা মিনিটে মিনিটে

(১২)

সারা দিবা নিশা গত,
যাতনা বাড়িছে স্তত,
দ্বিতীয় দিবসে আসি দেব *বন্ধুবর
খুলি হৃদি উজ্জ্বলতা,
দেখান স্নেহ মমতা,
মহা সেবা সযতনে বসি অতঃপর।

(১৩)

আবার রজনী এল,
আবার প্রভাত হোল;
দুই দিন গত, এবে তৃতীয় দিবস;
কাটিল তৃতীয় দিন;
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ,
চতুর্থ দিবস এল বিকট কর্কশ।

(১৪)

কড় কড়, ভীমনাদে,
ঘন বৃষ্টি ধারে কাঁদে,
অষ্টমী রজনী ভোর পোহায় পোহায়;
অঘোরে ঘুমায়ে থাকি,
হবে হেন, জানি বা কি?
ভ্রাতা মম ডেকে তুলে আনেন ত্বরায়।

* আমার স্বর্গীয় স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দাস, এম, এ।

(১৫)

কি করুণ ঊর্দ্ধ আঁখি,
দারুণ যন্ত্রণা মাখি,
তারপর কি লিখিব ? লেখনী অচল ;
সকলে বসিয়া পাশে,
পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রাসে,
ঘন ঘন শ্বাস, দেহ নিথর নিচল।

(১৬)

তারপর, তারপর,
(থর থর কাঁপে কর)
হাহাকার ভীমধ্বনি শুনিনু কেবল ;
নবীন পিঞ্জর পড়ি,
পাখী তার গেছে উড়ি,
শ্বশ্রূমাতা পাগলিনী পড়ি ধরাতল।

(১৭)

আমি কোথা, আমি কই,
আমিত সেখানে নই;
ভেঙ্গে গেল যেন এক মধুর স্বপন ;
বিষাদে নিশ্বাস আসি,
প্রাণেতে রহিল ভাসি,
চেয়েছিনু, ভয়ে ধীরে মুদিনু নয়ন,
(মনে পড়ে অতীতের সে দিন ভীষণ।)

বালিকা-যোগিনী।

(১)

নিকেতন সন্নিহিত সরোবর তীরে,
বয়সী আত্মীয়া কাঁদি' আঘাতিল শিরে ;
বসায়ে মুছিয়া দিল সীমন্তে সিঁদুর,
এলায়িয়ে দিল চির চাঁচর চিকুর।

(২)

দূরেতে ফেলিয়া দিল লৌহ খাড়ু খুলে,
যোগিনী সাজালে মোরে বসি সরঃকূলে ;
পাষাণ মুরতি আমি অবাক অচল,
মাঝে মাঝে হুহু জ্বলে মম হৃদিতল।

(৩)

ভাবি মনে সত্য নহে মিথ্যা এ স্বপন,
"আমি কি বিধবা নারী" মিথ্যা এ কথন ;
চারিধারে আঁখি মেলি চাহিনু আবার,
সেই নিদারুণ হায় ভীম হাহাকার।

(৪)

কি যেন কি অপমানে, কি যেন কি খেদে,
বালিকা হৃদয় মম উঠিল যে কেঁদে ;
হেলাফেলা বিধবারা আমি হনু তাই,
এ বিশ্ব ঘুরিল চোখে, সব যেন ছাই।

(৫)

বরিষা রজনী শেষে বিবাহ খেলায়,
বাঁধাবাঁধি হোয়েছিনু যুথিকা মালায় ;
শরতে বিচ্ছিন্ন আজ অশ্রুমালা লোয়ে,
এসে বসি পিতৃপদে বুকে শিশু বোয়ে।

পিতা-পদে।

(১)

ব্রহ্মময়, স্নেহময় পিতা শান্তিময়,
স্নেহে ডাকি তৃপ্ত শান্ত করেন হৃদয় ;
"পুত্রফল" দিনু পায়, বুকে লন তুলে,
বসিয়া ভুলিনু জ্বালা পিতাপদমূলে।

(২)

বিবাহ স্বপন মম, স্বপনের বর,
স্বপনের ঘর মম; তারা সব পর ;
পিতা, পিতা, মম পিতা, পিতা মম সব,
পিতা সুখ, পিতা শান্তি, বিষয়, বৈভব।

(৩)

পিতার বুকেতে বাজে বৈধব্য-বেদন,
মম মুখে হাসি রাশি সদা ফুল্ল মন ;
আদরের আদরিণী, যোগিনী না রাণী,
চিন্তা না জানিল কভু মম হিয়াখানি।

(৪)

অভাব জানেনি বিজু "দাদু"র আদরে,
পিতারূপী বিশ্বপিতা প্রতি ঘরে ঘরে ;
সুখানন্দে কেটে গেল শুভবর্ষ আট,
তারপর আজি চেয়ে দেখি ভবহাট।

—০—

ঐশ্বর্য্যই শান্তি।

(১)

বিধবা হোলেই দুঃখ সেটা মিছা ভুল,
পিতৃঘরে ছিনু আমি যেন ফোটা ফুল ;
দুঃখ-শূল মহাদুঃখ পিতারে হারায়ে,
কি মহা যন্ত্রণা হায় পিতার বিদায়ে।

(২)

সংসার বিকট মুখ দেখালে আমায়,
দারুণ বাজিল প্রাণে শিহরি ঘৃণায় ;
সংসারের কূট চিন্তা দিল পরিচয়,
দেখিলাম এ সংসার সব স্বার্থময়।

(৩)

অবজ্ঞার লবণাক্ত সিন্ধু-স্রোতে ভাসি,
তৃপ্তিপ্রদ সুধা দয়া বিন্দু অভিলাষী ;
নাহি সে পিতার স্নেহ, পতি পদতল,
দীনা, মহা দীনতাই পার্থিব সম্বল।

(৪)

কেঁদে কেঁদে হয়েছিনু পাগলের প্রায়,
নিশিদিন দীর্ঘশ্বাস প্রাণে হায় হায় ;
জগতের পিতা হরি, হরি অজ্ঞানতা,
ধৈর্য্য মুখে জানালেন শান্তি নীরবতা।

(৫)

ঐশ্বর্য্য লইয়া শুধু অস্থায়ী সংসার,
তুলিয়েছে ভোগ ভোগ রব হাহাকার ;
সংসারীর স্থায়ী ধন বুকে লওয়া ভার,
অস্থি মজ্জা শোণিতেতে ভোগ বাক্য সার।

(৬)

দীনতায় "কোথা হরি দীনবন্ধু" ডেকে,
দিনে দিনে প্রফুল্লিত পদে প্রাণ রেখে ;
ডাকে আসে দীননাথ দীনহীন পাশে,
কৃপালাভে দীনরাজা প্রেমানন্দে ভাসে।

(৭)

স্বপন জীবন শেষ, জাগি দুর্গা স্মরি,
ভবার্ণবে ব্রহ্মপদ তরিবার তরী;
অশান্তি আশঙ্কা বজ্র ডরিবে কে আর,
দৃঢ় ধরি মরি নাথ চরণে তোমার।

(৮)

অব্যক্ত অচিন্ত ব্যক্ত আপন আত্মায়,
কোথায় খুঁজিব বৃথা রাজিত হিয়ায়;
আবরণ উন্মোচনে জীবাত্মার ক্ষয়,
পরমাত্মা নিত্যানন্দে মোক্ষলাভ হয়।

—০—

বন্দনা।

(১)

নমি মা কমলারাণী
কৃপাময়ী বিশ্বমাতা,
অচঞ্চলা হোয়ে ধর
আমার মানস-গাথা।

(২)

নমি মা চরণ দুটী
মধুময়ী বীণাপাণি!
কৃপায় কুজিল আজি
এ "মন বুলবুল" রাণী।

(৩)

কল্পনে সঙ্গিনী নমি
দুটী রাঙ্গাপদে তোর,
মরমে মিশিয়ে সই
আজীবন রহ মোর।

(৪)

নমি শ্রীগুরুর পদ
জ্ঞান-ভেলা ভবার্ণবে,
নমি পতি-দেবতায়
স্বর্গগত প্রেমার্ণবে।

(৫)

নমি দেব "রামকৃষ্ণ"
হৃদিনিধি ব্রহ্মপদে,
কৃপাগন্ধি সুকমল
তুমি মম হিয়া-হ্রদে।

(৬)

নমি পিতা ব্রহ্মময়
ঈশ্বরেতে সম্মিলিত,
নমি মাতা নিত্যদেবী
নিত্য পাশে বিরাজিত।

(৭)

নমি ভক্তি ভরে ইষ্ট
মহামন্ত্রে বার বার,
দিব্যজ্ঞানে হর দেব!
অজ্ঞানতা এ আঁধার।

(৮)

এ মন বুলবুল যেন
নিশিদিন গাহে নাম,
জয় ব্রহ্ম চিদানন্দ
শান্তিময় প্রাণারাম।

জয় রামকৃষ্ণ!

গ্রন্থ সমাপ্ত।